উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

MLD

হর্ষিতদের দাপটে সহজ জয় ভারতের ▸▸ ১২

ইহুদি উৎসবে গুলি, হত ১০

সিডনিতে রবিবার ইহুদি উৎসব হানুক্কার প্রথম সন্ধ্যায় জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সেই ভিড়ের মধ্যে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে বন্দুকবাজরা। অন্তত ১০ জন নিহত, আহত ১৮। ▸▸ ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

মালদা		রায়গঞ্জ		বালুরঘাট		শিলিগুড়ি	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১২°	২৮°	১৩°	২৮°	১২°	২৭°	১১°

নাড্ডার উত্তরসূরি কি বিহারের নবীন ▸▸ ৭

২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 15 December 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 206

গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মেহগনি গাছে কোপ

সেনাউল হক

কালিয়াচক, ১৪ ডিসেম্বর : শনিবার রাতে মোজমপুরের বালুগ্রাম মাঠে আবদুল মালেকের বাগানের শতাধিক মূল্যবান মেহগনি ও লম্বু গাছ বা আফ্রিকান মেহগনি কেটে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। একইসঙ্গে তারা বেশ কয়েক বিঘা জমির মাষকালাই আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। রবিবার সকালে এ খবর জানতে পেরে মালেক মাথায় হাত দিয়ে

দুষ্কৃতী দৌরাত্ম্য মোজমপুরে

বসে পড়েন। তিনি অভিযোগ জানান কালিয়াচক থানায়। পুলিশ তদন্ত করতে ঘটনাস্থল সংলগ্ন জঙ্গলে যায়। কিন্তু ওই ঘন জঙ্গলে পুলিশও ঢুকতে ইতস্তত করে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। তারা একযোগে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে গলা চড়ায়। বলেন, এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটাচ্ছে দুষ্কৃতীরা। যখন-তখন দল বেঁধে মোটরবাইক চালিয়ে গ্রামে ঢুকে তাণ্ডব চালাচ্ছে। গোলাগুলি, বোমাবাজি করে তারপর আবার ফিরে যাচ্ছে মাঠের জঙ্গলের দিকে।

স্থানীয় সূত্রের খবর, মাঠের জঙ্গলের মধ্যেই রয়েছে দুষ্কৃতীদের ডেরা। জঙ্গলে লিচু বাগানে, কখনও আম বাগানে ডেরা বানিয়ে রাত কাটাচ্ছে। ওই মাঠেই ব্রাউন সুগার তৈরির কাজও চলে বলে অভিযোগ। গ্রামের বাসিন্দারা দুষ্কৃতীদের ভয়ে আতঙ্কে থাকেন। তাঁদের অভিযোগ, পুলিশ সব জেনেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, 'মোজমপুরে একটি পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। ওখানে কোনও ঘটনা হলেই পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। গাছ কাটা ও মাষকালাই পুড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি থানার আইসি দেখছেন।'

দুষ্কৃতী তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত আবদুল মালেক বলেন, জমিতে চাষবাস করা মুশকিল হয়ে গিয়েছে। বিঘের পর বিঘে জমিতে চাষ করছি কিন্তু ফসল ঘরে নিয়ে আসতে পারছি না। দুষ্কৃতীরা হয় পুড়িয়ে দিচ্ছে, নইলে কেটে ফেলে দিচ্ছে। গতরাতে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকারও বেশি ক্ষতি করেছে।

এরপর দশের পাতায়

মায়ানগরীতে মহামিলন

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে কিংবদন্তিরা। কলকাতা ব্যর্থ, তবে হায়দরাবাদের মতো মুম্বইয়েও মেসি ম্যাজিক। শচীন তেন্ডুলকার, সুনীল ছেত্রীর সঙ্গে লিও।

নজরে ক্রীড়া দপ্তরও

অতীতে বিশৃঙ্খলার রেকর্ড, তবু শতদ্রুকে অনুমতি

কলকাতা ব্যুরো

১৪ ডিসেম্বর : বিধ্বস্ত যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে কাজ শুরু করল মুখ্যমন্ত্রীর গড়ে দেওয়া তদন্ত কমিটি। রাজ্যপালও ঘুরে দেখলেন। কিন্তু লিওনেল মেসির কর্মসূচিকে ঘিরে শনিবারের বিশৃঙ্খলার অন্তর্তদন্তে উঠে আসছে হাজার প্রশ্ন। যেসব প্রশ্নের একদিকে নেতাদের নিজেকে জাহির করার চেষ্টার পাশাপাশি রয়েছে গুচ্ছের অনিয়ম ও অব্যবস্থার অভিযোগ।

তদন্ত শুরু হওয়ার আগে দোষী ঠাওরানো হয়েছে অনুষ্ঠানের আয়োজক সংস্থার কর্ণধার শতদ্রু দত্তকে। অথচ তৃণমূল সরকারের জমানাতেই তাঁর আয়োজনে বিভিন্ন কর্মসূচিতে বিশৃঙ্খলা ও অনিয়মের রেকর্ডের শেষ নেই। যেমন, রেনে হিগুইতার মতো বিখ্যাত ফুটবলার সহ লাতিন আমেরিকার আরও কিছু ফুটবলারকে তিনি এনেছিলেন তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসার পরপরই। প্রাপ্য অর্থ না পেয়ে যে ম্যাচে হিগুইতা মাঠে যেতেই রাজি হচ্ছিলেন না।

শেষমেশ তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী মদন মিত্র টাকার ব্যবস্থা করে হিগুইতাকে মাঠে নামানোর ব্যবস্থা

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে তদন্ত কমিটির সদস্যরা। রবিবার।

করেছিলেন। কার্লোস ভালদেরামা, কাফুদের নিয়ে শতদ্রু আয়োজিত কিছু ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে ঝামেলা হয়নি বটে।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

যুবভারতীতে বাঙালির আত্মঘাতী গোল

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

'তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'—'কপালকুণ্ডলা'য় নবকুমারের এই প্রশ্নটি কেবল একটি সংলাপ নয়, এটি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বাঙালির সম্মিলিত আত্মমর্যাদার মূলমন্ত্র হয়ে ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এই একটি সহজ প্রশ্নের মাধ্যমে বিশ্ব মানসপটে এঁকে দিয়েছিলেন বাঙালির সেই অনন্য চরিত্র, যা অন্যায়, অনাচার বা অধমতার সামনে নতজানু হয় না, বরং নিজের নৈতিক ও চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বকে ধরে রাখে। এই দর্শনই ছিল বাঙালি রেনেসাঁসের ভিত্তি, এই দর্শনই শিখিয়েছিল, প্রতিবাদের ভাষা কখনও কদর্য হতে পারে না।

কিন্তু আধুনিক কলকাতা সেই আদর্শ বিসর্জন দিল।

যুবভারতী স্টেডিয়ামে যখন ফুটবল রাজপুত্র মেসি এলেন, তখন সেই মঞ্চটি শুধু একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠান থাকল না, তা হয়ে উঠল বাঙালির নৈতিক মানদণ্ডের চরমতম পরীক্ষার স্থান। অব্যবস্থা, অযোগ্যতা এবং

এরপর দশের পাতায়

ডাম্পিং গ্রাউন্ডের পথে ছড়িয়ে জঞ্জাল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় রায়গঞ্জ পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড রয়েছে। সেখানে আবর্জনা ফেলার জন্য সমস্ত ট্রলি যাতে সহজে যাতায়াত করতে পারে, সেজন্য কংক্রিটের ঢালাই রাস্তা তৈরি হয়েছে। কিন্তু রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশান থেকে ইসকন মন্দির পর্যন্ত এই রাস্তার বেশিরভাগটাই আজকাল শহরের আবর্জনায় পূর্ণ। অভিযোগ, পুরসভার আবর্জনা ফেলার গাড়িগুলি ডাম্পিং গ্রাউন্ডে না ঢুকে রাস্তার পাশেই আবর্জনা ফেলে দিচ্ছে। এই রাস্তার একপাশে বহু মানুষের বাস। রাস্তাটি অনেকেই ব্যবহার করেন। কিন্তু যেভাবে রাস্তায় আবর্জনা ফেলে রাখা হচ্ছে তাতে সমস্যা অনেকটাই বাড়ছে।

বাড়ছে দুর্ভোগ

- রায়গঞ্জ বন্দর শ্মশান সংলগ্ন এলাকায় রায়গঞ্জ পুরসভার ডাম্পিং গ্রাউন্ড
- সেখানে যাওয়ার রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশেই ছড়িয়ে থাকছে জঞ্জাল
- অভিযোগ, বারণ করা সত্ত্বেও সেখানে আবর্জনা ফেলছেন সাফাইকর্মীরা, সমাধানের আশ্বাস পুরসভার

এরপর দশের পাতায়

বিয়ের পিঁড়িতে বাবলু ও শিবানী।

ইমতিয়াজের স্নেহের আশ্রয়ে হিন্দু নবদম্পতি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৪ ডিসেম্বর : শীতের মরশুমে আর পাঁচটা সাধারণ বিয়েবাড়ির মতোই চলছিল শুভদৃষ্টি, মালাবদল, সাতপাক। বর বাবলু বড়ুয়া আর কনে শিবানী দে তখন সারাজীবন একে অন্যের সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতিতে বাঁধছেন নিজেদের। একসময় বিয়ের অনুষ্ঠান শেষে শিবানীর বাবা গৌরাঙ্গ দে রীতি মেনে মেয়ের হাতটা ইমতিয়াজ খানের হাতে দিয়ে বললেন, 'আমার মেয়ে এখন আপনার বৌমা। ওর অভিভাবক আপনিই।' এদিকে সেসময় মুগ্ধ চোখে বরকনেকে দেখছেন ইমতিয়াজ ও তাঁর স্ত্রী সালেহা খাতুন। তাঁদের বড় ছেলের বিয়ে বলে কথা!

এ কোনও সিনেমার গল্প নয়। শনিবার রাতে বীরপাড়ার সুভাষপল্লিতে বাবলু আর শিবানীর বিয়ের আসরে উপস্থিত অতিথিরা সাক্ষী থাকলেন এমনই এক মুহূর্তের। প্রায় দুই দশক আগে বীরপাড়া চৌপথির বাসিন্দা পিতৃহারা বাবলুকে মাত্র ১২ বছর বয়সে কাজের সন্ধানে নামতে হয়েছিল। মা সন্ধ্যা বড়ুয়াও বাড়ি বাড়ি কাজ করে কোনওমতে ছেলেমেয়েদের মুখে অন্ন জোটান। এদিকে, বছর ৩০-এর অবিবাহিত ইমতিয়াজ তখন কেবল লাইনের কাজ করতেন। তখনই ছোট বাবলু তাঁর নজরে পড়ে। মায়ায় জড়ান ইমতিয়াজ। ছোট ছেলেটিকে নিজের কাছে এনে রাখেন। অভাবের সংসারে বাবলুর মা-ও আপত্তি জানাননি। বড় হতে হতে বাবলু ইমতিয়াজকে দাদা বলতে শেখে। কিন্তু স্নেহ কী কোনও ডাকের হিসেব মানে! বর্তমানে বাবলু ইমতিয়াজের পরিবারের বড় ছেলে। একসময় সালেহা খাতুনকে বিয়ে করে ইমতিয়াজ আরও তিন ছেলের বাবা হয়েছেন। তবে বড় ছেলে বাবলুই। স্ত্রী সালেহাও বিয়ের পরে এসে স্বামীর মতোই আপন করে নেন বাবলুকে।

৩২ বছরের বাবলু এখন ওয়েল্ডিংয়ের কাজ করেন। শনিবার হ্যামিলটনগঞ্জের সিভিক ভলান্টিয়ার শিবানী দে-র সঙ্গে বড় ছেলের বিয়ে দিয়ে বাড়িতে বৌমা আনলেন ইমতিয়াজ ও সালেহা। পুরোহিত ডেকে, লগ্ন ধরে, মন্ত্র পড়ে স্নেহের ছেলের বিয়ে দিলেন খান দম্পতি। এমন অভিনব বিয়েতে পেটপুরে খেলেন প্রায় সাড়ে তিনশো অতিথি। কনের দাদা উত্তম দে-র কথায়, 'হিংসা ও বিদ্বেষের আবহে ইমতিয়াজ এক অন্য দৃষ্টান্ত।' বীরপাড়া হাইস্কুলে বাবলুকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়িয়েছিলেন ইমতিয়াজ। তাঁর আদরের ছেলে 'চুটকা' প্রসঙ্গে গর্বিত ইমতিয়াজের বক্তব্য, 'ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতিতে এমনকি ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসে ১২ বছর কাটিয়েছিল বাবলু। তবু আমাদের পরিবারে আসার পর কোনও সমস্যাই হয়নি। আমাদের প্রধান পরিচয়, আমরা মানুষ। ভেবেছিলাম একটা অসহায় ছেলেকে যদি মানুষ করতে পারি, তাতে মন্দ কী!' পাশাপাশি নতুন বৌমাকে নিয়েও চিন্তা রয়েছে ইমতিয়াজের। শিবানী যাতে হ্যামিল্টনগঞ্জে নিশ্চিন্তে ডিউটি করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করতেও তিনি তৎপর।

> ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন সংস্কৃতিতে এমনকি ভিন্ন খাদ্যাভ্যাসে ১২ বছর কাটিয়েছিল বাবলু। তবু আমাদের পরিবারে আসার পর কোনও সমস্যাই হয়নি। আমাদের প্রধান পরিচয়, আমরা মানুষ। ভেবেছিলাম একটা অসহায় ছেলেকে যদি মানুষ করতে পারি, তাতে মন্দ কী!
>
> **ইমতিয়াজ খান**

এদিকে, বাবলুর জন্মদাত্রী মা সন্ধ্যা ও তাঁর ভাইবোনরাও বিয়ের আসরে ছিলেন। আর যাঁর বিয়ে নিয়ে এত মাতামাতি সেই বাবলুর কথায়, 'দাদা-বৌদি বলে ডাকলেও ইমতিয়াজ ও সালেহা আমার বাবা-মায়ের মতোই। বাড়ির বড় ছেলের মতো স্নেহ, শাসন সবই পেয়েছি। ওঁদের এই ঋণ আমি জীবনে শোধ করতে পারব না। ধর্মীয় ভেদাভেদের কথা মাথাতেও আসেনি কোনওদিন।'

হয় চাকরি, না হয় বিষ দিন : শুক্লা

গৌতম দাস

গাজোল, ১৪ ডিসেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এক শিশি বিষ চাইলেন বিশেষভাবে সক্ষম শুক্লা বিশ্বাস।

শুক্লা গাজোলের রামকৃষ্ণপল্লি এলাকার বাসিন্দা। থাকেন ভাঙাচোরা একটি টিনের বাড়িতে। ২০১৬ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাশ করে, গোবিন্দপুর হাইস্কুলে বাংলার শিক্ষিকা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন শুক্লা। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে বাতিল হয়ে যায় ২০১৬ সালের প্যানেল। চোখে গুরুতর সমস্যা নিয়েও এই বছর ফের এসএসসি পরীক্ষায় বসেছিলেন তিনি। কিন্তু মাত্র এক নম্বরের জন্য পাশ করতে পারেননি। শুক্লা এই পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সদস্য। চাকরি যাওয়ায় কীভাবে সংসার চালাবেন, কীভাবেই বা ব্যাংকের লোন শোধ করবেন, এই নিয়ে ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছেন তিনি। এই কারণে রবিবার সংবাদমাধ্যমের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তিনি কাতরস্বরে অনুরোধ করেন, 'হয় চাকরি ফিরিয়ে দিন, না হলে এক শিশি বিষ দিন। বিষ খেয়ে পরিবারের সকলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করতে চাই।'

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুক্লা এদিন বলেন, 'তিন বোনের মধ্যে আমি সবথেকে বড়। আমার মা সুচিত্রা বিশ্বাস লোকের বাড়িতে

শুক্লা বিশ্বাস

পরিচারিকার কাজ করে আমাদের তিন বোনকে বড় করেছিলেন। আমার বাবা তারক বিশ্বাস অসুস্থ। বেশ কয়েক বছর আগে মা পথ দুর্ঘটনায় আহত হন, মায়ের পক্ষে এখন কাজ করা সম্ভব নয়। মেজো বোন মঞ্জুও অসুস্থ। এসএসসিতে পাশ করে চাকরি পাওয়ার পর ভেবেছিলাম অভাব ঘুচল। কিন্তু এখন চাকরি চলে যাওয়ায় কীভাবে সংসার চালাব, সেটাই বুঝতে পারছি না।' তিনি যোগ করেন, 'বাবা-মাকে পাকাবাড়িতে রাখব বলে ব্যাংক থেকে ২৮ লক্ষ টাকা লোন নিয়েছিলাম। ভালোভাবেই সংসার চলছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ে মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। চোখে সমস্যা নিয়েও এবছর পরীক্ষায় বসেছিলাম। ১ নম্বরের জন্য চাকরি হয়নি। এখন ব্যাংকের কিস্তির টাকা দেওয়া তো দূর অস্ত, দু'বেলা দু'মুঠো খাবার কীভাবে জোগাড় করব তা ভেবেই আতঙ্কে রাতের ঘুম উড়েছে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমার কাতর আবেদন, হয় চাকরি ফিরিয়ে দিন, না হলে এক শিশি বিষ দিন। বিষ খেয়ে পরিবারের সকলে একসঙ্গে আত্মহত্যা করতে চাই।'

পাশে দাঁড়িয়ে শুক্লার মা সুচিত্রা বলেন, 'দুর্ঘটনায় আহত হওয়ার পর আমিও আর আগের মতো কাজ করতে পারি না। এখন কীভাবে সংসার চলবে তা ভেবে পাচ্ছি না। আত্মহত্যা ছাড়া সামনে আর কোনও পথ খোলা নেই।'

স্বীকৃতি দিতে মালিকের সম্মতি চাইবে কমিশন

হেরিটেজ সম্পত্তি প্রোমোটারের কবলে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : প্রোমোটারের দৌরাত্ম্যে উত্তরবঙ্গের একাধিক হেরিটেজ বাড়ি, মাঠ দখল হয়ে যাচ্ছে। কমিশনকে দিয়ে হেরিটেজ সম্পত্তি মেরামত করিয়ে রক্ষণাবেক্ষণ করাতে বাড়ির মালিক রাজি হচ্ছেন না। তাঁরা প্রোমোটারকে দিতেই বেশি আগ্রহী। এমনকি হেরিটেজ তালিকায় স্বীকৃত সম্পত্তির উত্তরসূরিরা বাড়ি প্রোমোটারের হাতে দিয়ে দিচ্ছেন। সম্প্রতি কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে হেরিটেজ কমিশনের উদ্যোগে উত্তরবঙ্গের হেরিটেজ সম্পত্তি বিষয়ক একটি আলোচনাচক্র হয়। সেখানে হেরিটেজ বাড়ির মালিকদের এই প্রবণতার কথা উঠে এসেছে। সেজন্য এবার থেকে কমিশন বাড়ি, মাঠ হেরিটেজ তালিকায় অন্তর্ভুক্তির আগে মালিকের সম্মতি চাইবে। রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের উত্তরবঙ্গের একমাত্র সদস্য ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'মালদা থেকে কোচবিহার পর্যন্ত শতাধিক বছরের পুরোনো ফাঁকা জমি, মাঠ, সৌধ ও বাড়ি- এগুলির তালিকা প্রাথমিকভাবে করা হয়েছে। হেরিটেজ স্বীকৃতি আদায়ের জন্য চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করে কমিশনের পরের বৈঠকে পেশ করা হবে।'

কলকাতার বুকে একাধিক প্রাচীন বাড়ি হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে কমিশনকে মামলার মুখে পড়তে হয়েছে। একই অবস্থা উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও। জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িকে কমিশন হেরিটেজ ঘোষণা করেছিল। বর্তমানে যাঁরা রাজবাড়িতে বসবাস করছেন কমিশন তাঁদের সম্মতি নেয়নি। ফলে রাজবাড়ির সদস্যরা কলকাতা

জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়ায় এই আবাসনটি ছিল এপি রায়ের।

হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চে মামলা করেছে। অপরদিকে, রাজবাড়ির সদস্যদের বিরুদ্ধে জেলার ইতিহাস ঐতিহ্য রক্ষাকারী সংগঠন পালটা মামলা করেছে। এই মামলার জল কোথায় গড়াবে কেউ জানে না।

একারণে উত্তরবঙ্গে শতাধিক বছরের প্রাচীন বাড়িকে হেরিটেজ ঘোষণার আগে সেই বাড়ির মালিকের সম্মতিপত্র জোগাড় না করে কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হবে না। আনন্দগোপালের কথায়, '১৫০ বছরের পুরোনো জলপাইগুড়ি ইউরোপিয়ান ক্লাব পরিচালনার ভার বর্তমানে জলপাইগুড়ি ক্লাবের হাতে। জলপাইগুড়ি ক্লাব ইতিমধ্যে কমিশনকে চিঠি দিয়ে হেরিটেজ স্বীকৃতির দাবি জানিয়েছে।'

হেরিটেজ কমিশনের আলোচনায় এধরনের একাধিক চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে। জলপাইগুড়ি শহরের বাবুপাড়ায় চা শিল্পপতি এপি রায়ের বাড়িতে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ও বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা এসেছিলেন। নেতাজি স্বাধীনতা আন্দোলনের বৈঠকও করেন। জাতীয় ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা ভেবে হেরিটেজ কমিশন বাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্যোগ নিতেই প্রোমোটারের থাবায় বাড়ি ভেঙে বহুতল নির্মাণ করা হয়।

অন্যদিকে, কোচবিহার শহরে ব্রাহ্মসমাজের নামে ৫ বিঘা জমি ছিল। কিন্তু স্থানীয় পুর ও জেলা প্রশাসনের অসহযোগিতায় সেই জমি ব্রাহ্মসমাজকে না ফিরিয়ে অন্য কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। একইভাবে কোচবিহারের ক্ষেতি ফুলবাড়ির বসুনিয়াবাড়িতে ঘণ্টা বাজিয়ে দুই শতাধিক বছর ধরে প্রচুর মানুষ একসঙ্গে খেতে বসতেন। প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী দীনেশ ডাকুয়ার বাড়িতেও একইরকম ব্যবস্থা ছিল। এই দুই ঐতিহাসিক বাড়ি সংরক্ষণের জন্য নিজের অধীনে নিতে কমিশন ব্যর্থ হয়েছে। মালদা জেলায় একাধিক সৌধ ভেঙে দুষ্কৃতীরা নিয়ে যাচ্ছে। অথচ দেখার কেউ নেই।

বন্যপ্রাণ সুরক্ষায় বৈঠক

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : নানান উপায়ে বন্যপ্রাণীর চোরাচালান রুখতে শনিবার সুকনা স্কোয়াড রেঞ্জ এবং ভুটানের বনকর্তাদের মধ্যে একটি বৈঠকে বিভিন্ন মতামতের আদানপ্রদান হয়। চোরাশিকারিদের ঠেকানোর নানান উপায়ের পাশাপাশি বন্যপ্রাণীদের সুরক্ষা, বন সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। ভারতের হাতি তাঁদের এলাকায় ঢুকে পড়লে তাঁরা কীভাবে পরিস্থিতি সামাল দেন তা ভুটানের সামসিং ফরেস্ট রেঞ্জের অফিসাররা সুকনা ফরেস্ট রেঞ্জে আয়োজিত এদিনের বৈঠকে তুলে ধরেন।

চোরাশিকাদের ঠেকানোর বিষয়টি এদিনের বৈঠকে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। এই দুষ্কৃতীদের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক দিন-কে-দিন শক্তিশালী হয়ে উঠছে এবং তা নানান দেশের সরকারের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই নেটওয়ার্ককে ঠেকানো নিয়ে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত অনেকে তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন।

অ্যাফিডেভিট

আমি পার্থ্য ভট্টাচার্জী, আমার নাম আমার Voter ID কার্ডে ভুল থাকায় 1st Class Magistrate 3rd Court, Siliguri -তে Affidavit SL. No. 6343, গত 29/11/2025 তারিখে আমি Pranaykrish Bhattacharya থেকে Partha Bhattacharjee নামে পরিচিত হলাম। Partha ও Pranaykrish উভয় একই ব্যক্তি।

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

BOOTH NO	ENIT NO. & ID
199	WBMAD/DHUPGURI/94/2025-26
	2025_MAD_5002366_1
	2025_MAD_5002366_2
	2025_MAD_5002366_3
200	WBMAD/DHUPGURI/95/2025-26
	2025_MAD_5002374_1
	2025_MAD_5002374_2
	2025_MAD_5002374_3
201	WBMAD/DHUPGURI/96/2025-26
	2025_MAD_5002379_1
	2025_MAD_5002379_2
202	WBMAD/DHUPGURI/97/2025-26
	2025_MAD_5002382_1
	2025_MAD_5002382_2
	2025_MAD_5002382_3
180	WBMAD/DHUPGURI/98/2025-26
	2025_MAD_5002386_1
181	WBMAD/DHUPGURI/99/2025-26
	2025_MAD_5002390_1
	2025_MAD_5002390_2

Sd/-
Administrator
Dhupguri Municipality

ভাড়া

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়ায় গ্রাউন্ড ফ্লোরে 640 Sq.Ft. গোডাউন/দোকান/ অফিস শীঘ্রই ভাড়া দেওয়া হবে। (M) : 83488-97575.

অ্যাফিডেভিট

আমি Aynul Hoque, Vill - দক্ষিণ শালবাড়ি, P.O. পূর্ব দুরামারি, P.S. বানারহাট, জেলা - জলপাইগুড়ি, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে ভুল থাকায় গত 12-12-25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে মেয়ের নাম Mehenaj Parvin & Mehenaj Pervin একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলো। (B/S)

আমি Aynul Hoque, S/o. Jubed Ali, Vill - দক্ষিণ শালবাড়ি, P.O. পূর্ব দুরামারি, P.S. বানারহাট, জেলা - জলপাইগুড়ি, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে ভুল থাকায় গত 12-12-25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Aynul Hoque & Inul Haque একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

আমি Sahida Begam, W/o. Aynul Hoque, Vill - দক্ষিণ শালবাড়ি, P.O. পূর্ব দুরামারি, P.S. বানারহাট, জেলা - জলপাইগুড়ি, আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে ভুল থাকায় গত 12-12-25 তারিখে জলপাইগুড়ি E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Sahida Begam & Sahida Bibi একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

আমি Rima Bibi Khatun, W/o. Aktar Hossain, গ্রাম - কোঠাবাড়ি, পো - ঝলঝলিয়া, থানা - ইংরেজ বাজার, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম শংসাপত্রে যার No. B/2022/004759, Dt. 17/02/2022. আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 29/11/2025-এ প্রথম শ্রেণি JM তৃতীয় কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে Rayna Khatun থেকে Rayna Sultana করা হলো। (C/119683)

আমি Kuntala Mukhopadhyay, W/o. Satyapriya Chakraborty, গ্রাম - কলেজপাড়া অভিযাত্রী ক্লাবের কাছে, পোস্ট ও থানা - বালুরঘাট, জেলা - দক্ষিণ দিনাজপুর। আমার আধার, ভোটার ও প্যান কার্ডে আমার নাম Kuntala Mukhopadhyay আছে, কিন্তু আমার ছেলের জন্ম প্রমাণপত্রে (যার রেজিঃ নম্বর 2006/05120, dt. 20/12/2006) আমার নাম Kuntala Mukherjee (Chakraborty) আছে। তাই গত 12/12/25 তারিখে বালুরঘাট সাব- ডিভিশন দক্ষিণ দিনাজপুর নোটারি পাবলিক কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Kuntala Mukherjee (Chakraborty)-কে Kuntala Mukhopadhyay করা হলো। উপরোক্ত দুই নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

PUBLIC NOTICE

The vehicles as listed below, which has been seized in connection with cases initiated under Bengal Excise Act, 1909, as amended upto date is presently lying in Excise malkhanas, under the custody of Excise officer in Charge of the respective Excise Circles under Jalpaiguri Excise District.

Sl. No.	Vehicle Description	Registration No.	Chassis No.	Engine No.	Make & Model	Seizure List No. & Date	Excise Circle
1	Two-wheeler	WB 72 C 2657			Hero Honda Achievers	SI's SI No. 100/17-18, Dated: 22-11-2017	Bhaktinagar
2	Two-wheeler (Scooter)	WB 74 E 4306			B. Auto Ltd.	SI's SI No. 70/15-16, Dated: 13-01-2016	Bhaktinagar
3	Two-wheeler	WB 72 Q 9030			Hero Maestro Edge	LSI's SI No. 205/22-23, dated: 08-02-2023	Bhaktinagar
4	Two-wheeler (Scooty)	WB 74AT 8588			Honda Grazia	SI's SI No. 24/23-24, dated: 27-07-2023	Bhaktinagar
5	Two-wheeler	WB 74 J 2352			Hero Honda Passion Plus	SI's SI No. 25/24-25, dated: 18-05-2024	Bhaktinagar
6	Two-wheeler (Scooty)	WB 72 L 3090			Honda Activa	ASI's SI No. 24/2023-24, dated: 29-08-2023	NJP Excise Station
7	Four-wheeler (Omni-E)	WB 72-J-7289	MA3EVBIIS0 1476095		Maruti Suzuki Omni Bus	SI's SI No. 62/2016-17, Date: 29-10-2016	Sadar
8	Two-wheeler	WB 74 F 9528	03B20C06 023		Honda Honda	ASI's SI No. 90/2023-24, dated: 19-03-2024	Sadar
9	Two-wheeler	No Registration	MEIRG074 2H0052467		Yahama Fazer	ASI's SI No. 15/2024-25, Date: 01-05-2024	Sadar
10	Two-wheeler	WB 74 L 1964			Hero Super Splendour	SI's SI No. 08/19-20, Dated: 30-06-2019	Maynaguri
11	Two-wheeler	WB 72 A 6259			Kawasaki Bajaj Boxer	SI's SI No. 36/19-20, Dated: 29-09-2019	Maynaguri
12	Two-wheeler	WB 72 F 1979			TVS Sports CT	SI's SI No. 41/19-20, Dated: 04-10-2019	Maynaguri
13	Two-wheeler	No Registration	D625KFS3 61E93373	AF5E6142 7632	TVS Star City	SI's SI No. 08/23-24, Dated: 18-04-2023	Maynaguri
14	E-Rickshaw	No Registration			Toto E-Rickshaw	SI's SI No. 182/22-23, Dated: 02-03-2023	Maynaguri
15	Two-wheeler	WB 74 K 9977			Hero Super Splendour	SI's SI No. 58/22-23, Dated: 28-07-2022	Maynaguri
16	Two-wheeler (Scooty)	WB 74 AY 7184			TVS Jupiter	SI's SI No. 127/21-22, Dated: 19-05-2021	Malbazar
17	Four-wheeler (Alto)	WB 02 V2449			Maruti Suzuki Alto LXI	SI's SI No. 17/22-23, Date: 26-04-2022	Malbazar
18	Two-wheeler	WB 74 X 2477			Bajaj Pulsar 180	SI's SI No. 22/22-23, Dated: 10-05-2022	Malbazar
19	Two-wheeler (Scooty)	WB 74 D 4862			Scooty	SI's SI No. 34/22-23, Dated: 19-05-2022	Malbazar
20	Two-wheeler	WB 74 J 5824			Two Wheeler	SI's SI No. 153/22-23, Dated: 11-11-2022	Malbazar
21	Two-wheeler	WB 72 C 1292			Hero Honda Super Splendourr	SI's SI No.OC/Ex/Mal/Circle /70/23-24, dtd: 26-08-23	Malbazar
22	Two-wheeler	No Number Plate			Hero Super Splendour	SI's SI No. 117/23-24, Dated: 10-03-2024	Malbazar
23	Two-wheeler	No Number Plate			Hero Super Splendour		
24	Two-wheeler	No Number Plate			Hero Glamour		
25	Four-wheeler (Jeep)	RJ 02 C 3584			Mahindra Jeep	SI's SI No. 201/19-20, Dated: 29-03-2020	Nagrakata
26	Two-wheeler	WB 74 L 3465			Hero Super Splendor	SI's SI No. 71/22-23, Dated: 21-07-2022	Nagrakata
27	Four-wheeler (Omni)	WB 74 U 2859			Maruti Omni	SI's SI No. 124/22-23, Dated: 22-10-2022	Nagrakata
28	Two-wheeler	WB74 G 0470	DHVBKC0 7787	DHGBKC 07761	Bajaj Pulsar	ASI's SI No. 40/2016-17, Dated: 10-08-2016	Sadar RPU
29	Two-wheeler	WB 74 P 6431			Hero Glamour	SI's SI No. 25/21-22, Dated: 28-05-2021	Banarhat
30	Two-wheeler	WB 72 C 2386			Bajaj Pulsar 150 DTS-1	SI's SI No. 24/21-22, Dated: 28-05-2021	Banarhat
31	Two-wheeler (Scooty)	WB 74 AS 0379			Macatro Edge Scooty	SI's SI No. 174/22-23, Dated: 09-01-2023	Banarhat
32	Two-wheeler	MH-12-CU-8561			Hero Super Splendor	SI's SI No. 82/22-23, Dated: 16-07-2022	Banarhat
33	Two-wheeler (Scooty)	WB 70 H-2663			Honda Activa	SI's SI No. 201/22-23, Dated: 05-03-2023	Banarhat
34	Two-wheeler	WB 70 G-4734			Bajaj V15	SI's SI No. 204/22-23, Date: 14-03-2023	Banarhat

Any person who has a claim on any of the said vehicles may present such claim with all relevant documents in support of such claim, to the Special Commissioner of Revenue, Jalpaiguri Excise Division, empowered for confiscation and disposal under the West Bengal Excise (Confiscation and Disposal of Seized articles and Conveyances) Rules, 2024 read with Section 78(2) of the Bengal Excise Act, at his office at Jalpaiguri Excise Division, Siliguri Excise Complex, Court More, Siliguri, Pin 734001, within a period of 15 (fifteen) days from the date of this notice, failing which ex parte action will be taken by the competent authority in terms of section 78(2) of the Bengal Excise Act, 1909 as amended.

By Order
Sd/- Special Commissioner of Revenue
Jalpaiguri Excise Division

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : পাওনা আদায় নিয়ে সমস্যা হতে পারে। ব্যবসার সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বৃষ : আর্থিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা থাকবে। বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। প্রেমে অভিমান। মিথুন : কোনও পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে। বন্ধুর পরামর্শে আইনি সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে পারেন। কর্কট : নিজের ওপর বিশ্বাস রাখুন। নিজেই সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। জমি, বাড়ি কেনার শুভ দিন। সিংহ : আজ কোনও পরিচিত ব্যক্তি আপনার বিরুদ্ধে যেতে পারে। বাইরের খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। কন্যা : কোনও প্রিয়জন আপনাকে ভুল বুঝে অপমান করতে পারেন। বকেয়া টাকা পেয়ে স্বস্তি। তুলা : ব্যবসায় নতুন সুযোগ আসবে। শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করুন। মায়ের পরামর্শে সংসারে শান্তি ফিরবে। বৃশ্চিক : লোভ সংবরণ করুন। অর্থক্ষতির আশঙ্কা। জনকল্যাণে অংশগ্রহণ করে মানসিক আনন্দ। ধনু : কেউ অযথা উত্ত্যক্ত করতে পারে। সন্তানের কৃতিত্বে গর্বিত হবেন। মকর : ব্যবসার কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পেতে পারেন। কুম্ভ : কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব বাড়বে। বন্ধুদের সঙ্গে বিবাদ-বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। মীন : সামান্য কারণে সাংসারিক ঝামেলা। প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে অশান্তির অবসান।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ২৪ অগ্রহায়ণ, ১৫ ডিসেম্বর, ২০২৫, ২৮ অঘোন, সংবৎ ১১ পৌষ বদি, ২৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৫, অঃ ৪।৫০। সোমবার, একাদশী রাত্রি ১০।২৯। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১।১৫। শোভনযোগ দিবা ৩।৪। ববকরণ দিবা ৯।৪১ গতে বালবকরণ রাত্রি ১০।২৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১।১৫ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ১০।২৯ গতে একপাদদোষ। যোগীনি- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১০।২৯ গতে নৈর্‌ঋতে। কালবেলাদি ৭।৪ গতে ৮।৫৪ মধ্যে ও ২।১২ গতে ৩।৩১ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫২ গতে ১১।৩৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম - দিবা ২।১২ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন নামকরণ নবশয্যাশনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন বীজবপন ধান্যচ্ছেদন ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, দিবা ১।১৫ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১।১৫ গতে ২।১২ মধ্যে হলপ্রবাহ ধান্যবৃদ্ধিদান। বিবাহ- রাত্রি ৮।৬ গতে ৯।৫২ মধ্যে পুনঃ রাত্রি ১১।৩৩ গতে ১২।৩৩ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃ রাত্রি ২।৪৩ গতে শেষরাত্রি ৬।১৬ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিরবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (সফলা)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৪৯ মধ্যে ও ৯।১৪ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৩ গতে ১১।১৭ মধ্যে ২।৫০ গতে ৩।৪৩ মধ্যে।

আজ টিভিতে

তারে ধরি ধরি মনে করি সন্ধে ৭.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ জানেমন, দুপুর ১.০০ গুরু, বিকেল ৪.৩০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.৩০ শাপমোচন, রাত ১০.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ নবাব, দুপুর ১২.২৫ মানিক, বিকেল ৩.৩০ ওয়ান্টেড, সন্ধে ৭.০০ বারুদ, রাত ১০.০০ পরিবার
জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ শতরূপা, রাত ১০.০০ বেদের মেয়ে জ্যোসনা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ জলসাঘর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আমার মা
সোনি ম্যাক্স ওয়ান : বেলা ১১.৩৭ মারী, দুপুর ২.০৯ কবীর সিং, বিকেল ৫.৩৫ ত্যারুপলয়া, সন্ধে ৭.৫২ ওয়ার্ল্ড ফেমাস লভর, রাত ১০.৩৩ জুমানজি : দ্য নেক্সট লেভেল
স্টার গোল্ড : বেলা ১১.০৬ রেইড, দুপুর ১.১৬ টাইগার জিন্দা হ্যায়, বিকেল ৪.৫৭ শুটআউট অ্যাট ওয়াডালা, সন্ধে ৭.৫০ কুবেরা, রাত ১১.১৬ ক্র্যাক - জিতেগা তো জিয়েগা
স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বিকেল ৩.১৯ যুগ যুগ জিও, ৫.৪৬ দ্য জোয়া ফ্যাক্টর, সন্ধে ৭.৫৯ ময়দান, রাত ১০.৫৬ কোর্স-টু

তানিয়ার ডাকে এ কোন সম্পর্কে বাঁধতে চলেছে বাণী ও অনিরুদ্ধ? **ও মোর দরদিয়া** সন্ধে ৭.০০

রাঙামতির ক্ষতি করতে কে এল জঙ্গলে? **রাঙামাটি তীরন্দাজ** সন্ধে ৭.৩০
মহা সোমবার পর্ব স্টার জলসায়

বেশ করেছি প্রেম করেছি
রাত ১০.৩০ জলসা মুভিজ

ময়দান সন্ধে ৭.৫৯ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রেমিকের হুমকিতে 'ফাঁস'

অন্তরঙ্গ ছবি ভাইরালের হুঁশিয়ারি, ধৃত নাবালক

বিশ্বজিৎ সরকার

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : এক বছরের প্রেমের সম্পর্ক। এরপর ভাঙন। অভিযোগ, বিচ্ছেদের পর থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে দুজনের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিত নাবালক প্রেমিক।

আর সেই মানসিক যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে ওই নাবালিকা আত্মঘাতী হয়েছে বলে পরিবারের দাবি। রবিবার রায়গঞ্জ থানা এলাকায় বাড়ি থেকে ওই নাবালিকার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃতার বয়স ১৭ বছর। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অভিযুক্ত নাবালককে। সে-ও একাদশ শ্রেণির ছাত্র। রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ধৃতকে জেরা করা হচ্ছে। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোবাইল। সমস্ত সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

নাবালিকা সকালে টিউশন পড়তে গিয়েছিল। এরপর বাড়ি ফিরে আচমকা দরজা বন্ধ করে দেয়। তখন বাইরে বারান্দায় সবজি কাটছিলেন নাবালিকার দিদি। তার সন্দেহ হয়। তিনি বোনকে ডাকাডাকি শুরু করেন। কিন্তু উত্তর না পাওয়ায় তিনি জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারেন। তখন দেখেন বোন ওড়না দিয়ে গলায় ফাঁস দিয়েছে। তাঁর চিৎকারে পরিবারের বাকি সদস্য ও প্রতিবেশীরা ছুটে যান। ফাঁস কেটে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নাবালিকাকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত নাবালিকার দিদির বক্তব্য, 'আমার বোনেকে গত সাতদিন ধরে

প্রেমের পরিণতি

সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর নাবালিকাকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেওয়ার হুমকি নাবালক প্রেমিকের

মানসিক যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে ওই নাবালিকা আত্মঘাতী হয়েছে বলে পরিবারের দাবি

যদিও নাবালকের বাবার দাবি, তাঁর ছেলে কোনও অপরাধ করেনি, এটা একতরফা ভালোবাসার ফল

অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ, বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে মোবাইল, চলছে জেরা

ব্ল্যাকমেল করছিল একটা ছেলে।

ওই ছেলের সঙ্গে বোনের প্রেমের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পর বোনেকে ফোন করে হুমকি দিত। বলত, দুজনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবে। বাবা-মাকে বিষয়টা জানাতে পারিনি, বোনের আপত্তি ছিল। এখন সব বলেছি।'

নাবালিকার বাবা বলেন, 'আমি এসবের কিছুই এতদিন জানতে পারিনি। বড় মেয়ে সব বলেছে। ওই ছেলের বিরুদ্ধে পুলিশে নালিশ জানিয়েছি।' এদিকে, ধৃত নাবালকের বাবা কিন্তু একেবারে উলটো কথা বলছেন। তাঁর কথায়, 'আমার ছেলের সঙ্গে ওই মেয়ের কোনও সম্পর্ক নেই। এটা একতরফা ভালোবাসা। আমার ছেলেকে মেয়েটি ভালোবাসত। মোবাইলে দুজনের মধ্যে কথা হয়েছে কি না, সেটা পুলিশ তদন্ত করে দেখুক। তবে আমার ছেলে কোনও অপরাধ করেনি।'

এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যের স্বামী বলেন, 'প্রেমঘটিত কারণেই ওই নাবালিকা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুলিশকে সব জানানো হয়েছে। পুলিশ ওই নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে। আমরা সঠিক তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।' এখন ব্ল্যাকমেল সহ্য করতে না পেরে ওই নাবালিকা আত্মহননের পথ বেছে নিল নাকি ধৃত নাবালকের বাবার দাবি অনুযায়ী একতরফা ভালোবাসার কারণে এই সিদ্ধান্ত, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ শ্রীঘরে ২

মালদা, ১৪ ডিসেম্বর : রবিবার আগ্নেয়াস্ত্রের কারবার করতে এসে গ্রেপ্তার হলেন দুই ব্যক্তি। ধৃত দুই কারবারির নাম রবিউল মণ্ডল ও খোদা বক্স। রবিউলের বাড়ি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন থানার হাসনগর। খোদা মালদা জেলার কালিয়াচক থানার গয়েশবাড়ির বাসিন্দা।

পুলিশ ও আদালত সূত্রে খবর, আগ্নেয়াস্ত্র কারবারের খবর পেয়ে বাঁধাপুকুরে হানা দেয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। তথ্য অনুযায়ী দুই ব্যক্তিকে আটক করে। তল্লাশি চালাতেই বাজেয়াপ্ত হয় একটি সাত মিলিমিটারের পিস্তল ও ৬ রাউন্ড তাজা কার্তুজ। নগদ এক লক্ষ টাকাও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। প্রাথমিক জেরায় পুলিশ জানতে পেরেছে রবিউল বাজেয়াপ্ত হওয়া আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ খোদাকে দিতে এসেছিলেন। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রবিবার ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদনে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

সাইকেল চুরিতে গণপিটুনি

হেমতাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর : সাইকেল চুরির অভিযোগে রবিবার শামসুল হক নামে এক তরুণকে গণধোলাই দেয় উত্তেজিত জনতা। পরে তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ শামসুলকে গ্রেপ্তার করেছে। সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ জানিয়েছেন, ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শামসুলের বাড়ি হেমতাবাদ থানার চৈনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাতাপুরে। তিনি চৈনগর হাট থেকে শনিবার একটি সাইকেল চুরি করেন বলে অভিযোগ।

জাতাপুর বাজারে সেটি বিক্রি করতে গেলে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। সাইকেলটি রাজ্য সরকারের সবুজ সাথী প্রকল্পের। শামসুলকে স্থানীয়রা প্রশ্ন করলে তিনি চুরির বিষয়টি স্বীকার করে নেন। এরপরই তাঁকে গণধোলাই দেওয়া হয়। হেমতাবাদ থানার আইসি সুজিত লামা জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত চলছে।

দুদিনব্যাপী মেলা

বুনিয়াদপুর, ১৪ ডিসেম্বর : ভদ্রকালীপুজো উপলক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী মেলা শুরু হল। প্রতি বছর বংশীহারী ব্রজবল্লভপুর পঞ্চায়েতের গোপালপুরে মেলার আয়োজন করা হয়। পুজো কমিটির সম্পাদক রবি সরকার বলেন, 'এই বছর পুজোর ২৫তম বর্ষ। শনিবার রাত্রিতে ভদ্রকালীপুজো অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার থেকে বসেছে মেলা। সোমবার পর্যন্ত চলবে। মঙ্গলবার সারারাত যাত্রাপালার আয়োজন করা হয়েছে। বুধবার দেবীর বিসর্জন হবে।'

রাস্তা তৈরির কাজ শুরু

কুশমণ্ডি, ১৪ ডিসেম্বর : পথশ্রী প্রকল্পে রবিবার সধুকুড়া থেকে সাহাপুর পর্যন্ত ৩ কিলোমিটার নতুন রাস্তার কাজের সূচনা করলেন কুশমণ্ডির বিধায়ক রেখা রায়। বিধায়ক জানান, ওই রাস্তা তৈরি করতে ১ কোটি ৮৭ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি এলাকার মানুষ।

চেয়ারম্যান নিয়ে তীব্র মতবিরোধ

ডালখোলা পুরসভায় ডামাডোল

বরুণ মজুমদার

ডালখোলা, ১৪ ডিসেম্বর : সুজনা দাসেই আস্থা তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের। নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় বিক্ষুব্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলাররাও। এবার বিক্ষুব্ধ ১০ কাউন্সিলার চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিলেন। ১৭ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান নির্বাচন হবে বলে ৩ জন কাউন্সিলার যে নোটিশ জারি করেছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ফলে চেয়ারম্যানশূন্য ডালখোলা পুরসভায় নতুন এক ডামাডোলের সৃষ্টি হয়েছে। যা কার্যত স্বীকার করে নিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলছেন, 'দলীয় নির্দেশ ছাড়াই ৩ জন কাউন্সিলার নোটিশ করেছেন। রাজ্য নেতৃত্বের কাছে ১৭ তারিখের মধ্যে সুজনার নাম পরিবর্তন করে অন্য কারও নাম পাঠালে, তাঁকে চেয়ারম্যান করা হবে। অন্যথায় সুজনাকেই প্রজেক্ট করা হবে দলের তরফে।'

এক মাস পেরিয়ে গেলেও চেয়ারম্যান ইস্যুতে সৃষ্টি হওয়া অচলাবস্থা কাটছে না ডালখোলা পুরসভায়। দলীয় নির্দেশ মেনে ১০ নভেম্বর ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন স্বদেশচন্দ্র সরকার। চেয়ারম্যান হিসেবে ৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজনা দাসের নাম ঘোষণা করে রাজ্য নেতৃত্ব। কিন্তু সুজনার নাম ঘোষণা হতেই বেঁকে বসেন ১০ জন কাউন্সিলার। তাঁদের সাফ কথা, সুজনা নয়, তাঁদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিতে হবে চেয়ারম্যান পদের জন্য। বিক্ষুব্ধদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠক করেন স্থানীয় বিধায়ক ও তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি। অন্যদিকে, ৩ জন কাউন্সিলার চেয়ারম্যান নির্বাচনের জন্য নোটিশ জারি করে দেন। আগামী ১৭ ডিসেম্বর চেয়ারম্যান নির্বাচন হবে বলে ওই নোটিশে বলা হয়েছে। যদিও ওই নোটিশকে তৃণমূল মান্যতা দিচ্ছে না বলে সাফ জানিয়ে দেন দলের

জেলা সভাপতি। কিন্তু বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলারদের দাবি, পুর আইন মোতাবেক ওই নোটিশ করা হয়েছে। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার তনয় দে বলেন, 'আমরা দলের কাছে আবেদন করেছি ১০ জনের মধ্যে যে কোনও একজনকে বেছে নিয়ে চেয়ারম্যান পদে বসাতে। ১৭ তারিখ নির্বাচনের দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। আমাদের দলবিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। ১০ জন কাউন্সিলারের কেউই দলবিরোধী নয়। শুধু সুজনাকে নিয়ে আপত্তি রয়েছে।'

সামসী কুশাকা ব্রিজের ওপর দুর্ঘটনার পর ভিড়।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত

মুরতুজ আলম

সামসী, ১৪ ডিসেম্বর : পিকআপ ভ্যান ও বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ। রবিবার দুপুরের দিকে ঘটনাটি ঘটেছে সামসী-রতুয়া রাজ্য সড়কের কুশাকা সেতুর ওপর। দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন একজন। মৃতের নাম শেখ ইসমাইল (১৯)। তাঁর বাড়ি রতুয়ার বাহারাল এলাকায়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন তাঁর এক বন্ধুও। নাম শেখ জিলু (২০)। তিনিও বাহারালের বাসিন্দা। স্থানীয়রা আহত জিলুকে সামসী গ্রামীণ হাসপাতালে

জখম বন্ধু

নিয়ে গিয়ে ভর্তি করেন। কিন্তু তাঁর অবস্থা সংকটজনক থাকায় সেখান থেকে তাঁকে রেফার করা হয় মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুর পৌনে একটা নাগাদ বাহারালের দুই তরুণ বাইকে করে সামসী যাচ্ছিলেন। উলটোদিক থেকে একটি মালবাহী পিকআপ ভ্যান সামসী থেকে রতুয়ার দিকে যাচ্ছিল। সামসী-রতুয়া রাজ্য সড়কের কুশাকা সেতুর ওপর গাড়ি দুটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলেই বাইকচালক শেখ ইসমাইল মারা যান। বাইকের পেছনে বসে থাকা শেখ জিলুর মারাত্মক চোট লাগে।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের এক কাকার মেয়ের বিয়ে ছিল এদিন। বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠান চলাকালীন ঠিক কী কাজে সামসী এসেছিলেন, তা অবশ্য পরিবারের কেউ খোলসা করে বলতে পারেননি।

এদিন দুর্ঘটনার পর কুশাকা সেতুর ওপর সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। আশপাশের গ্রামের প্রচুর লোক জমায়েত হন। খবর পেয়ে সামসী ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেন। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে শেখ ইসমাইলের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে দুমড়েমুচড়ে যাওয়া বাইক ও দুর্ঘটনাগ্রস্ত পিকআপ ভ্যানটি উদ্ধার করে পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। তবে পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক। বাসিন্দা মহিদুর রহমান কুশাকা ব্রিজে ট্রাফিক পুলিশ মোতায়েনের দাবি জানিয়েছেন। গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সেতুর দুই পাশে ব্যারিকেড লাগানোরও দাবি জানিয়েছেন। সামসী পুলিশ ফাঁড়ির এক আধিকারিক জানান, কুশাকা সেতুর বেহাল অংশ সংস্কারের জন্য মাস দুয়েক আগে পিডব্লিউডি কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি করা হয়েছিল। কিন্তু কোনও সদুত্তর আসেনি।

ঠিকাদারের বিল আটকে দিল পঞ্চায়েত

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : কাজের গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় ঠিকাদারের বিল আটকে দিল রায়গঞ্জ ব্লকের বীরঘই গ্রাম পঞ্চায়েত। তৃণমূল-বিজেপি দুই যুযুধান পক্ষই ঠিকাদারের বিরুদ্ধে একই সুরে অভিযোগ তুলেছে। তাদের অভিযোগ, উত্তর রুপাহার ও গোয়ালতড় সংসদে পানীয় জলপ্রকল্পের বরাত পেয়েছিল রায়গঞ্জের একটি ঠিকাদারি সংস্থা। বরাদ্দ ছিল প্রায় ৬ লক্ষ টাকা। ঠিকাদারি সংস্থা কাজ শেষ করে বিলের জন্য আবেদন করতেই বিপত্তি। অভিযোগ, ঠিকাদার শিডিউল মেনে কাজ করেনি। নির্মাণ সহায়কে অন্ধকারে রেখে কাজ করেছেন। বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সোনামণি রায়ের দাবি, 'গ্রামের মানুষ ও পঞ্চায়েত সদস্য জল নিয়ে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। সেই অভিযোগপত্র উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাই। তারা অনুমতি দিলে তবেই বিল ছেড়ে দেওয়া হবে।' ঠিকাদারি সংস্থার প্রতিনিধির দাবি, 'শিডিউল মেনে কাজ করেছি। প্রয়োজনীয় কাগজ জমা করেছি।'

আটক মহিলা

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় ভাড়াটিয়ার অনুপস্থিতিতে শুক্রবার ঘরের তালা ভেঙে সবকিছু লুটপাট চালিয়ে চুরি করেছিলেন এলাকার কয়েকজন। অভিযোগ, সোনার গয়না সহ দামি বাসনপত্র ও নগদ টাকা খোয়া যায়। ভাড়াটিয়া বাড়িতে না থাকায় বাড়ির মালিক অরুণ চৌধুরী ওই দিনই কর্ণজোড়া পুলিশ ফাঁড়িতে একটি জিডি করেন। শনিবার ভাড়াটিয়া পূজা রায় রায়গঞ্জে ফিরতেই পুলিশের কাছে বিস্তারিত জানান। রাতেই ওই এলাকার এক অভিযুক্ত দম্পতিকে চিহ্নিত করে তাঁদের বাড়িতে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে বেশ কিছু বাসনপত্র উদ্ধার হয়। তবে কোনও গয়না উদ্ধার করা যায়নি। পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযুক্তের স্ত্রী মুনমুন দাসকে আটক করলেও স্বামী সুজন দাস পালিয়ে যান। আরও জানা গিয়েছে, তাঁদের বাড়ি থেকে বেশ কিছু নেশার সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ।

চাকরি হারানোর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : প্রতিশোধের আগুন বড় ভয়ংকর! চাকরি চলে যাওয়ার বদলা নিতে গিয়ে গ্রেপ্তার এক তরুণ। সপ্তাহখানেক আগে আর্থিক তছরুপের অভিযোগে নিজের গাড়িচালককে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দেন বালুরঘাট হাসপাতালের শল্যচিকিৎসক হাসান সুবিদ। শনিবার রাতে চিকিৎসকের অনুপস্থিতিতে তাঁর ফাঁকা বাড়িতে হামলা চালান প্রাক্তন গাড়িচালক পাপাই বর্মন। দরজা ভেঙে ভেতরে ঢুকে সিসিটিভি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক নষ্ট করেন। চুরির চেষ্টা চালান বলেও অভিযোগ। স্থানীয়দের থেকে খবর পেয়ে তড়িঘড়ি নিজের সহকারীদের নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে অভিযুক্তকে হাতেনাতে পাকড়াও করেন হাসান। পরে পুলিশ এসে পাপাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। রবিবার ধৃতকে বালুরঘাট আদালতে তোলা হলে বিচারক ৮ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন।

হাসান জানিয়েছেন, পাপাই ২০২৪ সালের নভেম্বর মাস থেকে তাঁর গাড়ি চালাতেন। পাপাইয়ের বাড়ি বালুরঘাট শহরের ছিন্নমস্তাপল্লি এলাকায়। হাসান থাকেন বালুরঘাট হাসপাতাল লাগোয়া রঘুনাথপুর এলাকায়। গাড়ি চালানোর সুবাদে হাসানের বাড়িতে পাপাইয়ের অবাধ যাতায়াত ছিল। কিন্তু কয়েকদিন আগে থেকেই ওই চিকিৎসক টের পান, তাঁর বাড়ি থেকে বেশ কিছু সামগ্রী ও টাকা চুরি গিয়েছে। চিকিৎসকের দাবি, তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে।

হাসানের সন্দেহ ছিল, পাপাই এই চুরির নেপথ্যে জড়িত। তিনি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন, পাপাই নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন, দামি দামি সামগ্রী সহ একটি ড্রোন ক্যামেরাও কিনেছেন। এরপর হাসান পাপাইকে গাড়িচালকের চাকরি থেকে বহিষ্কার করেন। তবে চাকরি চলে যাওয়ায় মুষড়ে পড়েন পাপাই। তিনি হাসানকে একাধিকবার ফোন ও মেসেজ করে পুনরায় কাজে ফিরিয়ে নিতে অনুরোধ করেন। তবে হাসান রাজি হননি। শনিবার রাতে কাজ থাকায় হাসান বাড়িতে ছিলেন না। সেই সময়ই পাপাই অস্বাভাবিক অবস্থায় তাঁর বাড়িতে হানা দেয় বলে অভিযোগ। হাসান বলেন, 'বদলা নিতে ও যে এমন কাণ্ড করবে, ভাবতে পারিনি। এবার পুলিশকে পুরো ঘটনা খুলে বলেছি।'

পড়ন্ত বেলায়।। রবিবার বালুরঘাটে মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

জমিদাতাদের বাধায় থমকে সম্প্রসারণ

বিধান ঘোষ

হিলি, ১৪ ডিসেম্বর : জমির ক্ষতিপূরণের টাকা মিলেছে, মিলেছে না গাছের ক্ষতিপূরণ। টাকার দাবিতে গাছ কাটতে জমিদাতারা বাধা দেওয়ায় থমকে বালুরঘাট-হিলি রেললাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ। ক্ষতিপূরণের টাকা না পাওয়া পর্যন্ত গাছ না কাটতে দেওয়ার ব্যাপারে অনড় জমিদাতারা। ঘটনায় রেলপ্রকল্পটির অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। যদিও গাছের ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে নীরব জেলা প্রশাসন।

২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রবীণ এক শিক্ষকের জনস্বার্থ মামলায় থমকে ছিল রেলপ্রকল্পটি। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ১২ বছর পর বালুরঘাট-হিলি ২৯.৭ কিলোমিটার রেলপথ সম্প্রসারণের কাজ শুরু হলেও, বাধা পড়ছে বারবার। এবার সমস্যার মূলে গাছের ক্ষতিপূরণের টাকা। জমি অধিগ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসনকে ৩০০ কোটি টাকা দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। দু'দফায় রেলের হাতে প্রয়োজনীয় ৩৮৬.৪১৬ একর জমি তুলে দেয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা প্রশাসন। যদিও ক্ষতিগ্রস্ত জমিদাতাদের জমি ও বিভিন্ন নির্মাণের ক্ষতিপূরণ পরিশোধ করলেও গাছের ক্ষতিপূরণ মূল্য পরিশোধ করতে পারেনি জেলা প্রশাসন। যা নিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন জটিলতা। ২০২৩ সালের মে মাসে বালুরঘাট-হিলি পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পে ১১টি নির্মাণের

রেলপ্রকল্পের অগ্রগতি ব্যাহত

জমির ক্ষতিপূরণ মিললেও পাওয়া যায়নি গাছের টাকা, গাছ কাটতে বাধা জমিদাতাদের

গাছের ক্ষতিপূরণ না পাওয়া পর্যন্ত গাছ কাটতে দেবেন না বলে অনড় জমির মালিকরা

রেলপথ তৈরির আগে মাটি ফেলা যাচ্ছে না, গতি হারাচ্ছে বালুরঘাট-হিলি রেললাইন সম্প্রসারণ

কাজ শুরু করেছিল রেল। কিন্তু সেতু নির্মাণের কাজ শেষ পর্যায়ে গিয়ে থমকে রয়েছে।

কেননা, ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় গাছ কাটতে দিচ্ছেন না জমির মালিকরা। হিলি থানার শ্যামপুরে গাছ কাটতে বাধা দেওয়ায়, রেলপথ তৈরির আগে মাটি ফেলার কাজ থমকে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জমিদাতা আঙ্গুর লাহা বলেন, 'জমির ক্ষতিপূরণ পেলেও গাছের ক্ষতিপূরণের টাকা এখনও পাইনি। তাই গাছ কাটতে দিচ্ছি না। ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়ার আগে গাছ কেটে দিলে, পরবর্তীতে গাছ না থাকলে কেউ ক্ষতিপূরণের দায়িত্ব নেবে না। ক্ষতিপূরণ দিলেই গাছ কাটতে দেব। কয়েকদিন আগেও জেলা ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরে গাছের ক্ষতিপূরণের জন্য তদ্বির করেছি। কিন্তু এখনও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়নি।'

রেলের কাজের সমস্যার পাশাপাশি তাঁদেরও ভোগান্তি হচ্ছে বলে আঙ্গুরের বক্তব্য। রেলের ঠিকাদারি সংস্থার ইঞ্জিনিয়ার বলরাম যাদব বলেন, 'আমরা শ্যামপুরে নির্মীয়মাণ রেলসেতুর পূর্ব পাশের জমিতে গাছ থাকায় মাটি ফেলে রেলপথ নির্মাণ করতে পারছি না। জমিদাতা গাছের ক্ষতিপূরণ না পাওয়ায় গাছ কাটতে বাধা দিচ্ছেন। এই সমস্যায় কাজের গতি থমকে যাচ্ছে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।'

গাড়ির ধাক্কায় আহত বৃদ্ধ

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরে শিলিগুড়ি মোড় এলাকায়, রবিবার পিকআপ ভ্যানের ধাক্কায় এক বৃদ্ধ গুরুতরভাবে আহত হন। আহতের নাম গোপালচন্দ্র আচার্য। বাড়ি শহরের সুদর্শনপুর এলাকায়। ওই এলাকায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মী আহত বৃদ্ধকে রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যান।

পুলিশ পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করেছে। পিকআপ ভ্যানের চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, পিকআপ ভ্যানের চালকের নাম সনাতন রায়। এই প্রসঙ্গে রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বজ্যোতি সরকার বলেন, 'পিকআপ ভ্যানটিকে আটক করে চালককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

ডিমের মূল্যবৃদ্ধিতে সংকট মিড-ডে মিলে

বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

পতিরাম, ১৪ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় মিড-ডে মিল ব্যবস্থা বর্তমানে গভীর সংকটে। ডিমের মূল্যবৃদ্ধি ও দীর্ঘদিনের বকেয়া—এই দ্বিমুখী সমস্যায় বিপাকে পড়েছেন পতিরাম, কুমারগঞ্জ সহ গোটা জেলার প্রাথমিক শিক্ষকরা। একই সমস্যায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরাও। ফলে নিয়ম মেনে পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করা কঠিন হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি ডিমের দাম বেড়ে ৮ থেকে সাড়ে ৮ টাকায় পৌঁছেছে। অথচ সরকারি হিসেবে পড়ুয়াপিছু মিড-ডে মিলের বরাদ্দ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ৬ টাকা ৭৮ পয়সা এবং অঙ্গনওয়াড়িতে ৬ টাকা ৫০ পয়সা। ফলে স্কুলে সপ্তাহে দু'দিন ডিম দেওয়ার কথা থাকলেও অনেক স্কুলে একটি ডিমও দেওয়া যাচ্ছে না। সবজির দামও ঊর্ধ্বমুখী। ফলে নাভিশ্বাস স্কুল শিক্ষকদের। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হওয়ার সম্মুখীন। অঙ্গনওয়াড়িতে প্রতিদিন

অভিযোগ

- ডিমের দাম ঊর্ধ্বমুখী, তার ওপর আগের কোয়ার্টারের ৪৯ দিনের মিড-ডে মিলের টাকা এখনও পায়নি বহু স্কুল
- চলতি কোয়ার্টারের প্রায় আড়াই মাস পেরিয়ে গেলেও বিল বকেয়া রয়েছে
- শিক্ষকদের নিজেদের তহবিল থেকে খরচ করে মিড-ডে মিল চালাতে হচ্ছে

- স্কুলে ডিম জুটছে না, বহু অঙ্গনওয়াড়িতে সপ্তাহে বেশিরভাগ দিন অর্ধেক ডিম দিতে বাধ্য হচ্ছেন কর্মীরা

ডিম দেওয়ার কথা, বর্তমানে বহু অঙ্গনওয়াড়িতে সপ্তাহে বেশিরভাগ দিন অর্ধেক ডিম দিতে বাধ্য হচ্ছেন কর্মীরা। ফলে সেখানকার শিশু, প্রসূতি ও গর্ভবতী মহিলারা পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শীতের মরশুমে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের মতো উৎসবকে ঘিরে ডিমের চাহিদা বাড়ায় দাম আরও বৃদ্ধির আশঙ্কা করছেন শিক্ষকরা।

শুধু দাম নয়, বরাদ্দের অনিয়মও পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। অভিযোগ, আগের কোয়ার্টারের ৪৯ দিনের মিড-ডে মিলের টাকা এখনও পায়নি বহু স্কুল। তার ওপর চলতি কোয়ার্টারের প্রায় আড়াই মাস পেরিয়ে গেলেও বিল বকেয়া রয়েছে। সব মিলিয়ে বহুদিনের টাকা আটকে থাকায় অনেক স্কুলেই নিজেদের তহবিল থেকে খরচ করে মিড-ডে মিল চালাতে হচ্ছে শিক্ষকদের। কুমারগঞ্জের এক প্রাথমিক শিক্ষিকা টুম্পা সরকার বলেন, 'ডিমের দাম এতটাই বেড়েছে যে বরাদ্দে পুষ্টিকর খাবার দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।' শিক্ষক সংগঠনগুলির মতে, সবজির দামও ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় বিকল্প পদ চালানোও দীর্ঘদিন সম্ভব নয়। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রাকেশ কুণ্ডুর কথায়, বকেয়া টাকা অবিলম্বে না পেলে মিড-ডে মিল বন্ধের সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। তাঁর প্রশ্ন, আগের কোয়ার্টারের ৪৯ দিনের টাকা কোথায় গেল? অন্যদিকে ওসি এডুকেশন (মিড-ডে মিল) বাণীব্রত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'কিছুদিনের টাকা দেওয়া হয়েছে। এখনও কেন স্কুলগুলো পায়নি তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।' তবে বরাদ্দ বৃদ্ধি বা ডিমের দাম নিয়ে তাঁর মন্তব্য নেই। কুমারগঞ্জের বিডিও শ্রীবাস বিশ্বাস জানান, আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে ব্লকের স্কুলগুলিতে ৭৪ দিনের মিড-ডে মিলের টাকা ঢুকে যাবে।

Amgoorie India Ltd.
Registered Office: Amgoorie Tea Estate, P.O. Amguri – 785 681, Dist. Sibsagar, Assam
Telephone: 2287-3067, 2287 8737, 2287 1816
Fax No. (033) 2287 2577, 2287 7089
Email: goodricke@goodricke.com
Website: www.goodricke.com
CIN-U01132AS1977PLC001699

NOTICE

All roads and paths through the under mentioned Tea Estates will be closed to the public from 30th to 31st December, 2025, both days inclusive. As on previous occasions, permits to intending users of these private roads and paths will be available on application to the Managers of the Estates: Amgoorie, Borbam & Bargang in Assam and Margaret's Hope; Edenvale; Dilaram; Springside; Castleton in West Bengal.

S. BHASIN
Director
Date: 12th December 2025

GOODRICKE GROUP LIMITED
Registered Office: "Camellia House", 14, Gurusaday Road, Kolkata – 700 019.
Email: goodricke@goodricke.com
Website: www.goodricke.com
Phone No.: 2287 3067, 2287 8737, 2287 1816
Fax No.: 2287 2577, 2287 7089
CIN: L01132WB1977PLC031054

NOTICE

All roads and paths through the under mentioned Tea Estates will be closed to the public from 30th to 31st December, 2025 both days inclusive. As on previous occasions, permits to intending users of these private roads and paths will be available on application to the Managers of the Estates: Aibheel; Badamtam; Barnesbeg; Chalouni; Danguajhar; Gandrapara; Hope; Jiti; Kumargram; Lakhipara; Meenglas; Sankos; Thurbo in West Bengal and Nonaipara; Orangajuli & Harchurah in Assam.

Arnab Chakraborty
Company Secretary
Date: 12th December 2025

পঃ বঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত ও ডিজিটাল পদ্ধতিতে মাননীয় শিক্ষক-শিক্ষিকার Chapterwise Lecture-সহ

বসু ও ভট্টাচার্য
রচনা-ভারতী ৯ম
TB NO : WBBSE/02(B)/103/25
রচনা-ভারতী ১০ম
TB NO : WBBSE/02(B)/153/25

মদনমোহন হালদার ও পার্থসারথি দাস
ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ ভাবনা ৯ম
TB NO : WBBSE/27(B)/511/25
আধুনিক ভৌতবিজ্ঞান ও পরিবেশ ভাবনা ১০ম
TB NO : WBBSE/27(B)/558/25

মলয় মাইতি
ভূ-বিদ্যা ও পরিবেশ ৯ম
TB NO : WBBSE/25(B)/410/25
ভূ-বিদ্যা ও পরিবেশ ১০ম
TB NO : WBBSE/25(B)/458/25

মেদিনীপুর বুক ডিপো
১২ বিধান সরণি, কলকাতা-৭০০ ০০৬
Mob. : 9433138773
9331640282

মারধরে গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : পুরোনো শত্রুতার জেরে প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠল। ঝামেলায় বৃদ্ধ বাবাকে বাঁচাতে যান এক বাইশ বছরের তরুণী। তখন শাহজাহান হোসেন নামে এক ব্যক্তি ওই তরুণীকে শ্লীলতাহানি ও খুন করতে যান বলে অভিযোগ। অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃতের বাড়ি রায়গঞ্জ থানার শীতগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশালা হাট এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টা ও শ্লীলতাহানি সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। রবিবার বিকেল চারটা নাগাদ ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

বাংলাদেশি ধৃত

মালদা, ১৪ ডিসেম্বর : গোরু পাচারের উদ্দেশ্য নিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল একদল বাংলাদেশি। পাচারের আগেই এক বাংলাদেশি তরুণকে গ্রেপ্তার করল হবিবপুর থানার পুলিশ। রবিবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

ধৃত রুবেলের বাড়ি বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার অকৈলপুরে। গত শুক্রবার রাতে হবিবপুর থানার অন্তর্গত ধুমপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অসংরক্ষিত সীমানা দিয়ে কয়েকজন বাংলাদেশি ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। শনিবার দুপুরে ওই এলাকায় এক তরুণকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় হবিবপুর থানার পুলিশ। পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করেন ওই তরুণ। ধাওয়া করে তাঁকে আটক করেন পুলিশকর্মীরা।

সংঘর্ষে জখম

বৈষ্ণবনগর, ১৪ ডিসেম্বর : ছাগল চরানোকে কেন্দ্র করে রবিবার সন্ধ্যায় বৈষ্ণবনগরের চকসেহেরদি এলাকায় দু'পক্ষের সংঘর্ষ। ঘটনায় মোজু শেখের সঙ্গে ঝাঁটু শেখ ও তাঁর পরিবারের লোকজনের ঝামেলা হয়। সংঘর্ষে মোজুর মাথা ফেটে গিয়েছে। তাঁকে বৈষ্ণবনগর থানার বেদারাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে, ঝাঁটুদের তরফে তিনজন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। ঘটনায় মোজুর পরিবার বৈষ্ণবনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

রাস্তার কাজ

বুনিয়াদপুর, ১৪ ডিসেম্বর : রবিবার বংশীহারীর গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি পাকা রাস্তার কাজের সূচনা করা হয়। হারিয়াদহের নারায়ণ মণ্ডলের বাড়ি থেকে প্রদীপ শীলের বাড়ি পর্যন্ত এক কিমি ঢালাই রাস্তা তৈরি করতে ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। অপরদিকে হিয়ালদহে উপেন মাহাতোর বাড়ি থেকে রতন মণ্ডলের বাড়ি পর্যন্ত দেড় কিমি রাস্তাটি তৈরি করতে ৫৮ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা ব্যয় হবে।

রক্তদান

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল এবং গঙ্গারামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড সেন্টারে তৈরি হয়েছে চরম রক্ত সংকট। জেলায় শীতকালীন রক্ত সংকট দূর করতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল রাজ্য বিদ্যুৎ সংবহন কোম্পানি লিমিটেডের রায়গঞ্জ এরিয়া অফিস। রবিবার মাহিনগরের এই বিদ্যুৎ দপ্তরে আয়োজিত শিবিরে দুজন মহিলা সহ মোট ৩১ জন রক্তদান করেন।

জন্মশতবর্ষ

ইটাহার, ১৪ ডিসেম্বর : কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে রবিবার ইটাহারে নানা কর্মসূচি পালিত হল। ইটাহার কবি সুকান্ত জন্মশতবর্ষ উদযাপন কমিটির উদ্যোগে ইটাহার হাইস্কুল প্রাঙ্গণে একটি সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

নীলের মেলা।। *সিকিমের ছাঙ্গু লেকে ছবিটি তুলেছেন ধূপগুড়ির সত্যজিৎ চক্রবর্তী।*

সিম জাল করে প্রতারণার ফাঁদ

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : ক্রেতার অজান্তে একাধিকবার আঙুলের ছাপ নিয়ে দেদার চলছে প্রতারণা। একাধিক সিম তুলে ব্যবহার করছেন অনলাইন স্ক্যামাররা। ব্যাংক অ্যাকাউন্ট লিংক করে লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেন করছে অসাধু চক্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিনরাজ্যের শাখায় অ্যাকাউন্ট খোলায় নাভিশ্বাস উঠছে সাইবার অপরাধ দলের। ইতিমধ্যে রায়গঞ্জ সাইবার ক্রাইম পুলিশ কালিয়াগঞ্জ সহ বেশকিছু জায়গা থেকে সিম বিক্রেতাদের গ্রেপ্তার করেছে।

অভিযোগ, অসাধু সিম বিক্রেতারা এভাবে সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে সিম তুলে, বেশি দামে তা তুলে দিচ্ছেন স্ক্যামারদের হাতে। এরপর সাইবার অপরাধীরা তা দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ফোন করে এটিএম পিন জেনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। একবার সেই তথ্য হাতে এলেই অ্যাকাউন্ট থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন এই স্ক্যামাররা। অন্যের নামে সিম কার্ড থাকায় প্রমাণ হয় না প্রতারণা। এভাবে পার পেয়ে যাচ্ছেন ফোনের ওপারে লুকিয়ে থাকা দুঁদে প্রতারকরা।

দক্ষিণ দিনাজপুরের এক প্রতারকের পাল্লায় পড়ে রায়গঞ্জ শহরের বাসিন্দা সুশান্ত ঘোষ ও ব্যবসায়ী চয়ন বসাক মোটা অঙ্কের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েন। লক্ষ লক্ষ টাকা খোয়া গিয়েছে সুশান্তর। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে এই ধরনের সিম জালিয়াতির খোঁজ পায় পুলিশ। বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জের কর্ণজোড়ায় সাইবার অপরাধ থানায় গিয়ে দেখা গেল, করণদিঘি থেকে জলেনুর বিবি নামে এক মহিলা প্রতারিত হয়ে অভিযোগ জানাতে এসেছেন। তিনি বলেন, 'ব্যাংকে গিয়ে জানতে পারি, অ্যাকাউন্ট থেকে ধাপে ধাপে ১৯ হাজার ১০০ টাকা উধাও হয়ে গিয়েছে। অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে বলা হত, ব্যাংক থেকে বলছি। এরপর ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট নম্বর দিতে বলা হয়। বুধবার মোবাইলে টাকা তোলার মেসেজ আসতে থাকে।' রায়গঞ্জ শহরের সিম কার্ড বিক্রেতা নবীন মোদক বলেন, 'একজন গ্রাহকের নামে আমরা একের বেশি সিম ইস্যু করতে পারি না। যাঁরা ঘুরে ঘুরে সিম বিক্রি করেন, তাঁরা একজনের নামে একাধিক সিম ইস্যু করিয়ে নিচ্ছেন।'

এদিকে সাইবার ক্রাইম বিভাগের এক আধিকারিক জানান, সিম কার্ড বিক্রেতারা লাভের আশায় একাধিকবার আঙুলের ছাপ নিয়ে নেন। এরপর একাধিক সিম ইস্যু করে প্রতারকদের কাছে বিক্রি করে দিচ্ছেন। সিম প্রতি গড়ে ৫০০ টাকা করে হাতে পান তাঁরা। অথচ যাঁর সিম ব্যবহার করে প্রতারণা চলে তিনি কিছুই জানতে পারেন না। ৯৯ শতাংশ প্রতারকই ভিনরাজ্যের।

ইতিমধ্যে সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ চোপড়া ব্লকে জাল সিম কার্ড চক্রের হদিস পেয়েছে। কালিয়াগঞ্জ থেকেও এক সিম বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশের তরফে মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে।

সার্ভার ডাউন বলে একাধিকবার আঙুলের ছাপ নেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। বিষয়টি দেখা হবে।

ডাঃ সোনাওয়ানে কুলদীপ সুরেশ
রায়গঞ্জ পুলিশ জেলার সুপার

নজরে তুরিপাড়ার মদ ব্যবসায়ীরা

রক্তের ফোঁটায় আতঙ্ক

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : রবিবারের সকালে দরজা খুলতেই বাড়ির গেটে কয়েক ফোঁটা রক্ত দেখে চমকে উঠেছিলেন গৃহবধূ চাঁদনি সিং। রক্তের উৎস সন্ধানে মস্তিষ্কে ধার দিচ্ছেন যখন তিনি, তখনই খবর পান শুধু তাঁর বাড়িতে নয়, এমন রক্তের ফোঁটা পড়েছে সরস্বতী সিং, প্রিয়াংকা সিং, রঞ্জু বিশ্বাস, শিখা সিংদের বাড়িতে। প্রত্যেকেই এলাকায় মদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। আবার আন্দোলন থেকে দূরে থাকা বাসন্তী মহন্তের মতো অনেকের বাড়িতে রক্ত মেলেনি। তাহলে কি প্রতিবাদীদের মনে ভয় ধরাতে জাদু-টোনা করা হচ্ছে? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় এখন বালুরঘাট শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুরিপাড়া। ঘটনার অনুসন্ধানে বালুরঘাট থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানান জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল।

মদ বিক্রির প্রতিবাদে দুয়ারে রক্তের ফোঁটা? বালুরঘাটের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তুরিপাড়ায় কয়েকটি বাড়ির গেটের সামনে রবিবার সকালে রক্তের ফোঁটা থাকায় এই প্রশ্ন উঠছে। ওই বাসিন্দাদের সন্দেহের নজর মদ ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধেই। কেননা, গত এক মাস ধরে যাঁরা এলাকায় মদবিরোধী আন্দোলন চালাচ্ছেন, তাঁদের বাড়িতেই রক্তের ফোঁটা দেওয়া হয়েছে। প্রাণে মারার হুমকি দিয়েও তাঁদের দমাতে না পারায় এমন কাণ্ড ঘটানো হয়েছে বলে বক্তব্য প্রিয়াংকাদের। যাকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়ায়। নভেম্বরে তুরিপাড়ার ২২ বছর বয়সি তরুণ রাহুল সিংহের মৃত্যুর পর চোলাই মদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নামেন এলাকার মহিলাদের একটা বড় অংশ। মদ বিক্রেতাদের সঙ্গে তাঁদের খণ্ডযুদ্ধও বাধে। পুলিশ ঠেকগুলি গুঁড়িয়ে দেয়। তারপর থেকে এলাকায় মদ বিক্রি বন্ধ রয়েছে। কিন্তু প্রায়দিনই সংঘাত বাধছে মদ বিক্রেতা এবং আন্দোলনকারীদের মধ্যে।

চাঁদনি বলছেন, 'পরিবার এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে এলাকায় মদ ব্যবসা করতে দেব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। আমাদের মাটিতে ফেলে মারা হয়েছে। বিভিন্নভাবে আমাদের আন্দোলন দমাতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এবার বাড়িতে রক্ত ফেলে প্রাণে মারার ভয় দেখাতে চাইছে। কিছুটা ভয় পেলেও আন্দোলন থেকে সরছি না।' শিখার বক্তব্য, 'কয়েক ঘর মদ ব্যবসায়ী গোটা পাড়াটাকে বদনাম করে রেখেছে। মদের প্রভাব পড়ছে আমাদের সংসারে। আমাদের আন্দোলন থামাতে ওরা এবার জাদু-টোনা করে ভয় দেখাতে চাইছে। আমরা সমস্ত বিষয়টি পুলিশকে জানিয়েছি।' বাসন্তী মহন্তের বাড়ির দরজায় মেলেনি রক্তের ফোঁটা। তবে তিনি বলছেন, 'কাজে বাইরে থাকি বলে আন্দোলনে থাকতে পারি না। কিন্তু আমি মদের ব্যবসার বিরুদ্ধে। আমার বাড়ির সামনে রক্ত মেলেনি ঠিকই, কিন্তু প্রতিবেশী আন্দোলনকারীদের গেটে রক্ত দেখে আমারও ভয় লাগছে।'

পরিবার এবং সন্তানদের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করতে এলাকায় মদ ব্যবসা করতে দেব না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। আমাদের মাটিতে ফেলে মারা হয়েছে। বিভিন্নভাবে আমাদের আন্দোলন দমাতে হুমকি দেওয়া হয়েছে। এবার বাড়িতে রক্ত ফেলে প্রাণে মারার ভয় দেখাতে চাইছে। কিছুটা ভয় পেলেও আন্দোলন থেকে সরছি না।

চাঁদনি সিং
মদবিরোধী আন্দোলনকারী

উত্তেজিত বাসিন্দাদের জটলা। (ইনসেটে) ছিটানো রক্ত।

মোথাবাড়িতে চিকিৎসা ভ্যান

মোথাবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকায় ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র তথা ভ্যান উদ্বোধন হল রবিবার। উদ্বোধনের পরপরই ভ্যানটি পরিক্রমা শুরু করে। উদ্বোধনে বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএমওএইচ ডাঃ কৌশিক মিস্ত্রি, মালদা জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ ফিরোজ শেখ, কালিয়াচক-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অঞ্জলি মণ্ডল, পঞ্চায়েত সমিতির স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ গোলাম রাসুল প্রমুখ।

সাবিনা বলেন, 'রাজ্য সরকারের লক্ষ্য প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিটি মানুষের কাছে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাকেন্দ্র সেই লক্ষ্য পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।'

'গুজব' রুখতে প্রচার সংখ্যালঘু সেলের

রণবীর দেব অধিকারী

ইটাহার, ১৪ ডিসেম্বর : ওয়াকফ ইস্যুতে বিরোধীদের তিরে বিদ্ধ তৃণমূল এবার পালটা প্রচারে নামছে। এই রাজ্যে ওয়াকফ (সংশোধিত) আইন কার্যকর করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের সঙ্গে দ্বিচারিতা করছেন, এই অভিযোগে বিরোধীরা ক্রমাগত আক্রমণ শানানোর ফলে তৃণমূল খানিকটা ব্যাকফুটে। সংশোধিত আইনটি কার্যকর হলে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি হাতছাড়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মুসলিমদের একটা বড় অংশ। এই পরিস্থিতিতে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামছে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল। বিরোধীদের তৈরি 'ন্যারেটিভ'-কে নস্যাৎ করতে এবার সেলের তরফে পালটা প্রচার চালানো হবে। ওয়াকফ আইন নিয়ে তৃণমূলের অবস্থান এবং এই আইন কার্যকর হলেও ওয়াকফের কোনও সম্পত্তিই যে সরকারের হাতে চলে যাবে না, সংখ্যালঘু সেলের তরফে সেটা মানুষকে বোঝানো হবে। বিরোধীদের ছড়ানো 'গুজব' প্রতিহত করতে, এই ইস্যুতে দলের বক্তব্য সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে লিফলেট বিলি করা হবে বলেও জানিয়েছে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল।

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি তথা ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হুসেন জানান, বিরোধীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ওয়াকফ (সংশোধনী) আইন নিয়ে গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তিনি বলেন, 'তৃণমূল প্রথম থেকেই কেন্দ্রের আনা ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করেছে। আদালতে মামলার পাশাপাশি দলনেত্রীর নির্দেশে এই বিল প্রত্যাহারের দাবিতে বিধানসভায় রেজোলিউশনও নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতার দৌলতে বিজেপি সরকার এই বিল পার্লামেন্টের দুই কক্ষে পাশ করিয়ে নিয়েছে। কিন্তু এই আইন কার্যকর হলে ওয়াকফের কোনও সম্পত্তিই সরকার অধিগ্রহণ করতে পারবে না। রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করতে বিরোধীরা এই ইস্যুতে অপপ্রচার চালাচ্ছে।'

সংশোধিত আইনটি কার্যকর হলে সমস্ত ওয়াকফ সম্পত্তি হাতছাড়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন মুসলিমদের একটা বড় অংশ। এর ফলে তাঁদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা সামনের বছর বিধানসভা নির্বাচনে ঘাসফুলের সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে এর প্রভাব পড়তে পারে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করছেন, ক্ষোভের মাশুল গুনতে হতে পারে ঘাসফুলের প্রার্থীদেরকে। এই কারণেই তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেল ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

মোশারফের দাবি, ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য মতুয়ালিরা নিজেরাই উমিদ পোর্টালে আপলোড করেছেন। নব্বই শতাংশ তথ্য আপলোড হয়ে গিয়েছে। ইটাহারের বিধায়ক বলেন, 'উমিদ পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য এন্ট্রি করা মানেই সেই সম্পত্তি সরকারের হয়ে গেল তা কিন্তু নয়। এটা মতুয়ালিরা বুঝছেন। কিন্তু কিছু লোক গুজব ছড়ানোয় মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণ মুসলিমদের কাছে আমাদের আবেদন, আপনারা গুজবে কান দেবেন না।' তিনি যোগ করেন, 'এই গুজবের বিরুদ্ধে লড়তে জেলায় জেলায় প্রচার চালানো হবে। লিফলেট বিলি করে মানুষকে আসল সত্যিটা জানানো হবে। যারা রাজনৈতিক স্বার্থে, মুসলিম ভোটব্যাংক ভাগ করার উদ্দেশ্যে এই অপপ্রচার চালাচ্ছে, তাদের উদ্দেশ্য কখনোই সফল হবে না।'

ওয়াকফ ইস্যু

তৃণমূলের অভয়

- উমিদ পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির তথ্য আপলোড করা মানে সেই সম্পত্তি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে চলে যাওয়া নয়
- ওয়াকফের কোনও সম্পত্তিই কোনও সরকারই নিতে পারবে না
- বিরোধীদের অপপ্রচার ও গুজবে কেউ কান দেবেন না
- অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়তে, জেলায় জেলায় সেলের তরফে প্রচার চালানো হবে

নাগাড়ে কাটা পড়ছে গাছ

অভিযানের তির বিন্দোলের প্লাইউড কারখানার দিকে

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর : এক-দুটি নয়, পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে তিন ডজন প্লাইউড তৈরির কারখানা। বছর ঘুরলেই আরও চারটি কারখানা চালুর সম্ভাবনা রয়েছে। এতগুলি কারখানায় রোজ কাঁচামাল জোগান দিতে বেআইনিভাবে রাতের অন্ধকারে গাছ কাটা চলছে বলে অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয়রা। অধিকাংশ প্লাইউড কারখানা বা পাতিমিলের বৈধ নথি নেই বলেও অভিযোগ উঠেছে। কেন বিন্দোলের মতো এলাকায় একের পর এক এমন কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। সামান্য মজুরিতে পর্যাপ্ত দক্ষ শ্রমিক এই গ্রাম থেকে মেলায় এখানে বাইরের ব্যবসায়ীদের নজর পড়েছে বলে অনেকে মনে করেন। অবৈধ পাতিমিল প্রসঙ্গে বন দপ্তরের রায়গঞ্জের ডিএফও ভূপেন বিশ্বকর্মা বলেন, 'জেলায় বৈধ পাতিমিল ২১টি। তারমধ্যে ইতিমধ্যে ১৮টি মিল কর্তৃপক্ষকে নোটিশ করা হয়েছে। বিন্দোলের কয়েকটি মিল মালিককে ডাকা হয়েছে। নথি খতিয়ে দেখা হবে।'

রায়গঞ্জ শহর থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরে বাংলাদেশ সীমান্ত ঘেঁষা বিন্দোল পঞ্চায়েতের মোহিনীগঞ্জ। বিন্দোল গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা থেকে ভাতুন গ্রাম পঞ্চায়েত যাওয়ার রাস্তার দুই ধারে কিছুটা দূরে দূরেই টিনের ঘর। সেখান থেকে কানে আসে ধারালো করাতে কাঠ চেরাইয়ের ঘরঘর শব্দ। মোহিনীগঞ্জ, মোজগাঁ, আমাতকালী, বাজে বিন্দোল, বিন্দোল, রতনপুর, ভগতপুর, ভগিলতা গ্রামগুলিতে একসময় ছিল শুধুই চাষের জমি। এখন সেখানে জেগে উঠেছে একের পর এক কাঠ চেরাইয়ের কারখানা। মিলের আশপাশের যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে কদম, ইউক্যালিপ্টাস সহ বিভিন্ন গাছের কাণ্ড। সকাল হলেই ভ্যান থেকে নামানোর পর শুরু হয় কাটা গাছ চেরাই করা। কখনও আবার দক্ষিণ দিনাজপুর, বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকা থেকে গাছের গুঁড়ি নিয়ে আসা হয় ট্রাকে করে। বেআইনিভাবে গাছ কেটে এখানে আনা হয় বলে অভিযোগ পরিবেশবিদ মিঠু মল্লিকের মতো অনেকের।

তবে কারখানার জন্য অনেকে কাজ পেয়েছেন। চৈনগর এলাকার বাসিন্দা নগেন বর্মন বলেন, '১৪ বছর বয়স থেকে দিল্লির যমুনানগরের প্লাইমিলে কাজ করতাম। তারপর ফরিদাবাদ হয়ে উত্তরপ্রদেশে অনেক বছর কাজ করেছি। কিন্তু দুই বছর ধরে নিজের গ্রামের পাতিমিলে কাজ ধরেছি। আর বাড়ি ছেড়ে বাইরে যেতে হয় না।'

বালিয়ার বাসিন্দা প্লাই শ্রমিক বিনোদ বর্মনের বক্তব্য, '১৭ বছর বয়সে বিন্দোলের বাড়ি ছেড়ে যমুনানগরের প্লাই কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিলাম। তারপর হরিয়ানার মিলে ছিলাম। কিন্তু বাড়ির সামনে প্লাইমিল এখন। তাই বাড়ি থেকেই কাজ করছি। আর পরিবার ছেড়ে বাইরে যেতে হচ্ছে না।' অন্যদিকে, বিন্দোলে এত পাতিমিল গড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে একটি মিলের ম্যানেজার বিশ্বনাথ নন্দী বলেন, 'এই গ্রামে দক্ষ শ্রমিকও খুব কম বেতনে পাওয়া যায়। শ্রমিকের অভাব না থাকায় কারখানার সংখ্যা বাড়ছে।'

বিন্দোলে একটি প্লাইউড কারখানায় চলছে কাঠ চেরাই।

পাড় বাঁধাই

মোথাবাড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থানুকূল্যে মোথাবাড়ির মাহিষ্যপাড়া দুর্গা মন্দির সংলগ্ন পুকুরের পাড় বাঁধাইয়ের কাজের সূচনা হল রবিবার। সূচনা করেন মোথাবাড়ির বিধায়ক তথা উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন। দপ্তরের ১৪ লক্ষ ৩৪ হাজার টাকার বরাদ্দে কাজটি হবে। সাবিনা বলেন, 'পুকুরের পাড় বাঁধাই না হলে দুর্গা মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা যাবে না। কয়েকদিনের মধ্যেই পাড় বাঁধাই শেষ হবে।'

কর্মশালা

ডালখোলা, ১৪ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের উদ্যোগে রবিবার কুসংস্কারবিরোধী ও যুক্তিবাদী প্রসার কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল ডালখোলা হোলিসোল অ্যাকাডেমিতে। স্কুল পড়ুয়াদের পাশাপাশি বিজ্ঞানকর্মীরাও এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। সমাজে কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করার পাশাপাশি ভ্রান্ত ধারণার বিলোপ ঘটাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে সচেতন করা হয়।

নিখোঁজ

পতিরাম, ১৪ ডিসেম্বর : শনিবার পতিরামের একটি গ্রাম থেকে এক কিশোরী নিখোঁজ হয়ে যায়। পরিবার জানিয়েছে, শনিবার রাতে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর তার কোনও খোঁজ মিলছে না। অবশেষে রবিবার পরিবারের পক্ষ থেকে পতিরাম থানায় নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করা হয়।

কলকাতাগামী ট্রেনের স্টপ দাবি

দীপঙ্কর মিত্র

হেমতাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর : হেমতাবাদ বিধানসভা এলাকার একমাত্র রেলস্টেশন বাঙ্গালবাড়ি। প্রতিদিন এই স্টেশন থেকে গড়ে দেড় হাজার যাত্রী যাতায়াত করেন। কিন্তু এখানে শুধু পাঁচজোড়া লোকাল ট্রেন দাঁড়ায়। কলকাতাগামী দুই জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেন- রাতের রাধিকাপুর-কলকাতা এবং সকালের রাধিকাপুর-হাওড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপ নেই বাঙ্গালবাড়ি স্টেশনে। পূর্বের সাংসদ দীপা দাশমুন্সি থেকে শুরু করে মহম্মদ সেলিম, দেবশ্রী চৌধুরী ও বর্তমান সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের কাছে দীর্ঘদিন ধরেই ওই দুই ট্রেনের স্টপ দাবি করে আসছেন স্থানীয়রা। কিন্তু সেই দাবি আজও পূরণ হয়নি। নিরুপায় যাত্রীদের প্রায় ১৭ কিলোমিটার সড়কপথ অতিক্রম করে রায়গঞ্জ কিংবা কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে ট্রেন ধরতে হচ্ছে।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যাত্রীদের দাঁড়ানোর জন্য ন্যূনতম শেডও নেই। নেই শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা। যাত্রী প্রতীক্ষালয় থাকলেও ব্যবহারের অযোগ্য। স্থানীয় বাসিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের এসসি-এসটি সেলের হেমতাবাদ ব্লক নেতা সুনীল বর্মন বলেন, 'কলকাতাগামী ট্রেন দাঁড়ানোর জন্য দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানানো হচ্ছে। কিন্তু হেমতাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রের একমাত্র স্টেশনে এত বছর পরও সংশ্লিষ্ট ট্রেনের স্টপ দেওয়া হল না।' বাঙ্গালবাড়ি স্টেশন থেকে লোকাল ট্রেনে প্রায় ১১ কিমি দূরত্বে রায়গঞ্জ কিংবা কালিয়াগঞ্জ স্টেশনে পৌঁছে কলকাতাগামী ট্রেন ধরতে হচ্ছে তাঁদের। অথচ এই স্টেশন দিয়েই ট্রেনগুলি যাতায়াত করে। স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা বাঙ্গালবাড়ি রেলস্টেশন কমিটির বোর্ড সদস্য বকুল বর্মন বলেন, 'হাওড়া ও কলকাতাগামী ট্রেন দাঁড়ালে স্থানীয় যাত্রীদের যাতায়াতে অনেক সময় বাঁচত। বিষয়টি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পালের নজরে আনা হয়েছে।'

বাঙ্গালবাড়ি স্টেশন

এদিকে, বাঙ্গালবাড়িতে এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপের দাবিতে সিপিএম নেতৃত্ব রেল কমিটি গঠন করে আন্দোলনে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দলের জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য উত্তম পাল বলেন, 'হেমতাবাদ এরিয়া কমিটি রেলযাত্রীদের নিয়ে কমিটি গড়ে আন্দোলনে নামবে। এক্সপ্রেস ট্রেন না থামায় প্রতিদিন পাঁচটি অঞ্চলের কয়েকশো যাত্রীকে রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জে ছুটতে হয়।' এদিকে সাংসদ জানান, তিনি দিল্লিতে রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টুর সঙ্গে দেখা করে দুটি এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপের জন্য লিখিত আবেদন জানিয়েছেন। প্রতিমন্ত্রী বিষয়টি দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

রেকর্ড মধু উৎপাদনের আশা গৌড়বঙ্গে

সিদ্ধার্থশংকর সরকার

পুরাতন মালদা, ১৪ ডিসেম্বর : গৌড়বঙ্গ অঞ্চলে এই বছর মধু উৎপাদনের ক্ষেত্রে রেকর্ড গড়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় মধুচাষিরা জোরকদমে উৎপাদন প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। পুরাতন মালদা বি কিপিং অ্যান্ড হানি প্রসেসিং ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটির কর্মকর্তারা আশা করছেন, গত বছরের তুলনায় এবার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে।

সোসাইটির সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর গৌড়বঙ্গ থেকে প্রায় ২০ টন মধু উৎপাদন হয়েছিল। কিন্তু চলতি বছর আবহাওয়ার পূর্বাভাস এবং বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করে সোসাইটির কর্মকর্তারা প্রায় ২৫ থেকে ৩০ মেট্রিক টন মধু উৎপাদনের সম্ভাবনা দেখছেন।

চলতি বছর আবহাওয়া ভালো থাকায় মধুচাষিরা জোরকদমে প্রস্তুতি শুরু করেছেন। এই মরশুমের প্রধান ফসল অর্থাৎ সর্ষে ফুলের মধু সংগ্রহের দিকেই মূলত তাকিয়ে থাকেন তাঁরা। মালদা, উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর- এই তিন জেলা থেকে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণে মধু সংগ্রহ হয়।

মৌমাছিপালকরা মধু সংগ্রহ করে এই সোসাইটির মাধ্যমে বিক্রি করে মুনাফা লাভ করেন। এই কারণে মৌমাছির বাক্স এবং অন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর জন্য তাঁরা এখন গৌড়বঙ্গ হানি প্রসেসিং ইউনিটে ভিড় করছেন। সেখান থেকে মৌমাছির সিট (মৌমাছির কলোনি) সহ যাবতীয় পরিকাঠামো সংগ্রহ করছেন তাঁরা।

কালিয়াচকের এক অভিজ্ঞ মধুচাষি সোহেল রানা, পুরাতন মালদার বি কিপিং অ্যান্ড হানি প্রসেসিং ক্লাস্টার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো সংগ্রহ করেন। তাঁর কথায়, 'আবহাওয়া এবার খুবই ভালো আছে। আমরা প্রতি বছরই যাবতীয় পরিকাঠামো সোসাইটির মাধ্যমে সংগ্রহ করি। এবার কুয়াশার কোনও দেখা নেই। ফলে সর্ষে ফুল যেমন ভালো হবে, তেমনি মধুও ভালো সংগ্রহ হবে। এ বছর আমরা দেড়শোটি বাক্স রেডি করেছি। এর জন্য প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে।'

সোসাইটির ম্যানেজার প্রসেনজিৎ পাহাড়িয়াও মধু উৎপাদনের ব্যাপক সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী। তিনি বলেন, 'এই বছর আবহাওয়া খুব ভালো রয়েছে। যে কারণে গৌড়বঙ্গজুড়ে মধুর ব্যাপক উৎপাদন হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে মৌমাছিপালকরা তাঁদের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন। আমরাও ভালো উৎপাদন নিয়ে আশাবাদী। এবছর প্রায় ২৫-৩০ মেট্রিক টন মধু উৎপাদন হবে।'

অনুকূল আবহাওয়া, বিশেষত কুয়াশার অনুপস্থিতি, সর্ষে ফুলকে স্বাস্থ্যকর করে তুলেছে, যা এই বছর রেকর্ড মধু উৎপাদনে সহায়ক হবে বলে মনে করছে কৃষি ও শিল্প মহল।

গৌড়বঙ্গ হানি প্রসেসিং ইউনিটে শিশিবন্দি হচ্ছে মধু।

মেট্রোর নিয়ম

জোর করে মেট্রোর দরজা বন্ধে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে অভিযুক্তকে জরিমানা করবে মেট্রো কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি সঙ্গীর অপেক্ষায় এক তরুণীর মেট্রো দাঁড় করিয়ে রাখার ভিডিও ভাইরাল হতেই এই পদক্ষেপ।

আতঙ্কে মৃত্যু

এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু হল নদিয়ার বাসিন্দা সুশান্ত বিশ্বাসের। বয়স ষাটোর্ধ্ব। পরিবারের অভিযোগ, ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠানোর ভয়ে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।

বিবাহিত পাত্র

কনে বিয়ের জন্য তৈরি থাকলেও বরের দেখা নেই। পাত্রের খোঁজে বাড়ি যেতেই দেখা গেল পাত্র বিবাহিত। সন্তানও রয়েছে। উত্তরপাড়া থানায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করলেন পাত্রী।

হার উদ্ধার

মুখ্যমন্ত্রীর কৃষ্ণনগরের সভা থেকে ছিনতাই হওয়া তিন মহিলার সোনার হার উদ্ধার করল পুলিশ। মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। ভিন রাজ্যের একটি ছিনতাইবাজ দলের এই কাজ বলে জানিয়েছে পুলিশ।

দো মস্তানে চলে জিন্দেগি বানানে... *নদিয়ায় রবিবার। ছবি : পিটিআই*

যোগ্যদের ফেরাতে উদ্যোগী এসএসসি

পুরোনো চাকরি বা বিকল্প পথের খোঁজ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : 'যোগ্য' চাকরিহারাদের চাকরি ফেরানোর পরিকল্পনা চলছে বলে আগেই জানিয়েছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবুজ সংকেত পেলে তবেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যেই নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে। দুটি তালিকা মিলিয়ে ক'জন 'যোগ্য' চাকরিহারা নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ পেলেন না, তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। এসএসসি সূত্রে খবর, আইনি জটিলতা কাটিয়ে 'যোগ্য'দের পুনর্বহালের জন্য বিকল্প রাস্তা খোঁজার চেষ্টা চলছে। পুরোনো চাকরিতে ফেরানোর পাশাপাশি বিকল্প নিয়োগের ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই নিয়েও পর্যালোচনা চলছে। তবে এসএসসি কর্তাদের মত, আদালতের নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করা হবে।

সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়সীমা বাড়ানোর জন্য আবেদন জানিয়েছে শিক্ষা দপ্তর। প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, একাদশ-দ্বাদশ ও নবম-দশমের চূড়ান্ত মেধা তালিকা আগামী বছরের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ মার্চ প্রকাশ করবে এসএসসি।

একনজরে

- এসএসসি প্রস্তাবিত নিয়োগসূচিতে আদালত অনুমতি দিলে নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে আগামী বছরের মার্চ মাসে
- নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশ মিলিয়ে ইন্টারভিউয়ের তালিকায় ৫০ শতাংশের বেশি 'যোগ্য' চাকরিহারা
- নথি যাচাই করে যোগ্যতা খতিয়ে দেখার কাজ চলছে
- নতুন তৈরি শূন্যপদে 'যোগ্য'দের সুযোগ দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে

২০২৬ সালের ১৫ জানুয়ারি ও ৩০ মার্চ যথাক্রমে একাদশ-দ্বাদশ ও নবম-দশমের প্রথম পর্যায়ের কাউন্সেলিংয়ের দিন ধার্য করার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে। আদালত এই নিয়োগ সূচিতে অনুমতি দিলে সম্পূর্ণ নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ হবে আগামী বছরের মার্চ মাসে। নতুন ও পুরোনো চাকরিপ্রার্থীদের দুশ্চিন্তা, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় এতদিন সময় লেগে গেলে আবার কোনও আইনি জটিলতা তৈরি হতে পারে। 'যোগ্য' চাকরিহারাদের প্রশ্ন, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁদের চাকরির মেয়াদ যদি না বাড়ানো হয়, তাহলে পরবর্তী তিন মাস তাঁদের সংসার চলবে কীভাবে? শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, 'যোগ্য'দের অসুবিধার দিকগুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে সব থেকে বেশি সময় লাগবে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে। চাকরিহারা গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি কর্মীদের উদ্বেগ, এমনিতেই ৯ মাস তাঁরা বেতনহীন। এরপর বেতন না পেলে তাঁদের চলবে কীভাবে? স্কুল শিক্ষা কমিশনার, স্কুল শিক্ষা সচিব ও এসএসসির চেয়ারম্যানকে 'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীদের শীঘ্রই বেতন চালু করার জন্য আবেদন জানিয়ে চিঠি দিয়েছে অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন।

নবম-দশম ও একাদশ-দ্বাদশ স্তরের ইন্টারভিউয়ের তালিকায় কতজন 'যোগ্য' চাকরিহারা সুযোগ পেয়েছেন, তা খতিয়ে দেখতে বারবার নথি যাচাই করছে এসএসসি। খতিয়ে দেখা হচ্ছে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতাও। কমিশন সূত্রে খবর, দুটি স্তর মিলিয়ে ৫০ শতাংশের বেশি 'যোগ্য' চাকরিহারারা ইন্টারভিউতে সুযোগ পেয়েছেন। তবে 'যোগ্য' চাকরিহারাদের দাবি, বিজ্ঞান ও কলা বিভাগের বিষয়গুলি মিলিয়ে নবম-দশমে বাদ গিয়েছে প্রায় ২৫০০ জন চাকরিহারা। নথি যাচাইয়ের পর যেসব 'ভুয়ো' আবেদন বাতিল করা হবে, সেইসব শূন্যপদ মিলিয়ে অবিলম্বে দ্বিতীয় ইন্টারভিউয়ের তালিকা প্রকাশ করার দাবি জানাচ্ছেন তাঁরা।

ব্রিজ কোর্স নিয়ে কোর্টে শিক্ষকরা

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : সম্প্রতি একাধিক জটিলতা কাটিয়ে সারা দেশের ইনসার্ভিস বিএড ডিগ্রি প্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য ৬ মাসের ব্রিজ কোর্স চালু করল ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ওপেন স্কুলিং (এনআইওএস)। রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষকদের অভিযোগ, এবারের কোর্সের খরচ আগের তুলনায় অনেক বেশি। এমনকি ইংরেজি ও হিন্দি মাধ্যম ছাড়া কেন পাঠ্যক্রম পরিচালিত হবে না, সেই নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষকরা। এই বিষয়ে ইতিমধ্যেই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। হাইকোর্টে এই বিষয়ে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিচারপতি বিভাস পট্টনায়েকের একক বেঞ্চে মামলাটির শুনানির দিন ধার্য করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন মামলাকারীরা।

ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর টিচার এডুকেশনের (এনসিটিই) গাইডলাইন অনুযায়ী, নিয়োগের পর দু'বছরের মধ্যে ব্রিজ কোর্স করা বাধ্যতামূলক। নয়তো শিক্ষকদের চাকরি নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে। তবে ২০২১ সালে প্রাথমিকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের অভিযোগ, ২ বছর পেরিয়ে গেলেও রাজ্য সরকার ও এনসিটিই কেউই তাঁদের জন্য ব্রিজ কোর্সের ব্যবস্থা করায়নি। এই বিষয়ে দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর সম্প্রতি ২০১৮ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত প্রাথমিকে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের জন্য কোর্স চালু করার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। শিক্ষক সুখেন মণ্ডলের অভিযোগ, 'যখন বাংলা ভাষায় পড়ুয়াদের পড়াব, তখন আমাদের জন্য বাংলা মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা কেন রাখা হয়নি? জরুরি অবস্থার জন্য সাপ্লিমেন্ট পরীক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। তাছাড়া সেলফ ডিক্লারেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের তথ্য দেওয়ার জায়গাতেও কিছু ভুল আছে। তা সংশোধন করা উচিত।

> যখন বাংলা ভাষায় পড়ুয়াদের পড়াব, তখন আমাদের জন্য বাংলা মাধ্যমে পাঠ্যক্রমের ব্যবস্থা কেন রাখা হয়নি? জরুরি অবস্থার জন্য সাপ্লিমেন্ট পরীক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে। তাছাড়া সেলফ ডিক্লারেশনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের তথ্য দেওয়ার জায়গাতেও কিছু ভুল আছে। তা সংশোধন করা উচিত।
>
> **সুখেন মণ্ডল**

শুভেন্দুর আস্ফালনে বাড়ছে শুনানি-আতঙ্ক

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : পুনরায় তথ্য যাচাই করার তালিকা ক্রমশই দীর্ঘতর হচ্ছে। তার সঙ্গে বাড়ছে 'শুনানি আতঙ্ক'। শুক্রবার প্রায় ১ কোটি ৭০ লক্ষের সন্দেহজনক নামের তালিকা যাচাই করার জন্যে পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ৪৮ ঘণ্টায় তা আরও ৫ লক্ষ বাড়ল। স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত এ কথা জানিয়েছেন। তথ্য যাচাইয়ের তালিকা বাড়লেও খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই এইসব যাচাইয়ের কাজ চূড়ান্ত করতে হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে কমিশন। স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন ইআরও এবং বিএলওরা। এরই মধ্যে বিজেপি এদিন দাবি করেছে, কমিশন বা সরকারি হিসেব নয়, দলীয় সূত্রে তাদের কাছে যে তথ্য রয়েছে তাতে শুনানিতে ডাকা হতে পারে প্রায় ২ কোটি মানুষকে।

এনুমারেশন ফর্ম জমা পড়ার ভিত্তিতে মৃত, স্থানান্তরিত, ডুপ্লিকেট এবং ভুয়ো ভোটার হিসেবে ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি নাম ভোটার তালিকা থেকে সরাসরি বাদ পড়েছে। এর বাইরে আনম্যাপড হিসেবে ছিল ৩০ লক্ষ।

এই পরিস্থিতিতে গত শুক্রবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সার্ভারে সংগতিহীন ভোটার হিসেবে আরও ১ কোটি ৭০ লক্ষের একটি তালিকা পুনরায় যাচাই করবার জন্যে সিইওর কাছে পাঠান। কমিশনের সেই তালিকা সেই দিনই পাঠিয়ে দেওয়া হয় সংশ্লিষ্ট জেলা শাসক ও ইআরওদের কাছে। জরুরি ভিত্তিতে সেই তালিকা যাচাইয়ের মধ্যেই ফের আরও ৫ লক্ষের তালিকা পুনরায় যাচাই করার জন্যে পাঠিয়েছে কমিশন।

সিইও দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, এটাই শেষ নয়, আগামী ১৫ তারিখ পর্যন্ত এটা চলতেই থাকবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে ১৫ তারিখ রাত ১২টার মধ্যে এই সমস্ত তথ্য যাচাই ও তার অডিট সেরে ফেলতে হবে কমিশনকে। বর্তমানে এই সময়ের বিষয়টিই ভাবাচ্ছে সিইও দপ্তরকে। যদিও সুব্রত গুপ্তের দাবি, তথ্য যাচাইয়ের পর ইআরওরা রিপোর্ট কমিশনে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই তার অডিটও করা হচ্ছে। পড়ে থাকার কোনও ব্যাপার নেই।

বিজেপির এসআইআর বিভাগের দাবি, পুনরায় তথ্য যাচাইয়ের জন্যে কমিশনের পাঠানো তালিকা অন্তত ২ কোটি হতে পারে। যদিও ওই কর্তার দাবি, এই হিসেব একান্তই তাঁদের দলগত সূত্রে। এর সঙ্গে কমিশন বা সরকারের কোনও যোগ নেই। তবে বিজেপি যোগ নেই বলে দাবি করলেও সন্দেহের বৃত্তে থাকা ভোটার তালিকা যে আরও বাড়বে এমনটাই মনে করছে কমিশনও।

এই সূত্রেই এদিন ব্যারাকপুরে দলীয় সভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'এ তো সবে সকাল। তাতেই ৬০ লক্ষ বাদ। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতে সভা করব। দেখবেন তালিকায় মৃত নেই, ভুয়ো নেই, ডাবল এন্ট্রি নেই, বাংলাদেশি নেই। তবে হিন্দুরা থাকবেন। হিন্দু শরণার্থীরা থাকবেন।'

১৬ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হওয়ার কথা। অন্যদিকে, এবার ইভিএম ফার্স্ট চেকিংয়ের জন্য ভিন রাজ্য থেকে আনা হল পাঁচ নোডাল অফিসারকে।

চলতি সপ্তাহে বিজেপির রাজ্য কমিটির জল্পনা

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : চলতি সপ্তাহেই বিজেপির রাজ্য কমিটি ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা আবারও উজ্জ্বল হল। সূত্রের খবর, ২০ নভেম্বর রাজ্য কমিটি চূড়ান্ত হয়ে গেলেও আনুষ্ঠানিকভাবে তার ঘোষণা স্থগিত রাখে দিল্লি। সর্বভারতীয় সভাপতির নাম ঘোষণার পরেই রাজ্য কমিটি ঘোষণা করা হবে, রাজ্যের বিজেপি নেতৃত্বকে সেটাই জানিয়ে দেন নাড্ডা। রবিবার সর্বভারতীয় কার্যকরী সভাপতি হিসেবে নীতিন নবীনের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার পর তাই রাজ্য কমিটির ঘোষণা আসন্ন বলেই মনে করছে রাজ্য বিজেপি। রাজ্য সভাপতি ঘনিষ্ঠ এক নেতার মতে, আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে রাজ্য কমিটি ঘোষণা হবে। এদিনই দিল্লি থেকে কলকাতায় ফিরেছেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

অনেক টানাপোড়েনের পর গত অগাস্টে রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছিলেন শমীক। কথা ছিল, মাস খানেকের মধ্যেই নতুন রাজ্য কমিটি তৈরি হয়ে যাবে। কিন্তু পাঁচ মাস কেটে গেলেও রাজ্য কমিটিতে সিলমোহর পড়েনি। এই দীর্ঘসূত্রিতার পিছনে কখনও দলের গোষ্ঠীকোন্দল, কখনও বা দল ও সংঘের মধ্যের টানাপোড়েন সামনে এসেছে। যদিও রাজ্য সভাপতির মতে, দলের বিভিন্ন অংশের প্রতিনিধিত্ব যাতে সঠিকভাবে থাকে তা সুষ্ঠুভাবে করতেই কিছুটা সময় লেগেছে। তবে ঘোষণার ব্যাপারটা একেবারেই কেন্দ্রের ওপর নির্ভর করে।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই টানাপোড়েন শুধু রাজ্য স্তরেই নয় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও। সংঘ ও দলের টানাপোড়েনে মেয়াদ উত্তীর্ণ নাড্ডার উত্তরসূরি খুঁজতে মোদি-শা'র সময় লাগল দেড় বছরেরও বেশি। তারপরেও নীতিনের পদপ্রাপ্তি কার্যকরী সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে। যদিও বিজেপিতে এটা নতুন নয়। অমিত শা'র উত্তরসূরি হিসেবে নাড্ডা যখন দায়িত্ব পেয়েছিলেন তা ছিল কার্যকরী সভাপতি হিসেবে।

প্রতিবিম্ব... *নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।*

চিকিৎসার পর হবে পথকুকুরের নির্বীজকরণ

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী চলতি মাসে পথ কুকুরদের নির্বীজকরণ কর্মসূচি শুরু করেছে কলকাতা পুরসভা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্ধার করা পথ কুকুরদের মধ্যে অপুষ্টি, চর্মরোগ সহ সংক্রমণজনিত একাধিক অসুখ দেখা যাচ্ছে। তাই নির্বীজকরণের আগে পথ কুকুরদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও পরিচর্যার সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা। উদ্ধার করা পথ কুকুররা অসুখে ভুগলে তাদের অন্তত ৭ দিন ডগ পাউন্ডে রাখা হবে। চিকিৎসার পর সুস্থ হলে তাদের নির্বীজকরণ করা হবে।

কলকাতায় মোট পথ কুকুরদের সংখ্যা নিয়ে নির্দিষ্ট সরকারি তথ্য নেই। পুরসভার অনুমান, শহরে বর্তমানে ৮০ হাজারের বেশি পথ কুকুর রয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডগ পাউন্ডে রেখে কুকুরদের প্রথমে শারীরিক অবস্থা খতিয়ে দেখা

হবে। কোনওরকম স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা না থাকলে তাদের সরাসরি নির্বীজকরণের জন্য অস্ত্রোপচার করা হবে। তারপর সুস্থ হয়ে উঠলে তবেই তাদের পুরোনো এলাকায় ফিরিয়ে দেওয়া হবে। অসুস্থ পথ কুকুরদের চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ সুস্থ করার দায়িত্ব নেবে পুরসভা। মূলত সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে মান্যতা দিয়ে পথকুকুর ও নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই কর্মসূচি জোরদার করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই নির্বীজকরণ কর্মসূচির জন্য বিশেষ তহবিল বরাদ্দ করেছিল কয়েক বছর আগে। এবার অবশ্য ওই তহবিলের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে না। কলকাতা পুরসভা নিজেদের খরচে সম্পূর্ণ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন করছে। ইতিমধ্যেই পুরসভা শহরের ৪৮৭টি স্থান চিহ্নিত করেছে। সেখানে নাগরিকরা পথ কুকুরদের খাবার দিতে পারবেন নির্দিষ্ট সময়ে। এর ফলে পথ কুকুর নিয়ে নাগরিকদের ক্ষোভ কিছুটা হলেও কমবে বলে আশা করছেন পুরসভার কর্তারা। একইসঙ্গে নির্বীজকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে পথ কুকুরদের সংখ্যা অতিরিক্ত হারে বৃদ্ধির সমস্যাকেও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

পিকনিকে পার্কিং ফি মাইথনে

মাইথন, ১৪ ডিসেম্বর : এবার মাইথনে গাড়ি নিয়ে পিকনিক করতে এলে দিতে হবে পার্কিং ফি।

মাইথন জলাধারের থার্ড ডাইক, ফায়ারিং রেঞ্জ, সিদাবাড়ি এবং সুলেমান পার্কের মতো পিকনিক স্পট এবার থেকে পিকনিক করতে এলে দিতে হবে এই ফি। রবিবার থেকে এই ফি কার্যকর করা হয়েছে।

কী হারে পার্কিং ফি নেওয়া হবে, তা উল্লেখ করে লাগানো হয়েছে ফ্লেক্স। বলা হয়েছে বড় বাস ২৫০ টাকা, মিনি বাস ২০০ টাকা, চারচাকা ১৫০ টাকা ও অটো/টোটো ৫০ টাকা নেওয়া হবে। এছাড়াও পিকনিক স্পটে পরিষ্কার করার নামে নেওয়া হচ্ছে ৫০/১০০ টাকা। এই ব্যাপারে সালানপুরের বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাস বলেন, প্রতি বছরের ন্যায় এই বছরও মাইথনে পর্যটকদের জন্য কিছু নিয়ম তৈরি করা হয়েছে।'

তৃণমূল নেতার দেহ উদ্ধার

বোলপুর, ১৪ ডিসেম্বর : তৃণমূলের প্রাক্তন বুথ সভাপতির রহস্যজনক মৃত্যুকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পরিবারের অভিযোগ, খুন করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে। মৃতের নামা মদন লোহার (৫০)। বাড়ি কঙ্কালীতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঢোলটিকুড়ি গ্রামে। তিনি প্রাক্তন তৃণমূল বুথ সভাপতি ছিলেন। শনিবার সন্ধ্যা থেকে নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সকালে গ্রামের মাঠ থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হতেই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

পরিবারের অভিযোগ, মদনকে পরিকল্পিতভাবে খুন করা হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই মৃত্যুর পিছনে কোনও রাজনৈতিক শত্রুতা, না ব্যক্তিগত আক্রোশ, তা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হবে।

ন্যাজাটে পুলিশের জালে আরও এক

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : ন্যাজাট কাণ্ডে পুলিশের জালে ঘাতক লরির স্থায়ী খালাসি গোলাম হোসেন মোল্লা। শেখ শাজাহান মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে ধাক্কা মারার ঘটনায় এই নিয়ে ধৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩। যদিও এখনও ট্রাকচালক অধরাই রয়েছেন।

রবিবার গোলামকে হাসনাবাদ থানার খরমপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। ট্রাকের খোঁজখবর নিয়ে গোলামের কথা জানতে পারে পুলিশ। এরপর থেকে গোলামের মোবাইল টাওয়ার লোকেশনে নজর রেখে তাঁকে পাকড়াও করা হয়।

গোলামের মা সাহেলা বিবি বলেন, 'ঘটনার দিন গাড়িতে যায়নি গোলাম। ও এলাকাতেই ছিল না।' গোলামকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করানো হলে ৮ দিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। ঘটনার দিন গোলাম ট্রাকে ছিল কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

শনিবারই রাহুল কুন্দুস শেখ ও উত্তম সর্দারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, ঘটনার দিন ভোলানাথের গাড়ি অনুসরণ করছিলেন রুহুল। দুর্ঘটনার পর রুহুলের গাড়িতেই পালায় অভিযুক্ত ট্রাকচালক। বাইকে ভোলানাথের গাড়ি অনুসরণ করার ফুটেজ পুলিশের হাতে এসেছে। জানা গিয়েছে, এই রুহুল মোবাইল সারানোর কাজ করেন। তবে এফআইআর-এ তাঁর নাম ছিল না।

এক পায়েই জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সমান সাবলীল

রিমি শীল

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার জাঞ্জিবার। ১৩০০০ ফুট উচ্চতায় বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ার সময় মুহূর্তের মধ্যে তাঁর মনে হয়েছিল, বুঝি আর ফেরা হবে না। তবে মাটিতে পা রাখতেই গুরু জয়কিষানকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'জাতীয় পতাকার মান রাখতে পারলাম।' এক পায়েই একে একে জল, স্থল, আকাশ জয় করেছেন উদয় কুমার। প্রথম ভারতীয় বিশেষভাবে সক্ষম হিসেবে এক পায়ে শৃঙ্গ জয় করে চলতি বছরেই রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছ থেকে তেনজিং নোরগে পুরস্কার পেয়েছেন দমদমের উদয়। তাঁর অদম্য ইচ্ছে শক্তির কাছে হার মেনেছে প্রতিবন্ধকতা। তবে সমাজের থেকে শুধু পেয়েছেন সমালোচনার গ্লানি। এখন তাঁর লক্ষ্য মাউন্ট এভারেস্টের শৃঙ্গে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলা, 'আমি প্রতিবন্ধী নই।'

২০১৫ সালে কারখানার কাজ সেরে আগরপাড়া স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন উদয়বাবু। ট্রেন দুর্ঘটনায় ওই দিনই হারিয়েছিলেন একটি পা। ওই দিনটির কথা এখনও ভুলতে পারেন না তিনি। আর্থিক অনটন, শারীরিক প্রতিবন্ধকতায় এক সময় আত্মহত্যার চেষ্টাও করেছিলেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বললেন, 'অপারেশন শেষে চিকিৎসক যখন জানালেন, আমার একটি পা নেই। তারপর সমাজ বার বার বলত, আমি তো অকেজো হয়ে গিয়েছি। তখন মৃত্যুই শেষ পথ মনে করেছিলাম। তবে পরিবার, সন্তানের মুখ চেয়ে ফিরে এসেছি।' ৩৫ বছর বয়সি উদয় ইতিমধ্যেই বিহার, ঝাড়খণ্ড, কলকাতা, দিল্লি, ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ সহ প্রায় ১৮টি রাজ্যে ৯০টি ম্যারাথনে দৌড়েছেন। সেই রাজপথ থেকে লক্ষ্য তাঁর আরও উচ্চে। দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৩৪১ ফুট উঁচু কিলিমাঞ্জারো, ১৩০০০ ফুট উচ্চতা থেকে স্কাই ডাইভিং, দার এস সালামে ৩৫০০০ ফুট ওপেন আন্ডার ওয়াটারে স্কুবা ডাইভিং করে রেকর্ড গড়েছেন তিনি। বেঙ্গালুরুতে ম্যারাথনে ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ১০ কিলোমিটার, কলকাতা ও রাঁচিতে ৩ ঘণ্টা ৪০ মিনিটে ২১ কিলোমিটার দৌড়েও রেকর্ড রয়েছে তাঁর। মহিলা ক্যাটিগোরিতে প্রথম ভারতীয় বিশেষভাবে সক্ষম হিসেবে তেনজিং নোরগে পুরস্কার পেয়েছিলেন অরুণিমা সিনহা। এবছর পুরুষ ক্যাটিগোরিতে তিনি পেয়েছেন। বললেন, 'যুবকল্যাণ দপ্তর থেকে যখন ফোন পেয়েছিলাম, খুশির সীমা ছিল না। এই অভিযানে প্রতিরক্ষামন্ত্রক থেকেও সহায়তা পেয়েছি।'

ভবিষ্যতে এভারেস্ট জয়ের লক্ষ্য উদয় কুমারের। সংবাদচিত্র।

দমদমের ২ নম্বর ওয়ার্ডের সেভেন ট্যাংকস হরেকৃষ্ণ শেঠ লেনের ভাড়া বাড়ি উদয়ের ঠিকানা। স্ত্রী ও তিন সন্তান নিয়ে তাঁর পরিবার। সকালে ঘুম থেকে উঠে টালা পার্কে ঘণ্টা দুয়েক শরীর চর্চা, তারপর ওই এক পায়ে দোকানে দোকানে ঘুরে রং বিক্রির কাজ করেন তিনি। এখনও মেলেনি সরকারি সহায়তা। তাঁর আক্ষেপ, 'বাবা ছোট্ট একটি সেলুনে কাজ করতেন। ২০১৩ সালে তিনি প্রয়াত হন। ২০১৭ সালে আমার দুর্ঘটনার খবর শুনে মায়ের স্ট্রোক হয়। আসলে মাথার ওপর কোনও ছায়া নেই। স্থানীয় বিধায়ক, কাউন্সিলারকে জানিয়েও কোনও সহায়তা পাইনি।' ২০২৫ সালের ৭ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি ভবনের একই মঞ্চে সম্মান পেয়েছিলেন অলিম্পিকের পদকজয়ী মনু ভাকের, প্যারা অলিম্পিকসের সোনাজয়ী জ্যাভলিন থ্রোয়ার নভদীপ সিংরা। তাঁর দাবি, 'সকলেই সরকারি চাকরি পেল, সহায়তা পেল, কিন্তু আমার কপাল খারাপ।' বর্তমানে লাদাখে পর্বতারোহণের তোড়জোড় চলছে তাঁর। তবে সংসার চালিয়ে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যেও স্বপ্ন দেখছেন উদয়। এভারেস্ট জয় করেই সামাজিক বেড়াজাল কাটাতে চাইছেন তিনি।

সম্পাদকীয়

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০৬ সংখ্যা, সোমবার, ২৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

শুনানির উদ্বেগ

পশ্চিমবঙ্গের খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের নির্ধারিত দিন আগামী মঙ্গলবার। মনে হচ্ছে যেন পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোবে। অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় রাজ্যবাসী। খসড়ায় ভুল থাকলে সংশোধনের সুযোগ আছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ভয়, তালিকায় আদৌ নাম থাকবে তো? গত ৪ নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছিল ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)। শেষ হয়েছে ১১ ডিসেম্বর।

পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর সময়সীমা সাতদিন বাড়ানো হয়েছিল। অন্যান্য রাজ্যে সময়সীমা আরও বাড়ানো হলেও এরাজ্যে আর বাড়ানো হয়নি। গত কয়েকদিন ধরে সর্বত্র আলোচ্য বিষয় একটাই- এরাজ্যে শেষমেশ কত নাম বাদ যাচ্ছে? নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, মৃত, অনুপস্থিত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ধরে মোট ৫৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৮৫১ নাম বাদ যাবে।

এর মধ্যে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র ভবানীপুরে ৪৪৭৮৭ ও বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কেন্দ্র নন্দীগ্রামে ১০৫৯৯ জন ভোটার। এসআইআর শুরুর আগে পশ্চিমবঙ্গের ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৬৭ লক্ষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এরাজ্যে একজনের নাম বাদ গেলেও তিনি ধর্নায় বসবেন। বাদ পড়া নাম ফের অন্তর্ভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি ধর্না চালিয়ে যাবেন।

খসড়া থেকে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ- পাক্কা দুটো মাস তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নিজের এলাকায় তিনি মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী যখন বিভিন্ন হুঁশিয়ারি দিয়ে যাচ্ছেন, অন্যদিকে তখন উলটো সুর শুভেন্দুর গলায়। এসআইআর শুরুর আগে তিনি বাংলায় লক্ষাধিক নাম বাদ যাবে বলে হুমকি দিতেন। রাজ্য বিজেপির বহু নেতা একই কথা বলতেন।

তালিকা থেকে মৃত বা ভুয়ো ভোটার বাদ গেলে কারও কিছু বলার থাকার কথা নয়। কিন্তু প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ পড়লে যে সমস্যা হবে, তার আভাস স্পষ্ট। এসআইআর ফর্ম পূরণে মানুষের হিমসিম দশা হয়েছে। কথা ছিল, বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফর্ম দিয়ে আসবেন বিএলও-রা। ফর্মপূরণ নিয়ে ভোটারদের যাবতীয় প্রশ্নের উত্তর তাঁরা দেবেন। শেষে বাড়ি থেকে ফর্ম সংগ্রহও করবেন তাঁরা। বাস্তবে রাজ্যের বহু জায়গায় বিএলও-দের কাঠপুতলি সাজিয়ে পুরো ব্যাপারটার দখল নেয় তৃণমূল।

বহু কেন্দ্রে এসআইআর প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে ওয়ার্ড অফিস বা তৃণমূলের পার্টি অফিস থেকে। ফলে বিশেষ করে প্রবীণ নাগরিকদের যথেষ্ট ভোগান্তি হয়েছে। কমিশনের ভূমিকা ছিল ঠুঁটো জগন্নাথের মতো। এরপর আছে কমিশনের শুনানি পর্ব। কমিশন কিছু বলার আগে শুভেন্দু বলে চলেছেন, শুনানিতে ডাকা হবে অন্তত দেড় কোটি মানুষকে।

স্বভাবতই শুনানি নিয়ে চরম উদ্বেগে রয়েছেন অনেক মানুষ। ২০০২ সালের তালিকার সঙ্গে যাঁদের সবকিছু মিল আছে, তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ নেই। দুশ্চিন্তায় আছেন তাঁরা, যাঁদের কিছু না কিছু ভুল রয়েছে বা পরিবর্তন হয়েছে। কমিশন শুনানিতে কাউকে তলব করলে যেতে তাঁকে হবেই। ফর্ম তোলা ও জমা পর্ব পাড়াতেই হয়েছে। কিন্তু শুনানির জন্য যেতে হবে জেলা শাসক, এসডিও বা বিডিও'র অফিসে। এখানেই সমস্যা।

১৫/২০ বছর আগেও ভোটার তালিকার সংশোধন বা অন্য কোনও দরকারে লোকে সারাদিন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতেন। কিন্তু এখন প্রত্যেকেরই সময় কম। বাড়ি থেকে বহু দূরে সারাদিন লাইনে দাঁড়ানোর মানসিকতাও এখন অনেকের নেই। রাজ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের শুনানি হওয়ার কথা। বিভিন্ন সময়ে সংখ্যাটা বিভিন্ন রকম শোনা যাচ্ছে। তবে ৪০-৫০ লক্ষের কম হবে না।

ফলে প্রশ্ন এখন একটাই- নির্দিষ্ট সময়ে এত মানুষের শুনানি ঠিকঠাক শেষ হবে তো? উদ্বেগের পাশাপাশি বিরক্তি বাড়ছে মানুষের। সকলে এখন যেন এই ভোগান্তি শেষ হলে বাঁচেন!

অমৃতধারা

আত্ম-অনুসন্ধান বেদান্তের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে প্রত্যেক বৈদান্তিককে তন্নতন্ন করে, নিজেকে ছিন্নভিন্ন করে, মনকে ব্রহ্মসমুদ্রে ও নিত্য ধ্যানে, বিচারে লীন করতে হবে। হারাতে হবে নিজের সব কিছুকে। সব হারিয়ে সব ফিরে পাওয়া। এ যেন সমুদ্রের গর্ভে বেপরোয়াভাবে মরণঝাঁপ। সমুদ্র ফিরিয়ে দেবে চৈতন্যময় মৃতদেহটি, অমরতার বরে ভরপুর। আত্মা না হওয়া পর্যন্ত আত্মতুষ্টির স্থান নেই এই পথে। চাই বিচার, ভক্তি, বিশ্বাস, সাহস, অদম্য কর্মশক্তি, প্রেম। সর্বসংস্কারমুক্ত মনে কাণ্ডকারখানাই-অবতারতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব। সবার প্রতি আমার শেষ কথা-সবাই সবাইকে ভালোবাসতে শেখ-প্রেম, প্রেম আর শুধুই প্রেম।

- ভগবান

মেসি-ম্যাসাকার ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মেসিপর্বে গোটা বিশ্বের কাছে আমাদের মাথা হেঁট হয়েছে। এমন লজ্জাজনক কিছু ঘটনা আমাদের চিরকলঙ্ক।

শুভময় সরকার

কলঙ্কিত ১৩ ডিসেম্বর। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে। -এএফপি

বহুদিন আগের একটি দৃশ্য মনে পড়ে গেল। সে এক ফুটবল মাঠের কাহিনী। আজকের ভাবনায় তাকে মাঠ হিসেবে ভাবা যায় কি না, সে এক প্রশ্ন বটে, তবু গল্পটা সে মাঠ নিয়েই। তখনও বর্ষাকাল সেভাবে নামেনি, জ্যৈষ্ঠের শেষদিক, প্রাক-মনসুন বৃষ্টির প্রকোপে মাঠজুড়েই ছোট-ছোট জলাশয়। তাতে কী...! সেসব দিনে চারপাশের পরিবেশটা এত গ্লোবাল হয়ে যায়নি, ফলে ওসব ভাঙাচোরা মাঠেই চলত ফুটবল টুর্নামেন্ট। রীতিমতো রঙিন জার্সিতে ক্লাবগুলো খেলতে নামত। পাশেই স্কুলবাড়ি আর মাঠটিও স্কুলের মাঠ। প্রতিবছর টুর্নামেন্টটি হত নিয়ম করে। রানিং-ট্রফি, সেরা খেলোয়াড়, কালো পোশাকের রেফারি, লাইন্সম্যান, মাঠের চারপ্রান্তে পতাকা, ব্ল্যাকবোর্ডের স্কোর, সব থাকত। অর্থাৎ আয়োজনের ত্রুটি ছিল না। আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল সাইডলাইনে উত্তেজিত দর্শক। উফফফ, সে এক টানটান উত্তেজনার দিন।

আমিও সেদিন মাঠে উপস্থিত দর্শক হিসেবে। আমার তুতোদাদাদের ক্লাব, আমিও মেম্বার সেই ক্লাবের। সেদিন আমাদের ক্লাবের সঙ্গে খেলা স্থানীয় ক্লাবের। খেলার মিনিট পনেরোর মধ্যে আমাদের ক্লাব গোল দিয়ে দিল এবং হাফ-টাইমের আগেই আরও এক, ফলে দুই-শূন্যতে এগিয়ে থাকায় আমরা প্রবল উত্তেজিত। আমার এক দাদাও সেদিন খেলছে। এই অবধি সব ঠিক আছে। গোল বাধল দ্বিতীয়ার্ধে। সেই স্থানীয় ক্লাবটি কিছুতেই আর গোল শোধ করতে পারছে না এবং মাঠের বাইরে উত্তেজনা বাড়ছে। খেলার তখন মিনিট কুড়ি বাকি, আমরা চারপাশের পরিস্থিতিতে কিঞ্চিৎ শঙ্কিত, চুপচাপ। হঠাৎ দেখলাম সাইডলাইন থেকে ভাঙা বোতল, ছাতা, ইট ফ্লাইংসসারের মতো ঢুকছে মাঠে। তার পরের দৃশ্য আরও ভয়ংকর। ভয়ার্ত চোখে দেখলাম প্রচুর মানুষ মাঠে ঢুকে পড়েছে, খেলা ভন্ডুল, আমাদের 'জাগরণী স্পোর্টিং ক্লাব'-এর খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, সমর্থক প্রায় সারেন্ডারের জায়গায়।

কাট-জাম্প। এই ঘটনার পর পেরিয়ে গিয়েছে বহু দশক। নেহাতই মফসসলি বৃত্তান্তের একটি উত্তরাধুনিক সংস্করণ দেখলাম ১৩ ডিসেম্বর, মেগাসিটি কলকাতার মেগাস্টেডিয়াম 'যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন', তথা সল্টলেক স্টেডিয়ামে। হ্যাঁ, তিনি মেসি, লিওনেল মেসি ফুটবলের ম্যাজিক দেখাতে এলেন শহর কলকাতায়, ফুটবল-মক্কা কলকাতায়। কে এই মেসি? নেহাতই একজন আন্তর্জাতিক মানের ফুটবলার? অবশ্যই, তবে তার থেকেও বেশি, কারণ মারাদোনার পর এই মাপের ফুটবলার হাতেগোনা এবং আর্জেন্টিনায় তাঁর জনপ্রিয়তার কথা ছেড়েই দিলাম, বিশ্বজুড়ে তাঁর ক্রেজ অকল্পনীয়। এরকম মাপের এক খেলোয়াড় এলেন এবং যা হবার কথা, অর্থাৎ সেই ল্যাটিন চালু বাক্যাংশে বলা যেতে পারে– ভেনি, ভিডি, ভিসি; এলেন, দেখলেন, জয় করলেন।

কিন্তু হল কই...! তার পরিবর্তে কী হল? যা হল তা এক ঘটনাই বটে। মেসিকে দেখতে না পেয়ে প্রচুর দাম দিয়ে টিকিট কাটা ফুটবলপ্রেমীরা উত্তেজিত হয়ে উঠলেন স্বাভাবিক কারণেই। শুরু হল বিশৃঙ্খলা। হাজার হাজার জলের বোতল উড়ে এল দর্শক গ্যালারি থেকে। ভাঙা হল অসংখ্য চেয়ার, তুলে নেওয়া হল কার্পেট, দর্শকের একাংশ ঢুকে পড়ল মাঠে। আমরা দূর থেকে বসে সংবাদমাধ্যমে দেখলাম, রক্তাক্ত হলাম ফুটবলপ্রেমী হিসেবে। মেসি এবং তাঁর সতীর্থ উরুগুয়ের ফুটবলার লুইস সুয়ারেজ, আর্জেন্টেনীয় রডরিগো ডি পল কাউকেই প্রায় দেখতে পেলেন না ফুটবলপ্রেমী দর্শক। মেসি এবং তাঁর সতীর্থদের ঘিরে রইলেন যাঁরা, তাঁদের অধিকাংশের ফুটবলপ্রেম এবং আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন রয়ে যায় অনিবার্যভাবেই। তাঁদের যাবতীয় ব্যস্ততা ছিল সাজগোজ করে সেলফি তোলা। কলঙ্কিত হল ফুটবল, কলঙ্কিত যুবভারতী, কলঙ্কিত কলকাতা এবং বাংলার মর্যাদা।

কলকাতার ফুটবল উন্মাদনা তো সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত। 'ফুটবল মক্কা' হিসেবে কলকাতার পরিচিতি সুদীর্ঘকালের। এর আগেও পেলে, মারাদোনা এমনকি এই মেসিও তো এসেছিলেন আজ থেকে ১৪ বছর আগে, এই কলকাতাতেই। ২০০৮ সালে কিংবদন্তি গোলরক্ষক অলিভার কান এই কলকাতাতেই তাঁর বিদায়ি খেলাটি খেলেছিলেন। সেদিনও গ্যালারিতে লক্ষাধিক মানুষ। এরকম লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি শহর কলকাতাকে। এবার হল।

কলকাতার ফুটবল উন্মাদনা তো সারা বিশ্বের কাছে পরিচিত। 'ফুটবল মক্কা' হিসেবে কলকাতার পরিচিতি সুদীর্ঘকালের। এর আগেও পেলে, মারাদোনা এমনকি এই মেসিও তো এসেছিলেন আজ থেকে ১৪ বছর আগে, এই কলকাতাতেই। ২০০৮ সালে কিংবদন্তি গোলরক্ষক অলিভার কান এই কলকাতাতেই তাঁর বিদায়ি খেলাটি খেলেছিলেন। সেদিনও গ্যালারিতে লক্ষাধিক মানুষ। এরকম লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়নি শহর কলকাতাকে। এবার হল। কেন হল, কীভাবে ঘটল, ত্রুটি কোথায় ছিল, নিরাপত্তার বাঁধুনি কতটাই বা শক্ত, কোন ফাঁক দিয়ে গ্যালারিতে ঢুকে পড়ল এত জলের বোতল এসব নিয়ে নিশ্চয়ই তদন্ত হবে কিন্তু কিছু অনিবার্য প্রশ্ন রয়েই যাবে। এই ক্ষতচিহ্ন বয়ে বেড়াতে হবে দীর্ঘকাল যুবভারতীকে।

এই ঘটনাকে নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তর্জা, যেমনটা দস্তুর। সেসবের বাইরে গিয়ে এবার একটু ভাবা জরুরি কোন পথে চলেছি আমরা। যদি এমনটা হত যে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ফুটবল দলের উত্তেজনাপূর্ণ একটি ফুটবল ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল মাঠজুড়ে, যেমনটা ছড়িয়েছিল ১৯৮০ সালের ১৬ অগাস্ট কলকাতার ইডেন গার্ডেনে, তাহলেও না-হয় কোথাও এক যুক্তি থাকত কারণ বিশ্বজুড়ে ফুটবল মাঠে দাঙ্গা দেখেছি। যদি বুঝতাম একদা বিখ্যাত বরদলৈ ট্রফির সেই আগুনঝরা দাঙ্গাবিধ্বস্ত ফাইনাল ম্যাচের পরিস্থিতি, যেদিন মুখোমুখি হয়েছিল কলকাতার ইস্টবেঙ্গল এবং ব্যাংককের পোর্ট-অথরিটি। সাতের দশকের শেষের দিকে সেই ম্যাচ আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল একটি জাতিদাঙ্গার। আমার নেহাতই কৈশোরকাল, উপস্থিত ছিলাম গ্যালারিতে। খেলা শেষের আগেই প্রাণ হাতে করে বেরিয়ে এসেছিলাম বন্ধুরা ক'জন। না, গত ১৩ ডিসেম্বর সেরকম কোনও পরিস্থিতি আদৌ ছিল না। কলকাতা বা এ রাজ্য তো বটেই, সারা দেশ থেকেই ফুটবলপ্রেমীরা বহুমূল্যের টিকিট কিনে জড়ো হয়েছিলেন আমাদের অহংকারের যুবভারতীতে। কোথাও কোনও উত্তেজনার পরিস্থিতি ছিল না, ছিল না কোনও ডার্বি ম্যাচ। দর্শকরা শীতের শুরুতেই সুযোগ পেয়েছিলেন তাদের হৃদয়ের প্রিয় মেসিকে এবং তাঁর সতীর্থদের প্রত্যক্ষ করার, তাঁদের পায়ের ম্যাজিক দেখার কিন্তু দেশের ফুটবলপ্রেমীরা মুখোমুখি হলেন এক লজ্জাজনক পরিস্থিতির। এমনটা তো হবার কথা ছিল না, অতীত তো তেমনটাই বলে আমাদের।

১৯৮০ সালের ১৬ অগাস্টের সেই কলঙ্কিত দিন বিস্মৃত হয়নি ফুটবলপ্রেমীরা। আকাশবাণীতে সেদিন রাতের সংবাদ পাঠ করেছিলেন কিংবদন্তি প্রয়াত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই রাতেই 'সংবাদবিচিত্রায় উঠে এসেছিল সন্তানহারানো মায়ের হাহাকার। গ্যালারিতে পদপিষ্ট হয়ে ঝরে গিয়েছিল ষোলোটি তাজা প্রাণ। গত ১৩ তারিখেও তেমন কিছু ঘটে যেতেই পারত যুবভারতীতে। ঘটেনি, সেটুকুই যা সান্ত্বনা। সংগঠক, ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়াপ্রেমীদের এবার ভাবা জরুরি, খুব জরুরি। ফুটবল থাকুক ফুটবলেই, ফুটবল মাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ দর্শক। তাদের বঞ্চিত করে চিত্রতারকা আর তথাকথিত মাতব্বরদের দাপাদাপি বন্ধ হোক। তাঁদের জন্য তো তাঁদের নিজস্ব পরিসর রয়েছেই। এখানেও আসুন, তবে দর্শক হিসেবে। কথাটা সংগঠকদেরও স্মরণে রাখা জরুরি আগামীদিনে। হায়দরাবাদ পারল আর কলকাতা পারল না তা কোনও মতেই মেনে নেওয়া যায় না। আগামীতে আর যেন লজ্জায় জিভ কাটতে না হয় ...!

(লেখক সাহিত্যিক।)

আজ

২০০০

আজকের দিনে প্রয়াত হন সাংবাদিক, সাহিত্যিক গৌরকিশোর ঘোষ।

২০২৪

তবলাবাদক ওস্তাদ জাকির হোসেন প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

মেসিকে ঘিরে অন্তত ২০০ লোক ছিল দেখলাম। এত লোকের ওখানে থাকা উচিত হয়নি। বিভিন্ন ভিডিও ও ছবিতে যাঁদের দেখলাম, এই বিশৃঙ্খলার দায় তাঁদের প্রত্যেকের। যাঁদের জন্য মেসি দ্রুত মাঠ ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তাছাড়া টিকিটের দাম এত করা উচিত হয়নি। এটা দিল্লি, মুম্বই নয়।

- মনোজ তিওয়ারি

ভাইরাল/১

লালুপ্রসাদ-পুত্র তেজপ্রতাপ রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই পরিচিত। খান স্যরের ভাইয়ের বিয়েতে গিটার বাজিয়ে তাক লাগালেন। গিটারে 'দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে'র একটি গানের সুর তুলে চমক দিলেন।

ভাইরাল/২

শিল্পা শেঠির বেঙ্গালুরুর পাবে এক বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল। রাত ১.৩০টার সময় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে ওই পাবে খেতে গিয়েছিলেন 'বিগ বস'-এর প্রাক্তন প্রতিযোগী ও ব্যবসায়ী সত্য নাইডু। বিল মেটানোর সময় কর্মীদের সঙ্গে তাঁদের তীব্র বচসা শুরু হয়।

জনমন জনমত

বইমেলা আজও বাঙালির প্রিয় মেলা

বাঙালি জাতি বরাবরই সাহিত্য তথা গ্রন্থপ্রেমিক। বাঙালি সাহিত্য, দর্শনের চর্চা করবে না বা বই পড়বে না এটা একেবারেই ভাবা যায় না। তাই বই এবং বইমেলাকে কেন্দ্র করে বাঙালির উৎসাহ চোখে পড়ার মতো। কলকাতা বইমেলার মতো আন্তর্জাতিক মানের না হলেও আমাদের শিলিগুড়ি তথা উত্তরবঙ্গ বইমেলা আজ পূর্ণবয়স্ক এবং কলেবরেও বেশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত। ৪৩তম বর্ষে একশোর বেশি স্টল নিয়ে এবার সে হাজির ছিল।

তবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্কুলের পরীক্ষার কারণে কিশোর পাঠকদের ভিড় প্রথমদিকে কম হলেও উদ্বোধনের তিন-চারদিন বাদেই চিত্র পালটে যায়। নারায়ণ দেবনাথ, কাকাবাবু, আরব্য রজনী থেকে সত্যজিৎ রায় হয়ে ফেয়ারি টেলস ওদের কম আনন্দ দেয়নি। বড়দের পাশাপাশি তরুণদেরও আকর্ষণ ছিল ধর্মীয় তথা পুরাণ বিষয়ক বইয়ের দিকে। পাশাপাশি রহস্য রোমাঞ্চ বা ইংরেজি ভাষার স্টলের দিকেও নজর ছিল যথেষ্ট বেশি। নবীন কবি-লেখকদের আশাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে তাঁদের লেখা বা প্রথম প্রকাশিত বইকে অনেক পাঠকই ভালোবেসে গ্রহণ করেছেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক সভা, সাহিত্য আড্ডা সঙ্গে টুকটাক খাওয়াদাওয়া- এগুলো ছিল উপরিপাওনা। নবীন-প্রবীণ উভয় লেখক-পাঠকই এতে অংশ নিয়েছেন। আমাদের শিলিগুড়িও যে সাংস্কৃতিক দিক থেকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে এসব তারই প্রমাণ। সর্বোপরি বইমেলা এবার ভালোই হল। ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টার যুগেও বই যে সেরা বন্ধু, কচিকাঁচা থেকে বুড়োবুড়ি বই যে সবার, তা আরও একবার প্রমাণিত হল। তাই আসছে বছর আবার হবে।

ইন্দ্রনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, শিলিগুড়ি।

যত দোষ সব হেনরি ফিশেলের?

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মূল্যায়ন পদ্ধতি। এই ব্যবস্থার আবিষ্কর্তা কে তা নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে।

শঙ্খনাদ আচার্য

খুব সদ্যই আমাদের রাজ্যের সরকারি ও সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে শেষ হয়েছে তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন। পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে এক ছাত্র তার সহপাঠীকে বলছে, 'কে যে এই পরীক্ষা আবিষ্কার করেছেন! তাঁকে যদি পেতাম, কী যে করতাম তা উনিই জানেন!' স্পষ্টতই ছোট্ট ছেলেটির এই অভিব্যক্তির কারণ হল পরীক্ষা সংক্রান্ত ভীতি এবং পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করার জন্য তৈরি হওয়া অতিরিক্ত পড়াশোনার ও মানসিক চাপ।

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, আমাদের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল মূল্যায়ন পদ্ধতি। সহজ কথায় যাকে বলা হয় পরীক্ষা। কিন্ডারগার্টেন-এর কোনও শিশুই হোক কিংবা সরকারি চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানো কোনও তরুণ-তরুণী কিংবা সরকারি চাকরিতে পদোন্নতির মুখাপেক্ষী কোনও ব্যক্তি- সবক্ষেত্রেই সাফল্যের মানদণ্ড হল এই পরীক্ষার ফলাফল। যদিও বর্তমানে শিক্ষাঙ্গনে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল প্রথা উঠে গিয়েছে, তবুও অনেকের মধ্যেই পরীক্ষা-ভীতি আজও রয়ে গিয়েছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল ভালো ফলাফল করার প্রতিযোগিতায় ঠেলে দেওয়া অভিভাবক-অভিভাবিকাবৃন্দের আশাতীত উচ্চাকাঙ্ক্ষা। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে একজন শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাফল্যের মানদণ্ডের নির্ধারক এই মহামূল্যবান পরীক্ষা ব্যবস্থার সূচনা করেছিলেন কে?

এই পরীক্ষার উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে উনবিংশ শতকে। পরীক্ষা পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসেবে অনেক জায়গাতেই হেনরি ফিশেলের নাম দাবি করা হয়। সেই হেনরি ফিশেল ছিলেন একজন আমেরিকান ব্যবসায়ী ও জনহিতৈষী ব্যক্তি, যিনি বিশ্বাস করতেন পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থাকে সঠিক গুণমানসম্পন্ন করা সম্ভব। বিভিন্ন জায়গায় দাবি করা হয়, তাঁর উদ্ভাবনী পদ্ধতি বিশ্বব্যাপী শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে এবং পরীক্ষাকে শেখার একটি মৌলিক দিক করে তুলেছে। এটি ঠিক কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। আমরা বরং সামগ্রিকভাবে গোটা বিষয়টিকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করি।

প্রথম নথিভুক্ত পরীক্ষাটি ছিল চিন দেশের রাজকীয় পরীক্ষা পদ্ধতি, যা সুই রাজবংশের (৫৮১-৬১৮ খ্রিস্টাব্দে) শাসনামলে প্রবর্তিত হয়েছিল বলে জানা যায়। এই পরীক্ষাটি সরকারি পদের জন্য প্রার্থী বাছাই করতে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এটিই ভবিষ্যতের পরীক্ষার ভিত্তি হয়ে ওঠে। যদিও পণ্ডিত মহলে বিতর্ক রয়েছে যে কে এই পরীক্ষা উদ্ভাবন করেছেন, কিন্তু এটা স্পষ্ট যে চিনের রাজকীয় পরীক্ষাই বিশ্বব্যাপী অনুসরণ করা পরীক্ষা পদ্ধতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার ধারণা ভারত ও ইউরোপ সহ বিশ্বের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ে। শিক্ষাগত মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষার ব্যবহার বাড়তে শুরু করে, বিভিন্ন দেশ তাদের পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কার করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি আধুনিক পরীক্ষায় বিকশিত হয়েছে যা আজকে স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয়।

প্রতিবেদনের গোড়ার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। পরীক্ষা ব্যবস্থার জন্য হেনরি ফিশেল দায়ী কি না তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু পরীক্ষা নিয়ে বিতর্ক থাকা উচিত নয়। পরীক্ষা শুধু পড়াশোনারই নয়, জীবনেরও অঙ্গ। একে ভয় না পেয়ে আপন করে নিলেই জীবনযুদ্ধে জয় নিশ্চিত।

(লেখক গোপালনগর এমএসএস হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৮

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। নলযুক্ত জলের পাত্র ৪। প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা ৫। ধাতব পাত্রে চামড়া দিয়ে তৈরি বাদ্য ৭। একটি মৌলিক পদার্থ ৮। কোনওক্রমে কাজ মিটেছে ৯। জানলা বা গবাক্ষ ১১। খড় বা বিচালির গাদা ১৩। কৌরবদের আদি পুরুষ ১৪। দৈর্ঘ্য নয়, শুধু প্রস্থ ১৫। আটকানো বা ঠেকানো।

উপর-নীচ : ১। ধমক বা তিরস্কার ২। নীচু বা ঢালু জমি ৩। করণীয় কাজ আগে থেকে শিখিয়ে রাখা ৬। নির্ধারিত খরচের চেয়ে কম খরচ ৯। পরিচিত একটি সবজির নাম ১০। কমজোর, পড়ে যেতে পারে ১১। এই ধাতু কঠিন নয়, তরল ১২। আগুন জ্বালানোর উপকরণ বা জ্বালানি কাঠ।

সমাধান ■ ৪৩১৭

পাশাপাশি : ১। হানাহানি ৩। কড়চা ৫। ঘটোৎকচ ৭। রসুন ৯। বিভব ১১। ফরফরানি ১৪। লিটার ১৫। তিড়বিড়।

উপর-নীচ : ১। হাস্যকর ২। নিদাঘ ৩। কড়াৎ ৪। চামচ ৬। করভ ৮। সুন্দর ১০। বলাগড় ১১। ফজলি ১২। ফতুর ১৩। নিয়তি।

বিন্দুবিসর্গ

ইহুদি উৎসবে গুলি, হত ১০

সিডনি বিচে আততায়ীর বন্দুক কাড়লেন নিরস্ত্র এক তরুণ

সিডনি, ১৪ ডিসেম্বর : সিডনির বিখ্যাত বন্ডি সমুদ্র সৈকত। রবিবার সেখানে ইহুদি উৎসব হানুক্কার প্রথম সন্ধ্যায় জড়ো হয়েছিলেন কয়েক হাজার মানুষ। সেই ভিড়ের মধ্যে এলোপাতাড়ি গুলি চালিয়েছে বন্দুকবাজরা। অন্তত ১০ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ৯ জন সাধারণ মানুষ এবং একজন হামলাকারী। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয়েছে ওই আততায়ীর।এই হামলায় ১৮ জন আহত হয়েছেন, যাঁদের মধ্যে দুজন পুলিশ আধিকারিক। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালগুলিতে ভর্তি করা হয়েছে। ৭ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

রবিবার সন্ধ্যার ঘটনাকে জঙ্গি হামলা বলে চিহ্নিত করেছে অস্ট্রেলিয়া পুলিশ। যদিও কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী ঘটনার দায় স্বীকার করেনি। সরকারিভাবে প্রকাশ্যে আসেনি আততায়ীদের পরিচয়ও। তবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি, ২ আততায়ীর একজনের নাম নাভিদ আক্রম। আদতে পাকিস্তানের লাহোরের বাসিন্দা নাভিদ অস্ট্রেলিয়ায় গাড়িচালকের কাজ করত। প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বন্দুকবাজরা সংখ্যায় অন্তত ২ জন ছিল। তাদের একজন পুলিশের গুলিতে মারা যায়। একজনের বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে পালাতে বাধ্য করেন এক নিরস্ত্র তরুণ। সেই লোমহর্ষক ভিডিও সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে।

ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, একটি গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলি চালাচ্ছে আততায়ী। তার পিছনে দাঁড় করানো একটি গাড়ির আড়ালে লুকিয়ে ছিলেন নিরস্ত্র তরুণ। সুযোগ বুঝে আততায়ীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। কেড়ে নেন বন্দুক। তবে কবজা করার আগেই পালিয়ে যায় আততায়ী। কিছু দূরে দাঁড়িয়ে থাকা আরেক বন্দুকবাজের কাছে চলে যায় সে। পরে পুলিশ ২ বন্দুকবাজের একজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে অপর জনের। ওই অজ্ঞাতপরিচয় তরুণের সাহসিকতা অনেক মানুষের জীবন বাঁচিয়েছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন।

হামলার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এক্সে লিখেছেন, 'সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত সবসময় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন জারি রাখবে ভারত।' ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট আইজ্যাক হারজোগ ঘটনাটিকে 'ইহুদিদের ওপর অত্যন্ত নির্মম হামলা' বলে নিন্দা করেছেন। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, 'তিন মাস আগে আমি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলাম, আপনার নীতি ইহুদি-বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালছে। ইহুদি-বিদ্বেষ এমন একটি ক্যানসার যা নেতারা নীরব থাকলে এবং পদক্ষেপ না করলে ছড়িয়ে পড়ে।' যদিও অস্ট্রেলিয়ান কর্তৃপক্ষ এখনও পর্যন্ত হামলাকে 'ইহুদি সম্প্রদায়-কেন্দ্রিক' বলে নিশ্চিত করেননি।

অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ হামলাকে 'মর্মান্তিক এবং অত্যন্ত বেদনাদায়ক' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিশ্চিত করেছেন যে, ফেডারেল পুলিশ কমিশনার এবং নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ ও জরুরি পরিষেবা কর্মীরা একসঙ্গে কাজ করছেন।

সেদেশের সরকারি মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬টা ৩০ মিনিটের কিছু পরে যখন বন্ডি সমুদ্রসৈকতে হানুক্কা উৎসব পালনের জন্য প্রচুর মানুষ জড়ো হয়েছিলেন, সেই সময় দু-জন বন্দুকধারী এলোপাতাড়ি গুলি চালানো শুরু করে। নিউ সাউথ ওয়েলস পুলিশ দ্রুততার সঙ্গে এলাকায় অভিযান চালায়। জনসাধারণকে বন্ডি বিচ এলাকা এড়িয়ে চলতে এবং নিরাপদ আশ্রয়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছে।'

গত মে-তে ওয়াশিংটনের ক্যাপিটাল জুইস মিউজিয়ামে এক বন্দুকধারীর গুলিতে ২ ইজরায়েলি কূটনীতিক প্রাণ হারিয়েছিলেন। আততায়ী এলিয়াস রডরিগেজ স্বাধীন প্যালেস্তিনীয় রাষ্ট্রের সমর্থক বলে জানা যায়।

গুলিতে আহতকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সিডনিতে।

রক্তাক্ত সৈকত

- নিহতদের মধ্যে ৯ জন সাধারণ মানুষ এবং একজন হামলাকারী
- ১৮ জন আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দু-জন পুলিশ আধিকারিক
- ঘটনাকে জঙ্গি হামলা বলে চিহ্নিত করেছে অস্ট্রেলিয়া পুলিশ
- জনসাধারণকে বন্ডি বিচ এলাকা এড়িয়ে চলার নির্দেশ
- হামলার নিন্দায় অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্টনি আলবানিজ

> তিন মাস আগে আমি অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে লিখেছিলাম, আপনার নীতি ইহুদি-বিদ্বেষের আগুনে ঘি ঢালছে। ইহুদি-বিদ্বেষ এমন একটি ক্যানসার যা নেতারা নীরব থাকলে এবং পদক্ষেপ না করলে ছড়িয়ে পড়ে।
> **বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু**

> সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে ভারত সবসময় জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করে। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রতি সমর্থন জারি রাখবে ভারত।
> **নরেন্দ্র মোদি**

হাসিনার মন্তব্য নিয়ে ক্ষোভ

ভারতের রাষ্ট্রদূতকে তলব বাংলাদেশের

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ১৪ ডিসেম্বর : ভারতে আশ্রয় নেওয়া বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিবৃতির জেরে রবিবার ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মাকে তলব করেছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক। আসন্ন সংসদ নির্বাচন বানচাল করার উদ্দেশ্যে হাসিনা তাঁর সমর্থকদের সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে জড়াতে প্ররোচনা দিচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছে মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। হাসিনাকে ভারত বিতর্কিত মন্তব্যের সুযোগ দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছে বাংলাদেশ। ভারত অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে দিয়েছে। ঢাকাকে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন পরিচালনায় মনযোগী হওয়ার 'পরামর্শ' দিয়েছে সাউথ ব্লক। সম্প্রতি আওয়ামি লিগকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের চেষ্টা নিয়ে একাধিকবার কড়া বিবৃতি জারি করেন হাসিনা। আওয়ামিহীন নির্বাচনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী। তারপরেই ভারত থেকে হাসিনার বিবৃতি জারি বন্ধ করতে সক্রিয়তা বাড়িয়েছে ঢাকা।

এদিন ভার্মাকে ডেকে পাঠিয়ে বাংলাদেশ সরকার বার্তা দিয়েছে যে, ভারতে বসে হাসিনার 'বাংলাদেশ বিরোধী' কর্মকাণ্ডের দ্রুত অবসান চায় ঢাকা। এছাড়া ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে হত্যার চেষ্টায় জড়িত সন্দেহভাজনরা ভারতে ঢুকলে তাঁদের গ্রেপ্তারেরও আহ্বান জানিয়েছে বাংলাদেশ। সেদেশের বিদেশমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, 'ভারতে অবস্থানকারী পলাতক শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশের আগামী সংসদ নির্বাচন বানচাল করার লক্ষ্যে তাঁর সমর্থকদের সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হতে উসকানিমূলক মন্তব্য চালিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের প্রতি গভীর উদ্বেগ জানানো হয়েছে।'

> বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে ভারতের অবস্থান আমরা ধারাবাহিকভাবে বলে আসছি। বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম জনগণের স্বার্থ বিরোধী কোনও কাজকর্মে ভারতের মাটি কখনোই ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি।
> **ভারতের বিদেশমন্ত্রক**

বাংলাদেশের মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকার আরও একবার হাসিনা এবং প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের দ্রুত প্রত্যর্পণের আহ্বান জানিয়েছে, যাঁদের গত মাসে বিশেষ ট্রাইবিউনাল মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। বাংলাদেশের বক্তব্য, 'প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসেবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং গণতন্ত্র সুরক্ষায় নয়াদিল্লির দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশিত।'

এই বিষয়ে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। সাউথ ব্লক বলেছে, '১৪ ডিসেম্বর প্রকাশিত বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রেস নোটে উত্থাপিত বক্তব্য ভারত স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করছে। বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অবাধ, সুষ্ঠু, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে ভারতের অবস্থান আমরা ধারাবাহিকভাবে বলে আসছি। বাংলাদেশের বন্ধুপ্রতিম জনগণের স্বার্থ বিরোধী কোনও কাজকর্মে ভারতের মাটি কখনোই ব্যবহার করতে দেওয়া হয়নি।'

ভারতের বিদেশমন্ত্রকের আশা, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সহ অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেবে।

গত বছর অগাস্টে কোটা বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের চাপে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেন এবং তখন থেকেই তিনি এদেশে অবস্থান করছেন। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে শেখ হাসিনার উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা বাড়িয়েছে।

'ভোট চোর' সভায় গর্জন রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : ভোট চুরি নিয়ে লোকসভায় দাঁড়িয়ে তিনি যা বলেছিলেন, রবিবাসরীয় দুপুরে রামলীলা ময়দানে তারই প্রতিধ্বনি শোনালেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর সাফ কথা, 'সত্য আর অহিংসা দিয়েই মোদি-আরএসএসের সরকারকে উৎখাত করব আমরা।' 'ভোট চোর গদ্দি ছোড়' সমাবেশের মঞ্চ থেকে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার ও বাকি দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু ও বিবেক যোশিকেও নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা।

রাহুলের গর্জন, 'এই তিনজনের নাম মনে রাখবেন। এই তিনজন বিজেপির জন্য কাজ করছেন। নির্বাচন কমিশন বিজেপি সরকারের সঙ্গে কাজ করছে। নরেন্দ্র মোদি সিইসি-কে রক্ষা করার জন্য নতুন আইন এনেছেন। এই আইনকে আমরা রেট্রোঅ্যাক্টিভলি পরিবর্তন করব এবং এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।' মোদি-শা-কে বিঁধে রাহুলের খোঁচা, 'নরেন্দ্র মোদির আত্মবিশ্বাস শেষ হয়ে গিয়েছে। উনি জানেন, ওঁর ভোট চুরি ধরা পড়া গিয়েছে। অমিত শা ততদিনই বাহাদুর থাকবেন যতদিন ওঁদের হাতে ক্ষমতা রয়েছে। যেদিন ক্ষমতা চলে যাবে সেদিনই ওঁর বাহাদুরিও বন্ধ হয়ে যাবে।' কমিশন ও বিজেপিকে নিশানা করেন প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাও।

সিইসি ও দুই কমিশনারের নাম উচ্চারণ করে তাঁর তোপ, 'বিজেপি এঁদের রক্ষা করতে পারবে না। মানুষের ভোট চুরি করতে ওঁরা যে চক্রান্ত করেছিলেন তার জন্য ওঁদের জবাবদিহি করতেই হবে। এসআইআরে উত্তরপ্রদেশে ৩ কোটি নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আজ কমিশনকে ছাড়া বিজেপি ভোটে জিততে পারবেন না।' বিজেপিকে গদ্দার, ড্রামাবাজ বলে নিশানা করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও। হাত শিবিরের আক্রমণের জবাবে বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র বলেন, 'অনুপ্রবেশকারীদের বাঁচাতেই রামলীলা ময়দানে সমাবেশের আয়োজন করেছে কংগ্রেস।' অন্যদিকে দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ভোট চুরি নিয়ে কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধি কেন চুপ তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ।

> সত্য আর অহিংসা দিয়েই মোদি-আরএসএসের সরকারকে উৎখাত করব আমরা।
> **রাহুল গান্ধি**

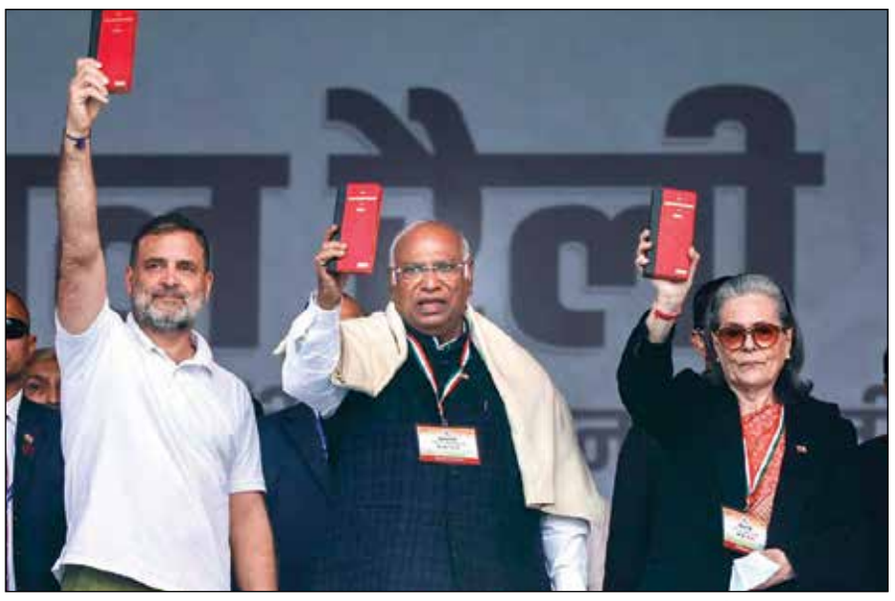

'ভোট চোর গদ্দি ছোড়' সমাবেশে রাহুল, খাড়গে, সোনিয়া। রবিবার নয়াদিল্লির রামলীলা ময়দানে।

বকুনি শিক্ষকের, 'কাট্টা' দেখাল ছাত্র

ভুবনেশ্বর, ১৪ ডিসেম্বর : বড় হওয়ার পথে বাবা-মা-পরিবারের পর শিক্ষক-শিক্ষিকাদের গুরুত্ব প্রতিটি মানুষের কাছে অপরিসীম। ছাত্র-ছাত্রীদের মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার কাজে শিক্ষক সমাজের গুরুত্বও কোনওভাবেই লঘু করা যায় না। অথচ বিজেপি শাসিত ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়ায় যা ঘটল, তা গুরু-শিষ্যের সেই পরম্পরাকেই ধুয়েমুছে সাফ করে দিয়েছে। ক্লাসে মনোযোগ নেই, পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে না বলে নবম শ্রেণির এক পড়ুয়াকে বকুনি দিয়েছিলেন করুয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক। এর জবাবে ১৪ বছরের কিশোর কাট্টা (দেশি বন্দুক) বের করে প্রধান শিক্ষকের দিকে তাক করে ধরে। তাঁকে রীতিমতো হুমকিও দেওয়া হয়। ছাত্রের এই আচরণে স্তম্ভিত হয়ে যান প্রধান শিক্ষক। ক্লাসের বাকি পড়ুয়ারাও ভয়ে কাঁটা হয়ে যায়। গোটা স্কুলে শোরগোল পড়ে যায়। পুলিশ এসে গুণধর ছাত্রটিকে আটক করে। দেশীয় বন্দুকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ওই ছাত্রটিকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডে পেশ করা হয়। আপাতত তার ঠিকানা আঙ্গুলের প্রোবেশন হস্টেল-কাম-অবজার্ভেশন হোম অ্যান্ড স্পেশাল হোম। কীভাবে একজন ১৪ বছরের কিশোরের হাতে দেশি কাট্টা চলে এল, তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সে কাদের সঙ্গে ওঠাবসা করত, কাদের সঙ্গে মিশত তা খতিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার বাবা-মা, পরিবারের সদস্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

পালটা পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিল্লির

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : আমেরিকার পর এবার মেক্সিকোর সঙ্গে শুল্ক টানাপোড়েনে জড়াল ভারত। শুক্রবার মেক্সিকো সরকার নির্দিষ্ট কিছু ভারতীয় পণ্যের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্কবৃদ্ধির প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছিল। দু'দিনের মাথায় রবিবার নিজেদের রপ্তানিকারকদের স্বার্থ রক্ষা করতে পালটা ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে দিল্লি। মেক্সিকোর শুল্কের নয়া হার ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার কথা।

বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ভারত গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজলেও, একতরফাভাবে ৫০ শতাংশ হারে শুল্কবৃদ্ধির পক্ষে হেঁটেছে মেক্সিকো। এই পদক্ষেপ বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও সহযোগিতা নীতির পরিপন্থী। মেক্সিকো তাদের দেশীয় শিল্প ও উৎপাদকদের সুরক্ষার

মেক্সিকোর শুল্ক

জন্য এই শুল্ক আরোপ করছে, যা ভারত, দক্ষিণ কোরিয়া, চিন এবং থাইল্যান্ডের মতো যেসব দেশের সঙ্গে মেক্সিকোর কোনও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নেই, তাদের প্রভাবিত করবে।

ভারতের বাণিজ্য সচিব রাজেশ আগরওয়াল মেক্সিকোর অর্থ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লুইস রোসেন্ডোর সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন। যে পণ্যগুলির ওপর মেক্সিকো বাড়তি শুল্ক আরোপ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে গাড়ির যন্ত্রাংশ, পোশাক, প্লাস্টিক, ইস্পাত, আসবাবপত্র, জুতো, সাবান এবং প্রসাধনী সামগ্রী। সাউথ ব্লক সূত্রে খবর, ভারত তার রপ্তানিকারকদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে বদ্ধপরিকর এবং প্রয়োজনে পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত। ভারত ও মেক্সিকো একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শুরু করার জন্যও চেষ্টা করছে, যা ভবিষ্যতে এই ধরনের শুল্ক থেকে রেহাই দিতে পারে।

এদিকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গেও ভারতের বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা ঝুলে রয়েছে। চলতি বছর সংশ্লিষ্ট ২টি পক্ষের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই বললে চলে।

নাড্ডার উত্তরসূরি কি বিহারের নবীন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : বিহার বিধানসভা ভোটে বিজেপির বিপুল জয়ের পুরস্কার পেল দলের রাজ্য নেতৃত্ব। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে বারবার মেয়াদ বাড়ানোয় জেপি নাড্ডাকে নিয়ে চর্চা ক্রমশ বেড়েছে। সামনে পশ্চিমবঙ্গ, অসম, তামিলনাড়ু, কেরল সহ পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে সভাপতি পদে রদবদল ঘটানোর ঝুঁকি নিতে রাজি হয়নি গেরুয়া শিবির। কিন্তু সভাপতি পদে আপাতত রদবদল না হলেও কোনওরকম শোরগোল ছাড়াই নতুন সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে বিহারের নেতা নীতিন নবীনের নাম ঘোষণা করল বিজেপি। রবিবার বিজেপির তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বিহারের সড়ক নির্মাণমন্ত্রী নীতিন নবীনকেই সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

এর ফলে আপাতত বিজেপির শীর্ষ সংগঠনে যুগ্ম দায়িত্বের পর্ব শুরু হল। একদিকে সভাপতি হিসেবে থাকছেন জেপি নাড্ডা, অন্যদিকে কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে সংগঠনের দায়িত্ব সামলাবেন নীতিন নবীন। অতীত দৃষ্টান্ত মাথায় রেখে তাই বিহারের নবীনকেই নাড্ডার উত্তরসূরি হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল। কারণ, ২০২০ সালে জেপি নাড্ডা সর্বভারতীয় সভাপতি হওয়ার আগে কয়েক মাস কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তখন দলের সর্বভারতীয় সভাপতি ছিলেন অমিত শা। ২০১৯ সালের ১৭ জুন থেকে ২০২০ সালের ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে সংগঠন সামলেছেন নাড্ডা।

বিজেপির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী, অন্তত ৫০ শতাংশ রাজ্য সভাপতির নির্বাচন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নির্বাচন করা যায় না। বিজেপির সংগঠনের সেই প্রক্রিয়া এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সেই নির্বাচন সম্পন্ন হলে জাতীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হবে এবং সেক্ষেত্রে বিহারের ৫ বারের বিধায়ক নবীনের পরবর্তী সভাপতি হওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। বিজেপির অন্দরের খবর অনুযায়ী, এই সিদ্ধান্তের পিছনে সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দুই ধরনের বিবেচনাই রয়েছে। জেপি নাড্ডা বর্তমানে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি রাজ্যসভায় বিজেপির দলনেতাও তিনি। সামনে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন। সেই ব্যস্ত সময়সূচির কথা মাথায় রেখেই সংগঠনের দৈনন্দিন দায়িত্ব কিছুটা ভাগ করে নিতে নীতিন নবীনকে কার্যনির্বাহী সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

কার্যনির্বাহী সভাপতি

- ২০০৬ সালে প্রথম বার পাটনা পশ্চিম আসনে বিধায়ক
- তারপর থেকে টানা চারবার বাঁকিপুরের বিধায়ক
- ২০১০-১৩ পর্যন্ত ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার রাষ্ট্রীয় মহামন্ত্রী
- বর্তমানে বিহারের সড়ক, নগরোন্নয়ন ও আবাস মন্ত্রী

মৎস্য মারিবো, খাইবো সুখে... রবিবার কোঝিকোরে।

লিবিয়ায় অপহৃত গুজরাটি দম্পতি

আহমেদাবাদ, ১৪ ডিসেম্বর : পর্তুগালে যাওয়ার পথে লিবিয়ায় অপহৃত হয়েছেন গুজরাটের এক দম্পতি। বাবা-মায়ের সঙ্গে তাঁদের তিন বছরের শিশুকন্যাকেও ধরে নিয়ে গিয়েছে অপহরণকারীরা। অপহৃতদের মুক্তির জন্য ২ কোটি টাকা দাবি করেছে তারা। অপহৃত পরিবারটি গুজরাটের মেহসানা জেলার বাদলপুরা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা হলেন কিসমত সিংহ চাভদা, তাঁর স্ত্রী হিনাবেন এবং তাঁদের কন্যা দেবাংশী। স্থানীয় পুলিশ সুপার হিমাংশু সোলাঙ্কি জানান, চাভদা পরিবার পর্তুগালে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চেয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা পর্তুগাল-ভিত্তিক এক এজেন্টের সাহায্যে রওনা দেন। কিসমত সিংহের ভাই পর্তুগালে থাকেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৯ নভেম্বর চাভদা পরিবার আহমেদাবাদ থেকে দুবাইয়ের বিমানে ওঠে। সেখান থেকে তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় লিবিয়ার বেনগাজি শহরে। অভিযোগ, সেখানেই তাদের অপহরণ করা হয়। কিসমত সিংহের পরিবারের অন্য সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ২ কোটি মুক্তিপণ দাবি করে। এরপরেই সাহায্যের জন্য মেহসানার জেলা শাসক এসকে প্রজাপতির দ্বারস্থ হন। জেলা শাসক জানিয়েছেন, অপহরণের বিষয়ে রাজ্য সরকার এবং বিদেশ মন্ত্রককে জানানো হয়েছে।

ফের ধৃত নোবেলজয়ী

তেহরান, ১৪ ডিসেম্বর : নোবেল শান্তি জয়ী মানবাধিকার কর্মী নার্গিস মোহাম্মদিকে ফের গ্রেপ্তার করল ইরান। শুক্রবার এক স্মরণসভায় যোগ দিতে যাচ্ছিলেন নার্গিস। তখনই গ্রেপ্তার হন। ওই সময় নার্গিসের সঙ্গে বহু মানবাধিকার কর্মী ছিলেন। অভিযোগ, তাঁকে গ্রেপ্তারের সময় 'বর্বরোচিত' আচরণ করেছে ইরানের পুলিশবাহিনী। নার্গিস মোহাম্মদির গ্রেপ্তারে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়েছে নরওয়ের নোবেল কমিটি। একই দাবি বিশ্বেরও।

ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত টেলিভিশন মাশহাদের গভর্নর হাসান হোসেইনির উদ্ধৃতি দিয়ে জানিয়েছে, নিয়ম ভেঙে স্লোগান দেওয়ায় কয়েকজনকে সাময়িকভাবে আটক করা হয়েছে। ধৃত নোবেল জয়ী নার্গিসের নাম উল্লেখ করা হয়নি। নার্গিস মোহাম্মদি তিন দশক ধরে মহিলাদের অধিকার ও মৃত্যুদণ্ড বাতিল নিয়ে আন্দোলন করছেন। তিন দশক ধরে আন্দোলন চলছে নার্গিসের।

সোনমের প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা সংসদীয় কমিটির

নয়াদিল্লি, ১৪ ডিসেম্বর : র‍্যাঞ্চোর স্বপ্ন কি তাহলে সফল হতে চলেছে? 'থ্রি ইডিয়টস' সিনেমায় আমির খান অভিনীত র‍্যাঞ্চো চরিত্রটি ভারতে শিক্ষাব্যবস্থার খোলনলচে বদলানোর বার্তা দিয়েছিলেন। তিনি সাফ জানিয়েছিলেন, সাকসেসের পিছনে নয়, এক্সেলেন্সের পিছনে দৌড়োনো উচিত। তাতেই সাফল্য আসবে। যাঁকে দেখে পর্দার র‍্যাঞ্চো চরিত্রটি তৈরি হয়েছিল, সেই লাদাখের বিশিষ্ট পরিবেশ আন্দোলনকর্মী ও শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা আইনে এখনও জেলে বন্দি। তিনি কবে মুক্তি পাবেন সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু যে প্রতিষ্ঠানের হাত ধরে তিনি অন্যভাবে শিশুদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে চেয়েছিলেন, সেই হিমালয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভস লাদাখ (এইচআইএএল) দৃষ্টান্তমূলক কাজ করছে বলে দরাজ প্রশংসা করল সংসদের শিক্ষা, মহিলা, যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটি।

শুধু তাই নয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)-এর অবিলম্বে এইচআইএএলকে স্বীকৃতি দেওয়া উচিত বলেও জানিয়েছে ওই কমিটি। গত সপ্তাহের গোড়ায় কংগ্রেস সাংসদ দিগ্বিজয় সিংয়ের নেতৃত্বাধীন কমিটির রিপোর্টটি সংসদে জমা পড়েছে। কেন দিনের পর দিন ধরে সোনমের প্রতিষ্ঠানকে ইউজিসি স্বীকৃতি দেয়নি সেই প্রশ্নও উঠেছে ওই রিপোর্টে। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রককে কমিটির তরফে পরামর্শ দিয়ে বলা হয়েছে, এইচআইএএল মডেলকে খতিয়ে দেখে সেন্টার অফ ইনোভেশন ইন এডুকেশনের মাধ্যমে অন্যত্র তার পুনরাবৃত্তি করা হোক।

ইউজিসি স্বীকৃতি না দেওয়ায় প্রশ্ন

রিপোর্টে বলা হয়েছে, লাদাখে এইচআইএএলে স্টাডি ভিজিটের পর সেখানকার শিক্ষা, গবেষণা ও এন্টারপ্রেনারশিপের ইকোসিস্টেম দেখে রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছে কমিটি। বিশেষ করে শিক্ষাকে নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে ধ্যানধারণা রয়েছে কিংবা স্থানীয় সামাজিক-সংস্কৃতিক ও ইকোলজিক্যাল প্রেক্ষিতে শিক্ষাদান করার যে রেওয়াজ ওই প্রতিষ্ঠানে চালু রয়েছে, তাও নজর কেড়েছে কমিটির সদস্যদের।

স্থানীয় মানুষজনের মধ্যে সোনমের প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক প্রভাব ও আন্তর্জাতিক খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও কেন বছরের পর বছর ধরে ইউজিসি কেন তাকে স্বীকৃতি দেয়নি, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কমিটি। ২০২০ সালের জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকর করার ব্যাপারেও সোনমের প্রতিষ্ঠান যে দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছে, তাতেও সন্তুষ্ট সংসদের কমিটি। অথচ লাদাখ হিংসার কারণে ওয়াংচুককে গ্রেপ্তার করার পর লাদাখ প্রশাসনের তরফে এইচআইএএলকে যে জমি বরাদ্দ করা হয়েছিল সেটি বাতিল করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকও প্রতিষ্ঠানের এফসিআরএ রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দেয়।

স্থূলতা নিয়ন্ত্রণের ওষুধ

স্থূলতা শুধুই বাহ্যিক চেহারার সমস্যা নয়, এটি একটি জটিল, দীর্ঘমেয়াদি রোগ। বিশ্বজুড়ে ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, ফ্যাটি লিভার, অস্টিওআরথ্রাইটিস, বন্ধ্যাত্ব, ডিপ্রেশন এমন অসংখ্য রোগের প্রধান প্রেক্ষাপট তৈরি করে অপ্রতিরোধ্যভাবে বাড়তে থাকা শরীরের ওজন। এই কারণেই গত দুই-তিন দশকে স্থূলতা চিকিৎসায় ডায়েট-ব্যায়ামের পাশাপাশি ওষুধ একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। কিন্তু এইসব ওষুধের ইতিহাস, কাজ করার পদ্ধতি, সুবিধা-অসুবিধা ও নিরাপত্তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে অনেক ভুল ধারণা রয়েছে। ওজন কমানোর পুরোনো ও আধুনিক ওষুধ, নতুন থেরাপি, কারা নেবেন প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ও স্থূলতা বিশেষজ্ঞ **ডাঃ অরুন্ধতী দাশগুপ্ত**

২০২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন (হু) প্রথমবারের মতো স্থূলতা চিকিৎসা GLP-1 ভিত্তিক আধুনিক ওজন-হ্রাসকারী ওষুধগুলিকে গ্রহণযোগ্য ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

পুরোনো ওজন নিয়ন্ত্রক ওষুধ

অরলিস্ট্যান্ট : দীর্ঘদিন ধরে সবচেয়ে প্রচলিত ছিল।

কীভাবে কাজ করে : খাবারের চর্বি শোষণ হতে দেয় না এবং শোষিত না হওয়া চর্বি মলের সঙ্গে বেরিয়ে যায়।

সুবিধা : কিছু পরিমাণ ওজন কমে (৫-৮ শতাংশ পর্যন্ত)

অসুবিধা : তৈলাক্ত মল, পাতলা পায়খানা, গ্যাস নির্গমনের সঙ্গে তেল বের হওয়া, ভিটামিন-এ, ডি, ই, কে'র ঘাটতি। এইসব কারণে অনেক রোগী এই ওষুধ দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে পারেন না।

ক্ষুধা নিয়ন্ত্রক সেন্ট্রাল অ্যাপেটাইট সাপ্রেস্যান্টস : এদের মধ্যে ছিল সিবুট্রামিন, যা অনেক দেশে নিষিদ্ধ। ভারতেও কয়েক বছর আগে এটি বাজার থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে।

কারণ : হৃদস্পন্দন বাড়ানো, রক্তচাপ বৃদ্ধি, হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি।

ফেনটারমিন, টোপিরামেট কম্বিনেশন : এই জাতীয় ওষুধ খিদে কমায়, উচ্ছ্বাসজনিত অনুভূতি দিতে পারে। তবে ভারতে এটি নিয়মিত ব্যবহারে সীমাবদ্ধতা রয়েছে।

আধুনিক যুগের ওজন কমানোর ওষুধ : গত ১০-১২ বছরে ওজন কমানোর চিকিৎসায় সবচেয়ে বড় বিপ্লব এসেছে ইনক্রেটিন-ভিত্তিক ইনজেকশনের যুগে।

GLP-1RECEPTOR AGONIST - অর্থাৎ এটি আমাদের অন্ত্রে স্বাভাবিকভাবে তৈরি হওয়া GLP-1 হরমোনের মতো আচরণ করে। এই হরমোনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ - খিদে কমানো, খাবার পর দ্রুত পরিতৃপ্তি তৈরি করা এবং পাকস্থলীর খালি হওয়া ধীর করা। ফলে রোগীরা স্বাভাবিকভাবেই কম খাবার খান, অনিয়ন্ত্রিত খাওয়ার প্রবণতা কমে এবং সামগ্রিক ক্যালোরি গ্রহণ কমে। এই হরমোন ইনসুলিন নিঃসরণও নিয়ন্ত্রণ করে, যা ডায়াবিটিস রোগীদের জন্য উপকারী।

আজকাল মিরাকল স্লিমিং ইনজেকশনস, সেলেব্রিটি ওয়েট লস ড্রাগ ইত্যাদি নামে প্রচার চললেও বাস্তবতা হল - এগুলো এন্ডোক্রিনোলজিস্ট বা স্থূলতা বিশেষজ্ঞের পরামর্শে শুরু করা উচিত। নিজের থেকে শুরু করলে বিপজ্জনক। কারণ, ভুল ডোজ জটিলতা তৈরি করতে পারে।

লিরাগ্লুটাইড (৩ এমজি)

কীভাবে কাজ করে: মস্তিষ্কে ক্ষুধা কেন্দ্র কম সংবেদনশীল হয়। দীর্ঘক্ষণ পেট ভর্তি লাগে এবং রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়।

ওজন কমে : প্রায় ৮-১২ শতাংশ

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : বমিভাব, পেটব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য।

এই ওষুধ প্রতিদিন নিতে হয়। তাই অনেকেই পরবর্তীতে সাপ্তাহিক ইনজেকশনের দিকে যান।

সেমাগ্লুটাইড (২.৪ এমজি, সপ্তাহে)

সেমাগ্লুটাইড-এর আগমন স্থূলতা থেরাপিকে নতুন আকার দিয়েছে। কারণ, এটি ক্ষুধাভিত্তিক পদ্ধতির চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে।

সুবিধা : ১৫-১৮ শতাংশ পর্যন্ত ওজন কমায়। ডায়াবিটিস রোগীদের শর্করা নিয়ন্ত্রণে রাখে। ফ্যাটি লিভার ও পিসিওএসে উন্নতি করে। এছাড়া হৃদরোগে মৃত্যুহার কমাতেও সক্ষম।

টিরজেপাটাইড (GLP-1+ GIP agonist) নতুন, বহু গুণী ও পরবর্তী প্রজন্মের ওষুধ (Dual+Triple agonists)

টিরজেপাটাইড একটি ডুয়েল ইনক্রিটিন মিমেটিক। এটি শরীরের GLP-1 এবং GIP নামে দুটি প্রাকৃতিক হরমোনের কার্যক্রমকে সক্রিয় করে। GLP-1খিদে দমন, তৃপ্তি ও ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। অন্যদিকে, GIP শরীরের চর্বি ভাঙা, শক্তিব্যয় বাড়ানো ও মেটাবলিজম উন্নত করতে ভূমিকা রাখে। একসঙ্গে কাজ করার ফলে এই দুই হরমোন শরীরকে এক বহুস্তরীয় মেটাবলিক অ্যাডভান্টেজ দেয়, যা ওজন কমানোকে আরও ধারাবাহিক ও গভীর করে তোলে।

ওজন কমানো : ২০-২২ শতাংশ পর্যন্ত। অনেক ক্ষেত্রে ব্যারিয়াট্রিক সার্জারির কাছাকাছি ফলাফল দেখা গিয়েছে।

কেন এই দুই অণু এত সফল

কারণ, এগুলো শুধু খিদে দমন করে না, শুধু ক্যালোরি কাটিংয়ের ওপর নির্ভর করে না, বরং শরীরের হরমোনের জটিলতাকে ঠিক করে, মেটাবলিক রিসেট ঘটায় এবং দীর্ঘমেয়াদে স্থূলতা সম্পর্কিত রোগ যেমন ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, ফ্যাটি লিভার, স্লিপ অ্যাপনিয়া কমাতে সাহায্য করে। বিজ্ঞাননির্ভর স্থূলতা চিকিৎসায় এই ধরনের হরমোনভিত্তিক থেরাপি যে ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সে ব্যাপারে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু'ও স্বীকৃতি দিয়েছে।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া : GLP-1 ও dual-agonist-গুলি সাধারণত নিরাপদ। তবে বমিভাব, পেটের সমস্যা, খাওয়ার পর দ্রুত ভরাট লাগা, খুব কম সংখ্যায় প্যানক্রিয়াটিস হতে পারে। সঠিক ডোজ টাইট্রেশনের মাধ্যমে সাধারণত এগুলো কমে যায়।

ভবিষ্যতের থেরাপি

রেটাট্রুটাইড (Triple agonist - GLP-1 + GIP + Glucagon) : ক্লিনিকাল ট্রায়ালে দেখা গিয়েছে, ২৪-২৫ শতাংশ পর্যন্ত ওজন কমাতে পারে, যা চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভূতপূর্ব। অনেকে একে বলছেন নন-সার্জিকাল ব্যারিয়াট্রিক মেডিসিন।

ক্যাগ্রিলিনটাইড+ সেমাগ্লুটাইড কম্বিনেশন (অ্যামিলিন+ GLP-1) : খিদে আরও বেশি কমায়, দীর্ঘস্থায়ী তৃপ্তি দেয়।

কারা ওজন কমানোর ওষুধ নেবেন

ওজন কমানোর ওষুধ ফ্যাশন নয়, তাই সকলের জন্য নয়।

বিএমআই ≥ ৩০ হলে,

বিএমআই ≥ ২৭ হলে এবং সঙ্গে টাইপ-২ ডায়াবিটিস, উচ্চ রক্তচাপ, স্লিপ অ্যাপনিয়া, ব্যথাজনিত হাঁটুর সমস্যা, ফ্যাটি লিভার, পিসিওএস থাকলে এবং আগে বহুবার ডায়েট-ব্যায়াম করে ব্যর্থ হলে।

ওষুধ কতদিন খেতে হবে

স্থূলতা একটি দীর্ঘমেয়াদি রোগ, ঠিক যেমন ডায়াবিটিস বা রক্তচাপ। তাই চিকিৎসাও অনেকের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি হতে পারে। ওষুধ বন্ধ করলে কিছু মানুষের আবার ওজন বাড়ে। এটি স্বাভাবিক, কারণ শরীর 'সেট-পয়েন্ট'-এ ফিরে যেতে চায়। শুধু ওষুধ কাজে দেবে না। বিজ্ঞান বলছে, ওষুধ+সঠিক ডায়েট+ব্যায়াম = সর্বোচ্চ ফলাফল। ওষুধ খিদে কমাতে সাহায্য করে। কিন্তু খাবার নির্বাচন, অংশ নিয়ন্ত্রণ, প্রোটিন বাড়ানো, চিনি ও ট্রান্সফ্যাট কমানো, হাঁটা-ব্যায়াম - এগুলো ওজন নিয়ন্ত্রণের ভিত্তি।

ওজন কমানোর ওষুধ কয়েক দশক ধরে রয়েছে। কিন্তু নতুন প্রজন্মের ইনজেকশন স্থূলতা চিকিৎসাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। এগুলো শুধু ওজন কমায় না, ডায়াবিটিস, ফ্যাটি লিভার, পিসিওএস, হৃদরোগ - সবক্ষেত্রেই উন্নতি আনতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে এটি কোনও ম্যাজিক নয়, বরং সঠিক রোগী, সঠিক ওষুধ, সঠিক ডোজ, সঠিক তত্ত্বাবধান - এই চার স্তম্ভের ওপর দাঁড়ানো বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা।

ভেষজ চায়ের স্বাস্থ্যগুণ

বেশিরভাগ মানুষেরই চা ছাড়া দিন শুরু হয় না। তবে দুধ চা বা লাল চা ছাড়াও বেশ কিছু ভেষজ চা বা হার্বাল টি রয়েছে, যেগুলি খেলে স্বাদ তো বদলাবেই, শরীরও ভালো থাকবে। পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ এই ধরনের ভেষজ চা সারাদিনে অন্তত একবার হলেও খেতে পারেন। লিখেছেন কোচবিহারের নাটাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সিনিয়ার আয়ুর্বেদিক মেডিকেল অফিসার **ডাঃ বাসবকান্তি দিন্দা**

ভেষজ চা টিসানেস নামে পরিচিত। থেরাপিউটিক পানীয় হিসেবে এই চা ব্যবহারের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ভেষজ চা ক্যাফিনমুক্ত। ঐতিহ্যবাহী চিনা সংস্কৃতিতে শরীরের শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে এবং বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার জন্য পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে ভেষজ চা ব্যবহৃত হয়ে আসছে। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুর্বেদে ভেষজ চা চিকিৎসার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ।

তৈরির পদ্ধতি

ভেষজ উদ্ভিদের ফুল, অপরিণত ফল, পাতা, বীজ এবং শিকড়ের মতো ভোজ্য তাজা বা শুকনো অংশগুলিকে গরম জলে ফুটিয়ে ভেষজ চা তৈরি করা হয়। ফলে উপকারী যৌগগুলি নিষ্কাশিত হতে পারে। সাধারণত এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের উপাদানগুলিকে ৫ থেকে ১৫ মিনিট জলে ফোটানো হয়। তারপর ছেঁকে খাওয়া হয়।

কোন চায়ে কী উপকার

আদা চা

তৈরির পদ্ধতি : এক কাপ জলে ১ চা চামচ আদা গুঁড়ো মিশিয়ে ইনফিউশন বা আদা চা তৈরি করা হয়।

উপকারিতা : আদা চা হজম প্রক্রিয়াকে উদ্দীপিত করে। ফেনল উদ্বায়ী তেল, জিঞ্জেরল ইত্যাদি হল আদার সক্রিয় রাসায়নিক উপাদান। আদা বমিবমি ভাব কমায়, রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে, হজম উন্নত করতেও সাহায্য করে। বাতের রোগীরা আদা চা খেতে পারেন। কারণ, এর প্রদাহ নিরাময়কারী বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

দারুচিনি চা

তৈরির পদ্ধতি : প্রায় ৩ চা চামচ দারুচিনির ছাল ১ কাপ জলে ৫ মিনিটের জন্য মিশিয়ে ফুটিয়ে চা তৈরি করা হয়।

উপকারিতা : দারুচিনি চা স্বাস্থ্যকর, হজমশক্তিকে উদ্দীপ্ত করে। এটি কোলেস্টেরল কমাতে সাহায্য করে এবং ওজন কমাতে সাহায্য করে।

পুদিনা চা

তৈরির পদ্ধতি : এক্ষেত্রে শুকনো পুদিনা পাতার গুঁড়ো নিতে পারেন। ১ কাপের জন্য ২-৩ গ্রাম লাগবে। অথবা শুকনো পাতা ৪-৫ মিনিট ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে পারেন।

উপকারিতা : এটি পেট এবং হজমের সমস্যা প্রতিরোধ করে। এছাড়া মানসিক চাপ উপশমের জন্য ভালো। এটি প্রায়শই মাউথফ্রেশনার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এটি পেট ফাঁপা কমাতে এবং ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস)-এর লক্ষণগুলি উপশম করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এছাড়া ব্যথা এবং মাথাব্যথা উপশম করার ক্ষমতা আছে।

তুলসী চা

তৈরির পদ্ধতি : তুলসীর তাজা পাতাগুলি জলে ধুয়ে ড্রায়ারে বা ছায়াতে শুকনো করতে হবে। শুকনো পাতা গ্রাইন্ডারে গুঁড়ো করে নিন। প্রতি কাপের জন্য ২ গ্রাম করে গুঁড়ো নিতে হবে।

উপকারিতা : তুলসী চায়ে ফ্ল্যাভোনয়েড, ফেনল এবং প্রয়োজনীয় তেল সহ জৈব-সক্রিয় যৌগ রয়েছে। এইসব যৌগ তুলসী চায়ের স্বতন্ত্র সুগন্ধ, স্বাদ এবং সম্ভাব্য স্বাস্থ্য উপকারিতায় অবদান রাখে। মূল উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে ইউজেনল, রোসমারিনিক অ্যাসিড এবং অসিমুমোসাইড, যার অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, প্রদাহ নিরাময়কারী, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যাডাপ্টোজেনিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তুলসী চা-কে একটি অ্যাডাপ্টোজেন হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যার অর্থ এটি শরীরকে চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবং ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করে। শ্বাসযন্ত্র ঠিক রাখার জন্য বহু শতাব্দী ধরে তুলসী চা ব্যবহার করা হয়ে আসছে। এটি কাশি, সর্দি এবং হাঁপানির মতো শ্বাসযন্ত্রের রোগের লক্ষণগুলি উপশম করতে সাহায্য করে। তুলসী চায়ের এক্সপেক্টোরেন্ট এবং ব্রংকোডাইলেটর বৈশিষ্ট্যগুলি শ্বাসপ্রশ্বাসে স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াতে সহায়তা করে।

বেল চা

তৈরির পদ্ধতি : কাঁচা ফল ২ মিমি পুরু টুকরো করে কেটে রোদে শুকিয়ে গুঁড়ো করে চালুনির মাধ্যমে ছেঁকে ২ গ্রাম জলে ৩-৪ মিনিট ফোটাতে হবে।

উপকারিতা : গবেষণায় দেখা গিয়েছে, বেল-এ অ্যাস্ট্রিঞ্জেন্সি, অ্যান্টিডায়ারিয়া, অ্যান্টিডিসেন্ট্রিসিটি, অ্যান্টিপাইরেটিক, অ্যান্টিআলসার, অ্যান্টিডায়াবিটিক, অ্যান্টিব্যাকটিরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল, অ্যান্টিফাঙ্গাল, অ্যান্টিইনফ্ল্যামাটরি, অ্যান্টিক্যানসার, অ্যানালজেসিক প্রভৃতি গুণ রয়েছে।

মরিঙ্গা চা

তৈরির পদ্ধতি : শুকনো মরিঙ্গা বা সজনে পাতা পিষে গুঁড়ো করে নিন। প্রতি কাপের জন্য ২ গ্রাম করে গুঁড়ো নিতে হবে।

উপকারিতা : সজনে পাতা রুচিকারক ও ক্ষুধাবর্ধক। এছাড়া হজমে সাহায্য করে, কোষ্ঠকাঠিন্য ও অতিনিদ্রা কমাতে সাহায্য করে।

লেমনগ্রাস চা

তৈরির পদ্ধতি : গাছের পরিণত পাতা ভালোভাবে পরিষ্কার করে শুকনো করে ১/২-১ ইঞ্চি ছোট ছোট টুকরো করে কেটে প্যাকেট করে রাখা হয়। ১ কাপে ৩ গ্রাম পরিমাণ নিয়ে ৪-৫ মিনিট ফুটিয়ে ছেঁকে নিতে হবে। এটি গ্রিন টি'র সঙ্গে মিশিয়েও খেতে অনেকে পছন্দ করেন।

উপকারিতা : লেমনগ্রাস সাধারণত রান্নায় ব্যবহৃত হয়। চাপ, ব্যথা কমাতে এবং মেজাজ উন্নত করতে অ্যারোমা থেরাপিতে এটি ব্যবহৃত হয়। লেমনগ্রাসে আইসোরিয়েন্টিন, ক্লোরোজেনিক অ্যাসিডের মতো অসংখ্য অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে যা রোগ সৃষ্টিকারী মুক্ত র‍্যাডিক্যালগুলি খুঁজে পেতে সহায়তা করে। এছাড়া দাঁতের ক্ষয় রোধে ব্যবহৃত হয় লেমনগ্রাস। এতে জৈব সক্রিয় সাইট্রালের উপস্থিতি অ্যাপোপটোসিস বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্যানসার প্রতিরোধে সহায়তা করে। এছাড়া বদহজম এবং গ্যাস্ট্রিক আলসার নিরাময়ে, উচ্চ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে ও অতিরিক্ত ওজন কমাতে সাহায্য করে।

ই-কার্ড দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়

কথায় বলে এক নয় দুই নয় বরং লাখ কথায় নাকি বিয়ে হয়। আর এই লাখ কথার অনেকটাই জুড়ে থাকে বিয়ের নিমন্ত্রণ এবং সেইসঙ্গে বিয়ের কার্ড। প্রথমে হাতে লেখা, তারপর ছাপার অক্ষরে, সেখান থেকে নানা ডিজাইন হয়ে বর্তমানের ই-কার্ড। সময়ের সঙ্গে নানা বদল এসেছে এই বিয়ের কার্ডের ধরনে। লিখলেন জসিমুদ্দিন আহম্মদ।

আচার অনুষ্ঠান

বিয়ে শুনলেই আপনার মাথায় কী কী আসতে পারে? সানাই, টোপর, আচার-অনুষ্ঠান আর সেইসঙ্গে অবশ্যই বিয়ের কার্ড। এমনিতে সেখানে পাত্রপাত্রীর নাম, পরিচয় এবং অনুষ্ঠানের দিনক্ষণ, স্থান ছাড়া আর বিশেষ কিছু দেখা যায় না। তবে তার আসল মাহাত্ম্য বয়ান এবং নকশায়। শোনা যায় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও নাকি এই বিয়ের কার্ডের বয়ান নিয়ে বেশ খুঁতখুঁতে ছিলেন। সেইজন্য নিজের বিয়ের কার্ডের বয়ান নিজেই লিখেছিলেন। সময়ের সঙ্গে পরিবর্তন এসেছে এই কার্ডের ধরনে।

ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতা

সাধারণ থেকে ডিজিটাল, ঐতিহ্য থেকে আধুনিকতা! বিবর্তন ঘটেছে বিয়ের কার্ডে। কার্ডের কোনায় হালকা হলুদের প্রলেপ লাগিয়ে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি গিয়ে নিমন্ত্রণ জানানোর রেওয়াজ আজও বহমান। বাড়িতে বিয়ের কথা পাকা হলেই পরিবার নিয়ে নিমন্ত্রণ কার্ড বাছাই করতে লেগে পড়েন সকলে। তাতে থাকে রুচি, ঐতিহ্য, আধুনিকতার মিশেল। সঙ্গে নতুনত্ব থাকে কার্ডের বয়ানে, স্টাইলে। কোথাও বরবধূর ছবিও দেওয়া থাকে। তবে আজকাল নানারকমভাবে ডিজিটাল কার্ডও তৈরি করছেন অনেকে। যেমন- কালীতলার অভিজিৎ সাহা মেয়ের বিয়েতে কার্ড ছাপানোর পাশাপাশি ই-কার্ড তৈরি করিয়েছিলেন। যার ব্যাকগ্রাউন্ডে ছিল সানাইয়ের সুর। তাঁর কথায়, 'মেয়ে আর জামাইয়ের ছবি দিয়ে খুব সুন্দর ই-কার্ড তৈরি করে দিয়েছিল কলকাতার এক সংস্থা। আমাদের বহু আত্মীয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছিলেন। সশরীরে গিয়ে কার্ড দেওয়া দুষ্কর ছিল। মুশকিল আসান হয়ে দাঁড়াল হাল আমলের ই-কার্ড প্রথা।'

পুরোনো কথা

একসময় কার্ডের বদলে মৌখিক আমন্ত্রণ অনেকের ভাবাবেগে আঘাত করত। অনেকে বিয়েবাড়ি যেতেন না। কিংবা গেলেও মুখ গোমড়া করে থাকতেন। এই মানসিক দ্বন্দ্ব ভেঙে চুরমার করেছে ই-কার্ড। এখন বিয়ের আমন্ত্রণ পৌঁছায় মোবাইলে মোবাইলে ই-কার্ডের মাধ্যমে। সেজন্য হাজার হাজার টাকা খরচ করেছেন অনেকে।

ব্যবসায়ীদের কথা

মালদা শহরের গোলাপট্টি এলাকার প্রতিষ্ঠিত আমন্ত্রণপত্র ব্যবসায়ী পরিমল সাহা জানান, প্রতি দশকেই আমন্ত্রণপত্রে বদল আসছে। ছোট থেকে বড় সব ধরনের আমন্ত্রণপত্রের কাগজ থেকে শুরু করে, নকশা ও কারুকার্যে বদল ঘটছে। অনেক কার্ডে দেবদেবীর ছবি, মঙ্গলঘট আলাদা করে বসানো, বরকনের ছবি বসানোর জন্য জায়গা রাখা থাকছে। আবার উলটোটাও হচ্ছে। যেখানে পুরোনো হারিয়ে যাওয়া স্টাইলকে আধুনিক মোড়কে আনা হচ্ছে। তাঁর কথায়, 'যতই ই-কার্ড আসুক ছাপা কার্ডের রেওয়াজের খামতি কোনওদিন হয়নি আর হবেও না।'

নকশায় পরিবর্তন

ছাপা কার্ডেও ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। নকশা, ফন্ট, কার্ড সবই আলাদা। আগে হাতে লিখে কার্ড দেওয়া হত। পরে সেই দায়িত্ব তুলে নেয় ছাপাখানা। এই ছাপাখানার লেখাতেও প্রতিদিন বদল হয়ে চলেছে। লেখা হয় বিভিন্ন স্টাইলে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য খোদাই, লিথোগ্রাফি, থার্মোগ্রাফ, লেটার প্রেস প্রিন্টিং, এমবসিং, কম্প্রেশন প্লেট পদ্ধতি, অফসেট প্রিন্টিং ইত্যাদি।

থাকছে উপহারও

শহরের বাসিন্দা ফিরোজ আহমেদ জানান, মেয়ের বিয়েতে কলকাতা থেকে দামি কার্ড প্রিন্ট করিয়ে এনেছিলেন। কিন্তু তাতেও মন মানেনি। একটু আলাদা কিছু করতে কার্ডের সঙ্গে শাদি কা লাড্ডু দেওয়ার কথা ভাবেন। বড় বড় ছয়টি করে লাড্ডু প্যাকেট করে প্রতিটি কার্ডের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানাতে আত্মীয়পরিজনদের বাড়ি পৌঁছেছিলেন।

নবতিপর নাট্য ব্যক্তিত্বের বক্তৃতায় বাধা

রাহুল দেব

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : নাট্যোৎসবে সংবর্ধনার আমন্ত্রণ পেয়ে প্রথমে তিনি যেতে রাজি ছিলেন না। তবুও আয়োজকরা নাছোড়বান্দা হওয়ায় শেষে রাজি হন উত্তর দিনাজপুর জেলার প্রবীণ নাট্য ব্যক্তিত্ব শিবশংকর সেনগুপ্ত। কিন্তু সেখানে সংবর্ধনা মঞ্চে যে এমন তিক্ত অভিজ্ঞতা হবে তা বোধহয় তিনি আশা করেননি। নবতিপর শিবশংকরকে মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়ার পর কিছু বলতে বলা হয়। তিনি বলা শুরুও করেছিলেন। কিন্তু তিন-চার মিনিট বক্তব্য দেওয়ার পর সময় কমের দোহাই দিয়ে তাঁকে থামতে বলা হয়। এই ঘটনায় বিতর্কে জড়াল সংস্কৃতিমন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত রায়গঞ্জের 'নাট্যোৎসব-২০২৫'।

শনিবার সন্ধ্যায় রায়গঞ্জের ছন্দম মঞ্চে কেন্দ্রের সংস্কৃতিমন্ত্রকের সহায়তায় ও রায়গঞ্জ কুলিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় দুইদিনের নাট্যোৎসব। যেখানে মোট পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করেছে। শনিবার বিকেল সাড়ে পাঁচটায় জেলার খ্যাতনামা তিন নাট্য ব্যক্তিত্বকে সংবর্ধনা দেওয়ার

নাট্যোৎসবে বিতর্ক রায়গঞ্জে

কথা ছিল। সেই অনুষ্ঠান শুরু হয় সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা নাগাদ। সাতটার দিকে শুরু হয় নাটক প্রদর্শনী।

সংবর্ধনা মঞ্চে আয়োজকরা সংবর্ধনা পাওয়া নাট্য ব্যক্তিত্বদের দর্শকদের উদ্দেশে কিছু বলতে বলেন। শিবশংকর ১৯৫৬ সালে তাঁর নাট্য জীবনের শুরুর বিষয়ে বলতে শুরু করেন। মাত্র কয়েক মিনিট পরেই ঘটে ছন্দপতন। আয়োজকদের তরফে জনৈক মহিলা সঞ্চালিকা তাঁর কাছে এসে বক্তব্য বন্ধ করতে বলেন। এই ঘটনায় শিবশংকরের সঙ্গে স্তম্ভিত হয়ে পড়েন দর্শকরাও। এরপর তিনি মঞ্চ থেকে নেমে দর্শকাসনে বসে প্রথম নাটকটি দেখেন। সেটি শেষ হওয়ার পর সংবর্ধনার মানপত্র, ফুলের তোড়া, শাল ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করে তিনি বাড়ির দিকে রওনা হন।

তাঁর কথায়, 'জীবনে নাটক থেকে অনেক কিছু পেয়েছি। সত্তর বছর আগে আমার প্রথম নাটকের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চেয়েছিলাম, আয়োজকদের অনুরোধেই। কিন্তু যা ঘটল তাতে আমি সত্যিই ভীষণ মনঃক্ষুণ্ণ।' আয়োজক সংস্থা রায়গঞ্জ কুলিক সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি বিজয়কৃষ্ণ তালুকদারকে এই বিষয়ে জানতে ফোন করা হলে তিনি পরে যোগাযোগ করবেন জানালেও, পরে আর ফোন করেননি।

সৃষ্টিশ্রীমেলায় কুশমণ্ডির মুখা। রবিবার বালুরঘাটে। -মাজিদুর সরদার

লোকশিল্প ও সংস্কৃতির নিদর্শন

সৃষ্টিশ্রীতে কুশমণ্ডির মুখার চাহিদা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : বালুরঘাটের সৃষ্টিশ্রীমেলায় ঢুকলেই চোখে পড়ছে নান্দনিক মুখার সারি। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডি ব্লকের মহিষবাথান এলাকার জিআই ট্যাগপ্রাপ্ত মুখা এবার মেলার অন্যতম আকর্ষণ। গ্রামবাংলার লোকশিল্প ও সংস্কৃতির এই অনন্য নিদর্শন কিনতে ভিড় জমাচ্ছেন সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে শিল্পপ্রেমীরা।

মূলত বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি এই মুখাগুলির জোড়া বিকোচ্ছে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায়। ঘরের শোভা বাড়াতে কিংবা উপহার হিসেবে এই মুখা কিনছেন অনেকে। মুখার পাশাপাশি কুশমণ্ডির শিল্পীরা এনেছেন বাঁশের তৈরি ফুলদানি, ল্যাম্পশেড, পেনদানি। কোথাও খোদাই করা ফুল, কোথাও বা আবার পাখির নকশা- সব মিলিয়ে স্টল জমেছে নজরকাড়া শিল্পকর্মে। মহিষবাথান এলাকায় একাধিক পরিবার প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে গমীরা মুখা তৈরি করে আসছেন। গামারি ও আম কাঠ দিয়ে তৈরি এই মুখাগুলি হালকা ও টেকসই হওয়ায় লোকনৃত্য গমীরা নাচে সেগুলি ব্যবহৃত হয়। কালী, ডাকিনী-যোগিনী, নরসিংহ, হনুমান, বাঘ ও সিংহ-শক্তির বিভিন্ন রূপই ফুটে ওঠে এই মুখাগুলিতে। বর্তমানে সেই শিল্পই পাড়ি দিচ্ছে আমেরিকা সহ পৃথিবীর নানা প্রান্তে।

বাংলার সাংস্কৃতিক কৃষ্টির অন্যতম প্রতীক হিসেবেও মুখার গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করেন মেলায় ঘুরতে আসা কাঁঠালপাড়ার বাসিন্দা অলোক নাথ। তিনি বলেন, 'এই মুখাগুলোর মধ্যে আলাদা একটা আবেগ আছে। ঘর সাজাব বলে একটা কিনেছি।'

কুশমণ্ডি থেকে আসা মুখাশিল্পী বাবলি বৈশ্য বললেন, 'প্রায় ২৫ বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আগে কাঠের মুখাই বেশি তৈরি হত। এখন প্রদর্শনী ও সাজসজ্জার জন্য বাঁশের মুখার চাহিদা বেড়েছে। জেলায় তো বটেই, জেলার বাইরে এমনকি কলকাতায় আমাদের মুখার কদর বাড়ছে।'

> প্রায় ২৫ বছর ধরে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত। আগে কাঠের মুখাই বেশি তৈরি হত। এখন প্রদর্শনী ও সাজসজ্জার জন্য বাঁশের মুখার চাহিদা বেড়েছে। জেলায় তো বটেই, জেলার বাইরে এমনকি কলকাতায় আমাদের মুখার কদর বাড়ছে।
>
> **বাবলি বৈশ্য**
> *কুশমণ্ডির মুখাশিল্পী*

মেলায় আসা মানুষের মধ্যে মুখা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে বলে জানাচ্ছেন বিক্রেতারা। ভালো বিক্রি হওয়ায় মুখে হাসি ফুটেছে তাঁদের। রাধারানি সরকার নামে এক মুখা বিক্রেতা বলেন, 'মেলায় বিক্রি ভালো হচ্ছে। করোনাকালে কাজ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখন বিভিন্ন মেলায় সুযোগ পাওয়ায় আবার ঘুরে দাঁড়ানোর আশা দেখছি।'

ক্রেতারা বাড়িতে সাজানোর পাশাপাশি অনুষ্ঠানে উপহার দেওয়ার জন্যও মুখা কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। হিলি থেকে আসা অরিন্দম পাল বলেন, 'মুখাগুলির কাজ খুব সুন্দর। কাউকে উপহার হিসেবে দেওয়ার জন্যে এর থেকে আর কোনও ভালো জিনিস হয় না। এক বন্ধুকে উপহার দেব বলে কিনেছি।' বালুরঘাটের সৃষ্টিশ্রীমেলায় কুশমণ্ডির মুখা যেন শিল্পী ও ক্রেতা, দু'পক্ষেরই মিলনে আবার নতুন করে প্রাণ পাচ্ছে।

পৃথক রক্তদান শিবির

রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : সাধারণ মানুষের স্বার্থে ফের সামাজিক উদ্যোগ গ্রহণ করলেন রায়গঞ্জের দেবীনগরের একই পরিবারের তিন চিকিৎসক সন্তানের মা দীপ্তি সরকার। রবিবার তাঁদের বাড়িতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে নিজের পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার বাসিন্দারা রক্তদানে অংশ নেন। দীপ্তি সরকারের তিন ছেলে বিশ্বনাথ সরকার, অশোক সরকার এবং আশিস সরকার পেশায় ডাক্তার। এই তিন ডাক্তার এবং পুত্রবধূ রোমানা ঘোষ মায়ের আবেদনে সাড়া দিয়ে এদিন এই শিবিরে সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন ও বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র তুলে দেন। এদিন ৪০ জন রক্তদান করার পাশাপাশি তিন ছেলে ও পুত্রবধূ রোমানাও রক্ত দেন। আয়োজক সংস্থার সভাপতি দীপ্তি সরকার বলেন, 'আজ প্রথম রক্তদান শিবির করতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে।'

অন্যদিকে, বালুরঘাট পুরসভার ২ নম্বর ওয়ার্ডের জটালি মোড় এলাকায় সবজি এটিএম নামে একটি সংস্থার তরফে প্রতিবছরই রক্তদান শিবির করা হয়। এদিন ওই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবিরে বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র, নাট্য সংগঠক উদয়কুমার দাস, চিকিৎসক সৌমেন চৌধুরী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। ওই শিবিরেই এদিন ৯ জন মহিলা সহ ৩১ জন রক্তদান করেন। ২০ জন লাইভ দাতা হিসেবে অঙ্গীকারবদ্ধ হন।

সুইমিং পুলের শিলান্যাসেও তর্জা

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : অবশেষে কালিয়াগঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে পুর সুইমিং পুলের শিলান্যাস হল। রবিবার দুপুর দুটো নাগাদ শ্রীমতী নদী সংলগ্ন এলাকায় নারকেল ফাটিয়ে শিলান্যাস করেন কালিয়াগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। উপস্থিত ছিলেন ভাইস চেয়ারপার্সন জয়া বর্মন দেবশর্মা, তৃণমূল কাউন্সিলার রামনিবাস সাহা সহ অন্য কাউন্সিলাররা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুদানকৃত ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ আগামী ছয় মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন চেয়ারম্যান। তাঁর কথায়, '৮২ ফুট লম্বা এবং ৪১ ফুট চওড়া হবে এই সুইমিং পুলটি। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ৫ জন সাঁতার কাটতে পারবে। এছাড়া সাধারণভাবে ১২ জনের মতো সাঁতার কাটতে পারবে। কলকাতার একটি কনস্ট্রাকশন কোম্পানি কাজটি করবে।' সাঁতার শেখার ক্ষেত্রে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে এখনও কোনও চিন্তাভাবনায় আসেনি পুর কর্তৃপক্ষ। প্রায় ৫ বিঘা এলাকাজুড়ে গ্রিন সিটি প্রকল্পের মাঝে এই সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ শুরু হবে বলে তিনি

শ্রীমতি নদীসংলগ্ন এই জায়গায় সুইমিং পুলের শিলান্যাস হয়।

জানিয়েছেন। এদিকে, শিলান্যাসের দিনও ফের একবার এই সুইমিং পুলকে ঘিরে দেখা দিল রাজনৈতিক তর্জা।

রায়গঞ্জের বর্তমান বিজেপি সাংসদ কার্তিকচন্দ্র পাল তৃণমূলের পুর চেয়ারম্যান থাকাকালীন এই জায়গায় সুইমিং পুল নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়। কিন্তু, কার্তিক দলবদল করতেই বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। পরবর্তীতে নতুন তৃণমূল পরিচালিত পুর বোর্ডে রামনিবাস সাহার উদ্যোগে এই এলাকায় বিশালাকার গর্ত করা হয়। পরবর্তীতে আবার মাটি ফেলে সেই গর্ত ভরাটও করা হয়। পরবর্তীতে তৎকালীন পুর চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা এই স্থানে ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ হবে বলে ঘোষণাও করেন। ইতিমধ্যে, পুর বোর্ড মিটিংয়ে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার কার্তিকচন্দ্র পাল তাঁর এমপি ফান্ড থেকে ১ কোটি টাকা অত্যাধুনিক সুইমিং পুল নির্মাণের জন্য দেওয়ার প্রস্তাব দিলে তৎকালীন পুর চেয়ারম্যান রামনিবাস সাহা সেই অর্থ নিতে অস্বীকার করেন।

এই ব্যাপারে এদিন রায়গঞ্জের বিজেপি সাংসদ তথা কালিয়াগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের বিজেপি কাউন্সিলার কার্তিকচন্দ্র পাল বলেন, "সুইমিং পুল টেন্ডারের আগে আমি পুর বোর্ড মিটিংয়ে এই 'বেবি' সুইমিং পুল না করে আমার সাংসদ কোটার আরও ১ কোটি টাকা দিয়ে বড় এবং অত্যাধুনিক সুইমিং পুল নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলাম তৃণমূলের পুর বোর্ডকে। কিন্তু, এখানেও তারা নিম্ন রাজনৈতিক মানসিকতার পরিচয় দিয়ে মাত্র ৮৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে 'বেবি' সুইমিং পুল নির্মাণের কাজ শুরু করছে।" তাঁর অভিযোগ, স্থানীয় এক মাটি ব্যবসায়ীকে ঠিকাদার বানিয়ে এই কাজ সম্পন্ন করতে চাইছে পুরসভা। মানুষের ট্যাক্সের টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে তাঁরা দেবেন না।

প্রয়াত মন্দিরের সেবায়েত

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : বালুরঘাট শহরের ঐতিহ্যবাহী রঘুনাথ জিউ মন্দিরের প্রধান সেবায়েত খগেন্দ্রনাথ সরকার প্রয়াত হলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ওই মন্দিরেই রাত্রিবাস করতেন। রবিবার মন্দির কমিটির তরফে মন্দির প্রাঙ্গণেই তাঁর দেহ সমাধিস্থ করা হয়।

৩ মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : শনিবার গভীর রাতে রায়গঞ্জ শহরের বিভিন্ন এলাকায় ব্রাউন সুগারের কারবার করার অভিযোগে তিনজনকে গ্রেপ্তার করল রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের মধ্যে বিশ্বনাথ চৌধুরীর বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের শক্তিনগরে। অশোক দাস ও দিব্যজ্যোতি ভৌমিকের বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের অশোকপল্লিতে। রবিবার বিকেলে ধৃতদের রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার গভীর রাতে একটি চার চাকার গাড়িতে ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে যাওয়ার আগে পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রায়গঞ্জ শহরের বারদুয়ারি এলাকায় গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালায়। ধৃতদের কাছ থেকে ব্রাউন সুগার, নিষিদ্ধ কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। এরপর রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসা হয় তাঁদের। রায়গঞ্জ থানার এক পুলিশ আধিকারিকের বক্তব্য, 'তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে কত পরিমাণ ব্রাউন সুগার, কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত হয়েছে জানানো যাচ্ছে না।' রায়গঞ্জ সিজেএম কোর্টের সহকারী সরকারি আইনজীবী দীপ্তেশ ঘোষ বলেন, 'ধৃতের বিরুদ্ধে মাদক আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

ভাড়ায় রাশ টানতে কড়া বার্তা

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : গন্তব্যে পৌঁছাতে তাড়াহুড়ো। তাই টোটোতে ওঠার আগে চালককে ভাড়া জিজ্ঞাসা করা হয়নি। ব্যাস, তারপর আর কী? টোটো থেকে নামতেই শুরু চালক-যাত্রী বাগবিতণ্ডা। টোটোচালকদের এই অতিরিক্ত ভাড়ার দাবি যেন রোজকার ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এই যেমন থানা মোড়ের এক মুদি দোকানদার প্রদীপ মহন্ত তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তাঁর কথায়, 'দোকানের জিনিস আনতে প্রতিদিন টোটো লাগে। ভাড়া প্রায়ই বদলে যায়। একই দূরত্বে কখনও ৫০, কখনও ৮০ টাকা নেয়।' বর্তমানে বালুরঘাট শহরে টোটোভাড়াকে কেন্দ্র করে এরকম নানা অভিযোগ জমা পড়েছে পরিবহণ দপ্তরেও। অবশেষে এই নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন।

সম্প্রতি আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক (আরটিও) সজলকুমার মণ্ডল টোটোচালকদের সঙ্গে এই নিয়ে বৈঠক করেন। তাতে সজল স্পষ্ট বলেছেন যে, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে অভিযোগ এসেছে টোটোচালকরা অনেক সময় অতিরিক্ত ভাড়া নিচ্ছেন। যাত্রীদের কাছ থেকে আগামীতে যেন এমন অভিযোগ না আসে। ভাড়ার দিকটা যাতে তাঁরা খেয়াল রাখেন, সেই বিষয়ে তাঁদের সতর্ক করা হয়েছে।'

টোটোভাড়া নিয়ে রোজকার অনিশ্চয়তা এখন বড় যন্ত্রণা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিত্যযাত্রীদের কাছে। রথীন হালদার প্রতিদিন টোটো করেই রঘুনাথপুর থেকে বাড়ি ফেরেন। একই রুটে একদিন ২০ টাকা নেওয়া হয়, পরেরদিনই কোনও টোটো ৩০ টাকা চায়। প্রশ্ন করলে বলা হয় ভাড়া বেড়েছে। কিন্তু কোথায় সেই তালিকা প্রশ্ন তুলেছেন রথীন। কলেজ ছাত্রী কৌশানি দত্তর অভিজ্ঞতা আরও তিক্ত। তিনি বলেন, 'কয়েকদিন আগেই গন্তব্যে নেমে ১০ টাকার বদলে ২০ টাকা চাইল চালক। না দিতে চাইলে তর্ক শুরু হয়। অপমানও করল। এখন রোজ ভাড়া শুনেই টোটোতে উঠি।'

এদিকে, এই নিয়ে টোটোচালকদের বক্তব্য অবশ্য একেবারে আলাদা। কেউ বলছেন, পুরোনো ভাড়ায় খরচ ওঠে না। আবার কেউ বলছেন সব চালক অতিরিক্ত ভাড়া নেন না। কয়েকজনের জন্য সবার বদনাম হচ্ছে।

বালুরঘাটের বাজার এলাকার চালক সমীরণ দাসের কথায়, 'রাস্তায় এখন ভিড় লেগেই থাকে। ব্যাটারির দামও এখন অনেক। পুরোনো ভাড়ায় চালালে খরচই উঠে আসে না। যদিও একজন বেশি ভাড়া চাইলেও অন্য টোটো কম ভাড়ায় নিয়ে চলে যায়।' প্রশাসন যদি নির্দিষ্ট ভাড়ার তালিকা দেয়, সেটা তাঁরা মানতে প্রস্তুত বলছেন আরেক চালক সুভাষ বর্মন।

এই পরিস্থিতিতে আরটিও'র হস্তক্ষেপে সমস্যার সমাধান হবে বলে আশাবাদী বালুরঘাটবাসী।

মাদক সহ ধৃত

বহরমপুর, ১৪ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে মাদক পাচারের আগে এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃত জাহিরুল শেখের কাছ থেকে প্রায় ৬০ লাখ টাকার মাদক উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনায় রবিবার শোরগোল পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের লালবাগ মহকুমার পণ্ডিতপুর এলাকায়। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে এদিন রাজ্য সড়কের ওপর ফাঁদ পাতে পুলিশ। কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে মোটরবাইকে পৌঁছান জাহিরুল। ওই তরুণের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় তাঁকে আটকে প্রথমে জেরা এবং পরবর্তীতে তল্লাশি চালায় পুলিশ। বাইকের টুলবক্স থেকে উদ্ধার হয় হেরোইন। ধৃতকে এদিন জেলার বিশেষ এনডিপিএস আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জেলা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, 'ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে ম্যারাথন জেরা শুরু হয়েছে। তার সঙ্গে বাংলাদেশের কার কার যোগ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

সম্প্রীতির নজির

গঙ্গারামপুর, ১৪ ডিসেম্বর : গঙ্গারামপুর শহরে শনিবার রাতে রীতি মেনে পূজিত হলেন মা নিধুয়াপাথার কালী মাতা। এই পুজো ৫২ বছরের পুরোনো। এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য পুজোর দিন সকাল থেকেই প্রতিমা নির্মাণ শুরু হয়, সন্ধ্যার মধ্যেই রংয়ের কাজ করা হয়। ভোররাতে দেবীর বিসর্জন দেওয়া হয়। কালী মন্দিরের পাশে অবস্থিত পিরবাবার মাজারে কালীপুজোর সন্ধ্যায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজন শিন্নি চড়ান। এই সম্প্রীতির চিত্র নিধুয়াপাথার কালীপুজোকে সর্বধর্ম সমন্বয়ের এক অনন্য রূপ দিয়েছে।

পর্যটকদের বেড়ানোয় জটিলতা কাটছেই না

পাহাড়ে ভাঙচুর সমতলের গাড়ি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৪ ডিসেম্বর : প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের পরেও পাহাড়-সমতলের গাড়িচালকদের দ্বন্দ্ব যেন থামতেই চাইছে না। রবিবার ভোরে ফের সমতলের গাড়িতে ভাঙচুর করার অভিযোগ উঠেছে।

অভিযোগ, এদিন লেবংয়ের চিত্রেতে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা সমতলের চারটি দামি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় সিংমারি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

লেবংয়ে ভাঙচুর হওয়া গাড়ি।

এদিকে, সমতলে এই খবর পৌঁছাতেই পরিবহণ এবং পর্যটন মালিক ও চালকদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিষয়টি নিয়ে এদিন বিকেলে বৈঠকে বসে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি। সেই বৈঠকের পর ফের দার্জিলিংয়ের জেলা শাসককে চিঠি দেওয়া হয়। বৈঠক শেষে জয়েন্ট ফোরামের তরফে সমীর পান্ডা এবং গৌরব গুপ্তা জানান, প্রশাসনিক নির্দেশের পরেও পাহাড়ে একের পর এক অনভিপ্রেত ঘটনা ঘটছে। রবিবার ভোরে চিত্রের ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করতে হবে। পাহাড়ের সর্বত্র সমতলের গাড়িচালক এবং পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তার দাবি

- লেবংয়ের চিত্রেতে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা সমতলের চারটি দামি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়
- বিষয়টি নিয়ে এদিন বিকেলে বৈঠকে বসে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি
- পাহাড়ের সর্বত্র সমতলের গাড়িচালক এবং পর্যটকদের সুরক্ষা নিশ্চিতের দাবি উঠেছে।

অন্যদিকে, পাহাড়ের পরিবহণ সংগঠনগুলি গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপার সঙ্গে দেখা করে। তাদের দাবি, সমতলের গাড়ি পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না।

বেশ কয়েকদিন ধরে সমতলের গাড়িগুলিকে পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে যেতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। অভিযোগ, গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই মাঝপথে গাড়ি থেকে পর্যটকদের নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। গাড়িচালককেও বিভিন্নভাবে হুমকি দেওয়া হচ্ছে। যার ফলে শিলিগুড়ি, বাগডোগরা সহ সমতল থেকে পর্যটক নিয়ে পাহাড়ে যাওয়া গাড়িচালকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। এরপরই পাহাড় ও সমতলের গাড়িচালকদের নিয়ে বৈঠক করে জেলা প্রশাসন। সেই বৈঠকে সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়, পাহাড় ও সমতলের গাড়ি বিনা বাধায় সব জায়গায় চলাচল করবে। এই নির্দেশ অমান্য করলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়। তার পরেও যে ছবিটা বদলায়নি, এদিনের ঘটনার পর সেই দিকটা পরিষ্কার।

যদিও সিংমারি ফাঁড়ির পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। তবে এটা ভাঙচুরের ঘটনা, নাকি কোনও গাড়ি পিছন থেকে গাড়িগুলিকে ধাক্কা মেরেছে সেটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজও পরীক্ষা করা হচ্ছে।

এদিকে, এদিন দুপুরে পর্যটক নিয়ে সমতলের একটি গাড়ি দার্জিলিংয়ের পিস প্যাগোডায় গেলে সেখানে চালককে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। সন্ধ্যায় ওই গাড়ির চালক দার্জিলিং সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

সমুদ্রতলে 'সোনালি ডিম'

গভীর সমুদ্র মানেই রহস্যের খনি। আলাস্কার উপকূলে সমুদ্রের প্রায় ৩,৩০০ মিটার গভীরে অনুসন্ধান চালানোর সময় বিজ্ঞানীরা এমন এক বস্তুর খোঁজ পেয়েছেন, যা দেখে তাঁরাও ধন্দে পড়ে গিয়েছেন। জিনিসটি দেখতে অবিকল একটি 'সোনালি ডিম'-এর মতো। 'নোয়া'-র গবেষকরা রিমোট কন্ট্রোল রোবটের সাহায্যে যখন সমুদ্রের তলদেশে তল্লাশি চালাচ্ছিলেন, তখন ক্যামেরায় ধরা পড়ে এই অদ্ভুত চকচকে গোলকটি। এর গায়ে একটি ছোট ছিদ্রও রয়েছে, যা দেখে মনে হচ্ছে এর ভেতর থেকে কিছু একটা বেরিয়েছে বা ঢুকেছে। বিজ্ঞানীরা একে ওপরে তুলে এনে পরীক্ষা করছেন। কেউ বলছেন এটি কোনও প্রাচীন সামুদ্রিক প্রাণীর ডিমের খোলস, আবার কারও মতে এটি নতুন প্রজাতির স্পঞ্জ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অবশ্য অনেকেই একে 'এলিয়েন' বা ভিনগ্রহের প্রাণীর ডিম বলে জল্পনা শুরু করেছেন। আসল রহস্য যা-ই হোক, সমুদ্রের তলদেশ যে এখনও আমাদের কল্পনার বাইরে, এই 'গোল্ডেন অরব' বা সোনালি গোলক তা আবারও প্রমাণ করল।

ব্রোঞ্জ যুগের 'লিপস্টিক'

সাজগোজের বাতিকে আধুনিক নারীরা এগিয়ে, নাকি প্রাচীনরা? এই তর্কে নতুন রসদ জোগাল ইরানের জিরফ্ট সভ্যতার এক আবিষ্কার। প্রত্নতাত্ত্বিকরা প্রায় ৪,০০০ বছরের পুরোনো একটি পাথরের ছোট শিশি উদ্ধার করেছেন, যার ভেতরে পাওয়া গিয়েছে লাল রঙের একধরনের পেস্ট। আধুনিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষার পর নিশ্চিত হওয়া গিয়েছে- এটি আসলে বিশ্বের প্রাচীনতম লিপস্টিক! এতদিন মনে করা হত লিপস্টিক বা ঠোঁট রাঙানোর প্রসাধন মিশরীয়দের আবিষ্কার। কিন্তু এই আবিষ্কার প্রমাণ করল, তারও বহু আগে ইরানে এর চল ছিল। ওই পেস্টে হেমাটাইট, ম্যাঙ্গানিজ এবং উদ্ভিজ্জ তেলের মিশ্রণ পাওয়া গিয়েছে, যা আজও আধুনিক প্রসাধনীতে ব্যবহৃত হয়। এমনকি ঠোঁটে জৌলুস আনতে তাতে সামান্য শিমার বা চকচকে পদার্থও মেশানো হত। অর্থাৎ, চার হাজার বছর আগেও ফ্যাশন সচেতনতায় মানুষ খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। সাজসজ্জার প্রতি মানুষের এই চিরন্তন আকর্ষণ সত্যিই বিস্ময়কর।

ভুল বোতামে কোটিপতি

একটু ভুল করেও কপাল ফিরতে পারে! জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টের এক ব্যক্তি একটি কফি ভেন্ডিং মেশিনে কফি কিনতে গিয়ে ভুল করে অন্য বোতাম টিপে ফেলেন। আর সেই ভুল বোতাম টেপার ফলস্বরূপ হাতে পান এক কফি-কাপ ভর্তি লটারি টিকিট! পরে জানা গিয়েছে, ভেন্ডিং মেশিনটিতে কফি ও লটারি টিকিটের অপশন পাশাপাশি ছিল এবং যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কফির বদলে সেটি এক লটারি টিকিটের বান্ডিল দিয়ে দেয়। কৌতূহলী হয়ে সেই টিকিটগুলি স্ক্র্যাচ করতেই দেখা যায়, তার মধ্যে একটিতে তিনি জিতে গিয়েছেন প্রায় এক মিলিয়ন ইউরো! সামান্য এক ভুলে তিনি কোটিপতি হয়ে যান। ঘটনাটি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে যায় এবং অনেকেই মজা করে বলেন, জীবনে ভুল করারও একটা প্রয়োজন আছে! এক কাপ কফির তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে যে ভাগ্য এভাবে সুপ্রসন্ন হবে, তা কে জানত।

বোতলে প্রাচীনতম চিঠি

সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে আসা একটি বোতল। তার ভেতরে জরাজীর্ণ এক টুকরো কাগজ- এক শতাব্দীরও বেশি পুরোনো এক গোপন চিঠি! এটিই হল বিশ্বের প্রাচীনতম 'মেসেজ ইন আ বটল'-এর রেকর্ড। সম্প্রতি পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার একটি সমুদ্রসৈকতে এই বোতলটি খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। চিঠিটি ১৩২ বছরের পুরোনো। ১৮৮৬ সালের ১২ জুন জার্মানির একটি জাহাজ থেকে এটি সমুদ্রে ফেলা হয়েছিল। তবে এর উদ্দেশ্য প্রেমপত্র লেখা বা রোমান্স ছিল না। জাহাজটি তখন ভারত মহাসাগরে চলছিল এবং সমুদ্রস্রোত এবং বাতাসের গতিপথ পরীক্ষা করার জন্য জার্মান নৌবাহিনী বিশেষ একটি গবেষণা প্রকল্প চালাচ্ছিল। তারা মোট ৬৯০টি বোতল সাগরে ফেলেছিল, যার মধ্যে মাত্র ২৪টি খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। এটি ২৫তম বোতল, যা এত বছর পর বিজ্ঞানীদের হাতে সেই সময়ের জলবায়ু গবেষণার মূল্যবান তথ্য তুলে দিল। ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে এই বোতলটি আজ এক অমূল্য সম্পদ।

সভায় অনুমতি নেই

কান্দি, ১৪ ডিসেম্বর : কলেজ নির্মাণের জন্য সিপিএম নেতার দান করা জমিতেই সভার অনুমতি পেল না দল। ফলে রবিবার কলেজের বাইরে জেলা সম্মেলন করতে বাধ্য হয় সংগঠনটি। সেখানে কৃষক সংগঠনের নেতার অডিও বার্তা থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তুলোধোনা করা হল। ঘটনাটি মুর্শিদাবাদের কান্দি মহকুমার অন্তর্গত খরগ্রাম এলাকার।

এদিন খেতমজুরদের ইউনিয়নের জেলা সম্মেলন থেকে নিশানা করা হয় তৃণমূলকে। সংগঠনের জেলা সম্পাদক জামাল হোসেন বলেন, দান করা জমিতেই সম্মেলন করার অনুমতি দিল না প্রশাসন। তীব্র ধিক্কার জানাই। যদিও তৃণমূল এসব গুরুত্ব দেয়নি।

গোয়ালিয়র জু-তে গাছে চড়ার চেষ্টায় বাঘ। রবিবার। -পিটিআই

৭.৯৫ শতাংশ আনলোডিং বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ১৪ ডিসেম্বর : নভেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মাল আনলোডিং ধারাবাহিকভাবে বাড়িয়েছে। এই মাসে মোট ১,১১৪টি মালবাহী রেক আনলোড করা হয়েছে। গত বছরের নভেম্বরে যা ছিল ১০৩২টি। ফলে এবার লোডিং ৭.৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। মাসজুড়ে চাল, চিনি, লবণ, ভোজ্যতেল, খাদ্যশস্য, সার, সিমেন্ট, কয়লা, শাকসবজি, অটোমোবাইল, ট্যাংকার এবং অন্যান্য সামগ্রী পরিবহণ নিশ্চিত করেছে রেল। নভেম্বর ২০২৫-এ শুধু অসমে পণ্যবাহী ট্রেনের মোট ৬২৪টি রেক আনলোড করা হয়েছে। যার মধ্যে ৩২৪টি রেকে অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী ছিল। এছাড়া ত্রিপুরায় ৮৭টি, নাগাল্যান্ডে ২৩টি, অরুণাচলপ্রদেশে ৮টি, মণিপুরে ২৩টি, মেঘালয়ে ১টি ও মিজোরামে ১২টি রেক আনলোড করা হয়। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গে ১৮৩টি পণ্যবাহী ও বিহারে ১৫৩টি রেক আনলোডিং হয়েছে।

আত্মঘাতী গোল

প্রথম পাতার পর

রাজনৈতিক দেখনদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে জনতা ভাঙচুর ও উচ্ছৃঙ্খলতার যে পথ বেছে নিল, তা নবকুমারের সেই প্রশ্নের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিল এক নির্মম সত্য; আমরা আর উত্তম নই। এই ঘটনা বাঙালির সেই বিশ্বজনীন চরিত্রে এক গভীর, অন্ধকারের কালি লেপে দিল।

বাঙালির চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব ছিল তার প্রতিবাদকে যুক্তির আবরণে মুড়ে পরিবেশন করা। ইংরেজ শাসনের সময় হোক বা নকশাল আন্দোলনের প্রতিবাদ বা ভাষা আন্দোলন- বাঙালি সবসময় তার প্রতিপক্ষকে বুদ্ধিবৃত্তিক এবং নৈতিক অবস্থানে দুর্বল প্রমাণ করেছে। কিন্তু যুবভারতীর ঘটনায় আমরা নিজেরাই নিজেদের দুর্বলতাকে প্রকাশ করে দিলাম। আমরা দেখাতে পারলাম না যে, শাসকের ব্যর্থতা সত্ত্বেও আমরা নাগরিক হিসেবে উন্নত এবং দায়িত্বশীল। দর্শকাসনে থাকা অন্য রাজ্যের মানুষদের হিংসাত্মক কার্যকলাপ রুখতেও সক্রিয় হয়নি কোনও বাঙালি।

এই ঘটনা কেবল একটি ক্রীড়া অনুষ্ঠানের ব্যর্থতা নয়, এটি বাঙালির সেই দীর্ঘদিনের লালিত আদর্শের পতন। যখন আমরা 'উত্তম' থাকতে পারলাম না, তখন আমরা আসলে শাসকের অধমতাকে মেনে নিলাম। কারণ, ভাঙচুর করে আমরা অধম শাসককে সেই সুযোগটিই করে দিলাম, যাতে তারা পালটা যুক্তি সাজাতে পারে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, দায় কার? নিশ্চিতভাবেই দায় আয়োজক এবং অরূপ বিশ্বাসের মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতাদের। রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী মেসির কোমরে হাত দিয়ে এমনভাবে ছবি তুলছেন যেন তাঁর ছোটবেলার বন্ধু! সাহিত্য সম্রাটকে 'বঙ্কিমদা' বলায় ক'দিন আগে তৃণমূলের নেতারাই প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা জানানোর রীতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু শনিবার বারবেলায় অরূপ মেসির সঙ্গে যে ভাত-ডাল-আলুভাজার মতো পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা দেখানোর চেষ্টা করলেন, তা বিশ্বসেরা ফুটবলারের ক্ষেত্রে বেমানান।

শনিবারের কলঙ্ক নিয়ে যে রাজনীতি শুরু হয়েছে তা আত্মঘাতী বাঙালির নতুন পরিচয়। বাঙালির নাক এই প্রথম কাটা গেল, তা নয়। নিজেদের কৃতকর্মে আগেও আমরা নাক কাটিয়েছি। কিন্তু সেই খবর ফুটবল খেলা বিশ্বের দুশোটিরও বেশি দেশে প্রচারিত হয়নি। যুবভারতীর অসভ্যতার গভীরতা সেখানেই।

চাকরি চুরি করে, তোয়ালে মুড়ে ঘুষ নিয়ে তৃণমূলের মহাপুরুষরা এখন রাস্তার মাঝখান দিয়েই হাঁটেন। ফলে তাঁদের কাছ থেকে সভ্য আচরণ আশা করাটা একপ্রকার মানসিক রোগের লক্ষণ। কিন্তু কথায় কথায় আমরা আমজনতা, যারা শাসকের সমালোচনা করি, যারা নিজেদের সুসংহত, শিক্ষিত, সংস্কৃতিবান বলে দাবি করি, যারা বাংলাদেশের উন্মত্ত জনতার প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন বা সংসদ ভবন লুটকে তীব্র কটাক্ষ করে সামাজিক মাধ্যমে মিম বানাই, যুবভারতী কাণ্ডে সেই আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে?

টেলিভিশনের পর্দায় দিনের পর দিন বাংলাদেশের যে অরাজকতার দৃশ্য মানুষ দেখে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে, হঠাৎ করেই সে দৃশ্য যখন নিজের উঠোনে এসে দাঁড়ায়, তখন চোখ কচলালেও সত্যটা আর মুছে যায় না। আমরা ভেবেছিলাম, ওটা 'ওদের' গল্প। কিন্তু ইতিহাসের কি নিষ্ঠুর রসবোধ; ওই গল্পের কিছু পৃষ্ঠা অনুবাদ হয়ে এসে পড়ল সল্টলেকের গ্যালারিতে, মুছে দিল তফাত।

মেসিকে আনা হয়েছিল ফুটবলের উন্নয়নের জন্য। সেই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি সামনে রেখেই ২০ টাকার জলের বোতল বিক্রি করা হয়েছে ২০০ টাকায়, মেসির সঙ্গে সেলফির দাম নেওয়া হয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা। ফুটবলের উন্নয়নে ওই লুটের একটি টাকাও খরচ হবে কি না জানা নেই। তবে ফুটবলের নামে কিছু লোকের ব্যবসা এবং রাজনীতিই যে মেসি ম্যাচের মূল উদ্দেশ্য ছিল- দিনের আলোর মতো স্পষ্ট।

যুবভারতীর ঘটনা আসলে ফুটবলের নয়, বাঙালি সংস্কৃতির এক সংকটচিহ্ন। আমরা আজ ইভেন্টনির্ভর আবেগে বাঁচছি। টিকিট থাকলেই দর্শক, পোস্টার থাকলেই রাজনীতি, সেলেব্রিটি থাকলেই উৎসব। মাঠে ফুটবল থাকুক বা না থাকুক সেলফি থাকলেই চলবে- এই ফাঁপা আনন্দের কাঠামোয় যে কোনও সামান্য ধাক্কাই অরাজকতা ডেকে আনে।

মানুষের চোখে সর্বদা একটি পুরোনো আগুন জ্বলে। সে আগুন ঘর পোড়ায় না, আলো দেয়। সেই আলোয় মানুষ দেখতে চায় নিজের চেয়েও বড় কাউকে, নিজের চেয়েও উঁচু কোনও ছায়া। তাই যখন কোনও তারকা আসেন, নামী খেলোয়াড়, রুপোলি পর্দার মানুষ, কিংবা কোনও প্রতিথযশা সাহিত্যিক- তখন ভিড় জমে। ভিড় মানে কোলাহল নয়, ভিড় মানে একসঙ্গে তাকিয়ে থাকা। যেন হাজার চোখের একসঙ্গে প্রার্থনা। শনিবারের যুবভারতীতে সেই প্রার্থনা যতটা ছিল, তার থেকে অনেক অনেক বেশি ছিল ব্যক্তিগত স্ট্যাটাস দেখানোর চেষ্টা। 'মেসিকে দেখতে গিয়েছিলাম' - সেটা বলার মধ্য দিয়ে নিজের আভিজাত্য প্রকাশ করা।

আসলে মেসি এসেছিলেন ফুটবল শেখাতে নয়, আয়না ধরতে। সেই আয়নায় দেখা গেল আমাদেরই মুখ- উত্তেজিত, বিভ্রান্ত, সংযমহীন। যে কলকাতা একদিন বিশ্বকে পড়তে শিখিয়েছিল, যে শহর কবিতায় প্রতিবাদ গড়ত, যে বাঙালি যুক্তির শক্তিতে রাজনীতি করত, আজ সে আবেগের বাণিজ্যে হেরে গেল। দিনের শেষে এটা ভুললে চলবে না, সল্টলেকের ভাঙা চেয়ারে বসে আজ যদি আমরা স্বস্তি পাই, কাল সেই ভাঙন আমাদের ঘরেও আসবে।

শ্মশানের পথে দেহ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ ডিসেম্বর : কয়েক সপ্তাহের ব্যবধানে ফের হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায় উদ্ধার হল সদ্যোজাত শিশুকন্যার মৃতদেহ। রবিবার সাতসকালে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তুলসীহাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কিসমত বোড়ল গ্রামে। গ্রামের শ্মশানে যাওয়ার রাস্তায় ঝোপের মধ্যে দেহটি খোলা অবস্থায় পড়ে ছিল। স্থানীয়রা তা দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। কী কারণে শিশুটির মৃত্যু হয়েছে, তা ময়নাতদন্তের রিপোর্টে স্পষ্ট হবে বলে পুলিশের বক্তব্য। তবে কে বা কারা নির্জন এলাকায় সদ্যোজাতর দেহ ফেলে রেখেছে, তার খোঁজে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

নভেম্বরে ভিঙ্গলের একটি ধানখেত থেকে এক সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিশ। যদিও এখনও ওই ঘটনার কিনারা হয়নি। তার দু'সপ্তাহ বাদে ফের হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকারই কিসমত বোড়ল গ্রাম থেকে উদ্ধার হল আরও এক সদ্যোজাত শিশুকন্যার দেহ। যেখান থেকে এদিন দেহটি উদ্ধার হয়েছে, সেখানে সচরাচর কেউ যান না। কিন্তু এদিন সেখান দিয়ে যাওয়ার সময় দেহটি পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় এক বাসিন্দা। দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের বক্তব্য, দেহটি রাতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। শিশুটি অপরিণত থাকায় মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, নাকি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গিয়েছে, তা স্পষ্ট নয়। কন্যাসন্তান হওয়ায় শিশুটিকে মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে কি না, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

একটি প্রাথমিক স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আবদুল ওয়াহাব বলেন, 'একবিংশ শতাব্দীতে এসেও এভাবে রাস্তাঘাটে সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের মৃতদেহ পড়ে থাকা সত্যিই সমাজের পক্ষে লজ্জার ব্যাপার। গ্রামগঞ্জের মানুষ এখনও ছেলেমেয়ের মধ্যে কেন বিভাজন করছে বুঝতে পারছি না।' এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য মর্জিনা খাতুন বলেন, 'যদি কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার কারণে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে বুঝতে হবে সমাজ এখনও পিছিয়ে আছে।' হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার বলেন, 'খবর পাওয়ার পরই দেহটি উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।'

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার তুলে নিখোঁজ

বালুরঘাট, ১৪ ডিসেম্বর : শনিবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে পাওয়া টাকা এটিএম থেকে তুলে এবং স্বামীর টাকা নিয়ে মেয়ের সঙ্গে নিখোঁজ হন এক বধূ। ঘটনাটি অমৃতখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের। পারিবারিক অশান্তির জেরে ওই বধূ বাড়ি ছেড়েছেন বলে খবর। রবিবার স্ত্রীর খোঁজ পেতে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন বধূর স্বামী। বালুরঘাট থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

গাছে কোপ

প্রথম পাতার পর

আরেক গ্রামবাসী আশরাফুল অভিযোগ করেন, 'ওই দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললেই তার বাড়িতে এসে তাণ্ডব চালাচ্ছে। কয়েকদিন আগে আমার বাড়িতে ঢুকে প্রায় ২০ রাউন্ড গুলি চালায়। গোটা গ্রামের মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন।'

আসলে মোজমপুর এলাকায় একটি অস্থায়ী পুলিশ ক্যাম্প হলেও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। দুষ্কৃতীরা মোজমপুর এলাকাটিকে অবৈধ কাজকর্মের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে চাইছে। এখানে মূলত দুটি গোষ্ঠী সক্রিয়। আসাদুল্লাহ গোষ্ঠী ও এনারুল গোষ্ঠী। এই দুই গোষ্ঠীর গোলাবারুদে মাঝেমধ্যে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে মোজমপুর। শোনা যাচ্ছে,আসাদুল্লাহ গোষ্ঠী এখন কোণঠাসা। এলাকায় এখন দাপট দেখাচ্ছে এনারুল বাহিনী। আর তার ফল ভুগতে হচ্ছে আসাদুল্লাহপন্থী গ্রামবাসীদের।

কাজে গিয়ে মৃত্যু

বহরমপুর, ১৪ ডিসেম্বর : শেষ আশা পূর্ণ হল না। স্ত্রীকে কথা দিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যে বাড়ি ফিরবেন এবং প্রথম সন্তানের জন্মের সময় উপস্থিত থাকবেন। কিন্তু নবজাতকের মুখ দেখার আগেই অস্বাভাবিক মৃত্যু হল মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার রবিউল শেখের (৩১)।

রবিবার বেঙ্গালুরু থেকে এই পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পৌঁছায় গ্রামে। স্বাভাবিকভাবে পরিবারটির পাশাপাশি শোকস্তব্ধ গোটা গ্রাম। নির্মাণশ্রমিক হিসেবে প্রায় চার মাস আগে বেঙ্গালুরুতে গিয়েছিলেন রবিউল। রবিবারও কাজে যোগ দেন তিনি। কর্মস্থল থেকে তাঁর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধারের খবর পৌঁছায় পরিবারে। কিন্তু কী করে তিনি রক্তাক্ত হলেন বা মারা গেলেন, স্পষ্ট করে জানানো হয়নি কিছুই। অন্তঃসত্ত্বা সুমিয়ারা খাতুন বলেন, 'শনিবার গভীর রাতেও কথা হয়েছিল। আমার সন্তান জন্মানো নিয়ে নানারকম খোঁজ নিচ্ছিল। আজ সব শেষ হয়ে গেল। আমাদের প্রশাসনের কাছে অনুরোধ যেন দ্রুত ওর দেহ ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়।'

নজরে ক্রীড়া দপ্তরও

প্রথম পাতার পর

কিন্তু ফের ঝামেলা হয় ২০২২ সালে আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জেতার পর এমিলিয়ানো মার্টিনেজকে নিয়ে। তখনও বহু মানুষকে ছবি তুলিয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে টিকিট বিক্রি করে শতদ্রু কথা রাখেননি বলে অভিযোগ ওঠে।

সেদিন বহু ছেলেমেয়েকে মিলনমেলার সামনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখা গিয়েছিল। অতীতের এইসব ঘটনার পরেও মেসি-লুইস সুয়ারেজ এবং রডরিগো ডি পলের মতো তারকাকে এনে টিকিট বিক্রি করিয়ে কোটি কোটি টাকা তোলার অনুমতি তিনি পেলেন কী করে? এসব প্রশ্নের উত্তর আদৌ কোনওদিন পাওয়া যাবে কি না জানা নেই।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অসীমকুমার রায়ের নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত কমিটি রবিবার যুবভারতী ঘুরে দেখলেও সেসব প্রশ্নের উত্তরের আভাস দেয়নি। স্টেডিয়াম ঘুরে তদন্ত কমিটির প্রধান শুধু বলেন, 'তদন্তের রোডম্যাপ তৈরি হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। রিপোর্টে সমস্ত কিছু উল্লেখ করা হবে।' শনিবার পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য আয়োজক সংস্থাকে বলা হবে। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি কিন্তু সেই প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে চাননি।

শনিবার মাঠে উপস্থিত মানুষের প্রায় সত্তর শতাংশের অভিযোগের তিরই কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের দিকে। শুধু তিনি নন, তাঁর ভাই স্বরূপ ও স্বরূপের দুই মেয়েকে দেখা গিয়েছে মেসির গা ঘেঁষে থাকতে। দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু, অভিনেত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়, ডায়মন্ড হারবার ক্লাবের সচিব আকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহনবাগান ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসু, সভাপতি দেবাশিস দত্তদের বারবার দেখা গিয়েছে মেসির আশপাশে। দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের কয়েকজনকেও।

যাঁদের এমন ঢালাওভাবে মাঠে ঢোকার অনুমতি পাওয়ার কথা নয়। বেশি সংখ্যায় মানুষ ঢুকলে মাঠের ঘাস খারাপ হয়ে যায় বলে ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের নির্দেশেই একমাত্র এএফসি-র ম্যাচ ছাড়া আর কোনও টুর্নামেন্টে ম্যাচের আগে মাঠে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়া হয় না কোনও ক্লাবকে। শনিবার কিন্তু ক্রীড়ামন্ত্রীর সামনেই তাঁর সেই নির্দেশ অমান্য করা হয়েছে।

ম্যাচ চলাকালীন স্টেডিয়ামের ক্ষতি হলে সংশ্লিষ্ট ক্লাবকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নিয়মও চালু আছে। প্রশ্ন ওঠে, শতদ্রু আয়োজিত মেসির অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়ার সময় কি এসব কথা বলে দেওয়া হয়নি? পরিকাঠামোর ক্ষতি না হওয়ার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা কি রাখা হয়েছিল? সব প্রশ্নেরই উত্তর- নিশ্চিতভাবে না।

সঠিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে সাধারণ দর্শকের চেয়ার ছোড়া বা গেট টপকে মাঠে ঢুকে পড়ার সুযোগ পাওয়ার কথা নয়। নিরাপত্তার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ ও র‍্যাফকর্মীরা ছিলেন মেসিকে দেখার মেজাজে। পরিস্থিতি সামলানো যে তাঁদের হাতের বাইরে ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তদন্তের গোটা প্রক্রিয়ার রবিবার ভিডিওগ্রাফি করা হয়।

যদিও কমিটির গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কোনও কর্মরত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে তদন্ত দাবি করেন। ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ও দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর গ্রেপ্তারিও দাবি করেন তিনি। আয়োজক সংস্থার প্রধান শতদ্রু দত্তের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য একাধিক ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। বিধাননগর আদালত রবিবার তাঁকে ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতে পাঠায়।

মন্ত্রী-আমলাদের বিরুদ্ধে এই বিপর্যয়ের জন্য যে আঙুল উঠেছে, তা রবিবার আরও উসকে উঠেছে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মনোজ তিওয়ারি ও কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের কথায়। দুজনই তৃণমূল নেতা বলে শাসকদলের অন্দরে ক্ষোভ স্পষ্ট। কারও নাম না নিলেও মনোজের তির যে অরূপের দিকে। তাঁর বক্তব্য, 'শনিবার মেসির পাশে যাঁদের দেখা গিয়েছে, তাঁদের সকলকে বিশৃঙ্খলার দায় নিতে হবে।'

অন্যদিকে অতীনের প্রশ্ন, 'পুলিশ ও প্রশাসনের ব্যবস্থা পুরোপুরি ঠিক থাকলে কি এই ঘটনা ঘটত? মাঠের মধ্যে এত বোতল এল কীভাবে?' রবিবারই বিধাননগরের পুলিশ কমিশনারের কাছে ওই ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ভিআইপি এনক্লোজারে কতজনকে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, তাঁদের নাম, পরিচয় এবং কারা অনুমতি দিয়েছিল, কয়েকশো লোক কীভাবে ঢুকে পড়ল ইত্যাদি তথ্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

জানতে চাওয়া হয়েছে, আয়োজক সংস্থা, ক্রীড়া দপ্তর এবং পুলিশের কোনও সমন্বয় বৈঠক হয়েছিল কি না? নবান্ন সূত্রে খবর, আয়োজক সংস্থা শুধু নয়, ক্রীড়া দপ্তরকেও তদন্তের আওতায় রাখা হয়েছে। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারকে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা রুজু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুর অবশ্য অভিযোগ, 'ভুল পদ্ধতিতে এফআইআর হয়েছে। মন্ত্রীদের রক্ষা করার জন্য এই এফআইআর।'

শুভেন্দুর অভিযোগ, 'পাড়ার লোকদের দিয়ে তদন্ত কমিটি তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।' রবিবার ঘটনাস্থলে যান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসও। তিনি জানান, একাধিক প্রস্তাব সহ তিনি রিপোর্ট তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার ও ক্রীড়ামন্ত্রককে দেবেন।

(তথ্য সংগ্রহ : সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়, অরূপ দত্ত, দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায় ও রিমি শীল)

পথে ছড়িয়ে জঞ্জাল

প্রথম পাতার পর

প্রচণ্ড দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। অনেকে ঠিকমতো খাওয়াদাওয়া করতে পারছেন না। অনেকের বেশ শ্বাসকষ্ট হচ্ছে।

২২ এবং ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দুই বিদায়ি কাউন্সিলার তপন দাস এবং প্রসেনজিৎ সরকার সমস্যার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। রায়গঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান সন্দীপ বিশ্বাস বললেন, 'যাতে রাস্তার ওপর কোনও আবর্জনা পড়ে না থাকে আমরা সেজন্য কাজ শুরু করেছি। ১৮ লক্ষ টাকায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম গড়ে তোলা হচ্ছে।'

রায়গঞ্জ পুরসভার উদ্যোগে এই ডাম্পিং গ্রাউন্ড বহু বছর আগে তৈরি করা হয়। শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের আবর্জনা এখানে ফেলা হয়। বুধবার সকালে বন্দর শ্মশানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সকাল থেকে আবর্জনা ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। যে এলাকায় সীমানা প্রাচীর নেই, সেই জায়গায় মানুষের চলাচলের জায়গায় একটি ট্রলি আবর্জনা ফেলে গিয়েছে। নেপাল মণ্ডল, দীপক মহন্ত প্রমুখ সেখানে বসেছিলেন। নেপাল বললেন, '২৫ বছর আগে যখন বাড়ি করি তখন এখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল না। পরে তৈরি হয়। প্রতিদিনই এর এলাকা বাড়ছে। সাফাইকর্মীরা রাস্তায় আবর্জনা ফেলায় সমস্যা বাড়ছে। তাঁরা কোনও কথা শুনছেন না। বেশি কিছু কথা বললে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে।' ক্ষিতিন মহন্ত বললেন, 'আমরা যে কী সমস্যায় রয়েছি তা কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারছি না।' যত দ্রুত সম্ভব সমস্যা মেটানোর দাবিতে ব্রজগোপাল দাস, জ্যোৎস্না পালরা সরব হয়েছেন।

২২ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ি কোঅর্ডিনেটর তপন দাসের কথায়, 'বেশ কিছুদিন সাফাইকর্মীরা কর্মবিরতি পালন করায় একটা সমস্যা হয়েছিল। তাঁরা যাতে রাস্তায় আবর্জনা না ফেলেন, সেজন্য তাঁদের বারণ করা হয়েছে।' সমস্যা মেটানোর চেষ্টা চলছে বলে ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের বিদায়ি কাউন্সিলার প্রসেনজিৎ সরকারও আশ্বাস দিয়েছেন।

লাইট, ক্যামেরা, অকশন...

আগামীকাল আইপিএলের মিনি অকশন। গত সংখ্যায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, পাঞ্জাব কিংস, লখনউ সুপার জায়েন্টস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু এবং রাজস্থান রয়্যালসকে নিয়ে আলোচনার পর এই সপ্তাহে রইল বাকি পাঁচ দল। সেই সঙ্গে ছয়জন আনকোরার কথা, যাঁদের দিকে নজর থাকতে পারে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির। লিখলেন স্নেহাশিস মুখোপাধ্যায়।

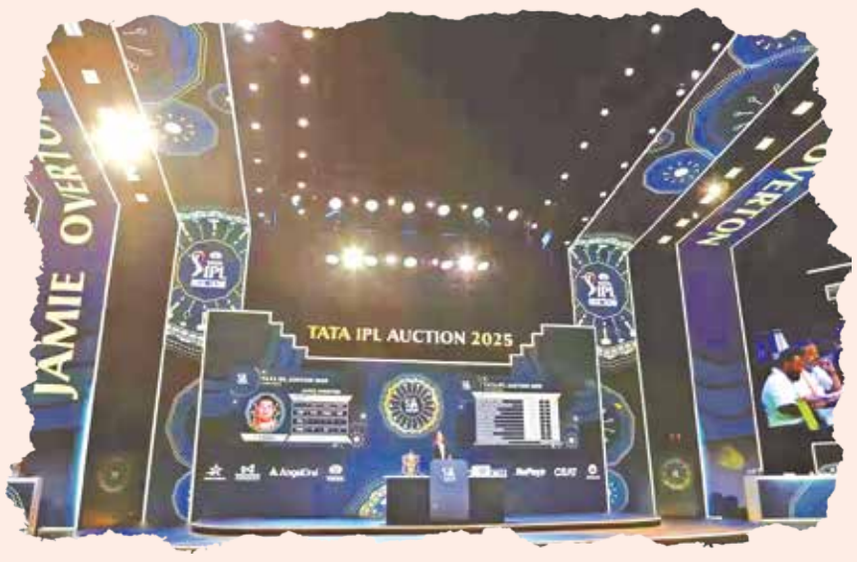

মনন ভরদ্বাজ

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে তিনি দুই হাতেই বল করতে পারেন, যদিও মূলত বাঁহাতি স্পিনার। সেই সঙ্গে এই দিল্লির স্পিনারের ইউএসপি হচ্ছে তাঁর নিয়ন্ত্রণ। স্টাম্প টু স্টাম্প বোলিংয়ের সঙ্গে আকিল হোসেন বা ইমাদ ওয়াসিমের মতো একটি সিম-আপ ফেলেন, যেটা ডানহাতি ব্যাটারের দিকে ভেতরে আসে।

সানি সান্ধু

তামিলনাড়ুর পেস অলরাউন্ডার। লোয়ার মিডল অর্ডারে নেমে ভীষণ ভালো হিটিং তো করেনই, সেইসঙ্গে মিডিয়াম পেসার হিসেবেও কার্যকরী। তবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, নতুন বলে সুইং করানোর ক্ষমতা।

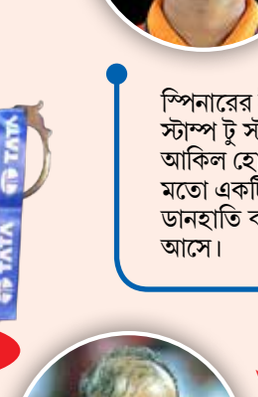

ওয়াকার সালামখেল

আফগানিস্তানের চায়নাম্যান স্পিনার। ভীষণ ভালো গুগলি তো আছেই, সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হল তাঁর লেগ ব্রেকটাও টার্ন করে, যেটা নুর আহমদের তেমন করে না। নিয়ন্ত্রণ নিয়ে কিছু ইস্যু থাকতে পারে, তবে তিনি জেনুইন উইকেট টেকার।

ওয়াহিদুল্লাহ জাদরান

আফগানিস্তানের নতুন রহস্য স্পিনার। অনেকটা মুজিব উর রহমানের মতো। অফস্পিন, গুগলি এবং ক্যারম বল-এগুলোই তাঁর মূল ভ্যারিয়েশন। পাওয়ার প্লে-তে বল করায় দক্ষ।

যশ রাজ পুঞ্জা

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে তাঁর উচ্চতা-প্রায় ৬ ফুট ৫ ইঞ্চি। লেগ স্পিনার, হাতে ভালো গুগলি আছে। উচ্চতার জন্য বাউন্স পান, সেইসঙ্গে শার্প টার্ন করাতে পারেন। কর্ণাটকের এই স্পিনার অতীতে রাজস্থান রয়্যালসের নেট বোলার ছিলেন।

অক্ষত রঘুবংশী

মধ্যপ্রদেশের টপ অর্ডার ব্যাটার। বাঁহাতি এই ক্রিকেটারটি দুর্দান্ত প্রতিভা। আগেরবার আমরা প্রিয়াংশু আর্যর মতো ব্যাটারের উত্থান দেখেছি। সঠিক সুযোগ পেলে সেই তালিকায় পরের নাম হয়ে উঠতে পারে মধ্যপ্রদেশের এই তরুণ।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ

কারা রয়েছেন : প্যাট কামিন্স, অভিষেক শর্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, হেনরিচ ক্লাসেন, ট্রাভিস হেড, হর্ষল প্যাটেল, ঈশান কিষান, জিশান আনসারি, জয়দেব উনাদকাত, কামিন্দু মেন্ডিস, অনিকেত ভার্মা, এশান মালিঙ্গা, রবিচন্দ্রন স্মরণ, হর্ষ দুবে, ব্রাইডন কার্স।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : এই দলের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন একজন ভারতীয় রিস্ট স্পিনার। অবশ্যই তাদের নজর থাকবে রবি বিষ্ণোইয়ের দিকে। কোনও কারণে তাঁকে না পেলে শ্রীলঙ্কার ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ডি সিলভার দিকে যেতে পারে। মহম্মদ সামিকে ইতিমধ্যেই তাঁরা লখনউ সুপার জায়েন্টসে ট্রেড করেছে। তাঁদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য থাকবে একজন নতুন বলের ভারতীয় পেসার নেওয়া। আকিব নবি তাঁদের সম্ভাব্য টার্গেট হতে পারেন, সুবিধা হচ্ছে তিনি ব্যাটও করতে পারেন। অভিনব মনোহরের জায়গায় একজন হার্ড-হিটার হয়তো তাঁরা দেখবেন।

দিল্লি ক্যাপিটালস

কারা রয়েছেন : লোকেশ রাহুল, করুণ নায়ার, অভিষেক পোড়েল, ট্রিস্টান স্টাবস, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, থঙ্গরাসু নটরাজন, মিচেল স্টার্ক, সমীর রিজভি, আশুতোষ শর্মা, মুকেশ কুমার, দুষ্মন্ত চামিরা, বিপরাজ নিগম, অজয় মণ্ডল, ত্রিপুরানা বিজয়, মাধব তিওয়ারি, নীতীশ রানা (ট্রেড)।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : আগেরবার দুর্দান্ত শুরু করেও ছন্দপতন হয়েছিল। গতবার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল অস্থায়ী ওপেনিং জুটি। ফাফ ডুপ্লেসি এবং জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক, দুজনকেই দিল্লি ছেড়েছেন। রাহুলের পার্টনার হিসেবে তারা চাইতে পারে ফিন অ্যালেন কিংবা বেন ডাকেটের মতো কাউকে। ডোনোভান ফেরেইরাকে ছেড়ে দেওয়ায় ট্রিস্টান স্টাবসের ব্যাকআপ হতে পারেন বেভন জ্যাকবসের মতো কেউ। জোড়া বিদেশি পেসার খেলানোর টার্গেট থাকলে যেতে পারে ম্যাট হেনরির মতো কারও দিকে। কিংবা ব্যাটিং গভীরতা এবং বাঁহাতি বোলার হিসেবে মিচেল স্টার্কের ব্যাকআপ খুঁজতে তারা বেন ডারহুইসকে দেখতে পারে।

গুজরাট টাইটান্স

কারা রয়েছেন : রশিদ খান, শুভমান গিল, বিসাই সুদর্শন, রাহুল তেওয়াটিয়া, শাহরুখ খান, কাগিসো রাবাদা, জস বাটলার, মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা, নিশান্ত সিন্ধু, কুমার কুশাগ্র, অনুজ রাওয়াত, মানব সুথার, ওয়াশিংটন সুন্দর, আরশাদ খান, গুরনুর ব্রার, রবিশ্রীনিবাসন সাই কিশোর, ইশান্ত শর্মা, জয়ন্ত যাদব, গ্লেন ফিলিপস।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : তাদের দল নিয়ে খুব কিছু সমস্যা নেই। শেরফানে রাদারফোর্ডকে ছেড়ে দিলেও গ্লেন ফিলিপস তাদের হাতে রয়েছে। তাদের নজর কি থাকতে পারে প্রাক্তনী ডেভিড মিলারের দিকে? কাগিসো রাবাদা থাকলেও, ছেড়ে দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার জেরাল্ড কোয়েৎজেকে। তারা কি কলকাতা নাইট রাইডার্সের ছেড়ে দেওয়া স্পেনসার জনসন কিংবা আনরিচ নর্তজেকে দেখতে পারে? এছাড়া হয়তো জস বাটলারের একটি ব্যাকআপ খুঁজতে পারেন। গুজরাটের ব্যাটিং লাইনআপে ভালোভাবে ফিট হবেন শাই হোপ।

চেন্নাই সুপার কিংস

কারা রয়েছেন : রুতুরাজ গায়কোয়াড়, আয়ুষ মাত্রে, মহেন্দ্র সিং ধোনি, ডিওয়াল্ড ব্রেভিস, উর্ভিল প্যাটেল, শিবম দুবে, জেমি ওভারটন, রামকৃষ্ণ ঘোষ, নুর আহমদ, খলিল আহমেদ, অংশুল কম্বোজ, গুরজপনীত সিং, শ্রেয়স গোপাল, মুকেশ চৌধুরী, নাথান এলিস।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : নিলামের আগেই তারা ট্রেডে আলোড়ন ফেলেছে। পুরোনো যোদ্ধা রবীন্দ্র জাদেজাকে রাজস্থানে দিয়ে সঞ্জু স্যামসনকে এনেছে। এর ফলে সিএসকে-র টপ অর্ডার অত্যন্ত সুদৃঢ়। গতবার চেন্নাই হার্ড-লেংথের সামনে সমস্যায় পড়েছিল, স্যামসন আসায় সেখানে শক্তি বাড়বে। তবে চেন্নাইয়ের দরকার একজন লোয়ার মিডল অর্ডার পেস হিটার, যিনি স্পিনও করতে পারেন। সেরা বিকল্প লিয়াম লিভিংস্টোন। তিনি সম্ভবত চেন্নাইয়ের প্রধান টার্গেট, যদিও তারা ক্যামেরন গ্রিনের জন্যও যাবে। জাদেজার জায়গায় তাদের দরকার ঘরোয়া বাঁহাতি স্পিন অলরাউন্ডার। প্রশান্ত বীরের মতো কাউকে ভাবতে পারে। মাথিশা পাথিরানাকে তারা ছেড়ে দিয়েছে। নাথান এলিসের ব্যাকআপ হিসেবে কি অতীতে চেন্নাইয়ের হয়ে সাফল্য পাওয়া মুস্তাফিজুর রহমানকে তারা ভাববে? কিংবা নবীন-উল-হক? দেখার বিষয় ৪৩.৪০ কোটি টাকা নিয়ে তারা বিষ্ণোইয়ের জন্য যায় কি না। লিভিংস্টোনের ব্যাকআপ হিসেবে ভাবতে পারে মাইকেল ব্রেসওয়েলকে।

কলকাতা নাইট রাইডার্স

কারা রয়েছেন : আজিঙ্কা রাহানে, রিঙ্কু সিং, অঙ্ককৃশ রঘুবংশী, রোভমান পাওয়েল, মণীশ পান্ডো, অনুকূল রায়, রামনদীপ সিং, বৈভব অরোরা, হর্ষিত রানা, সুনীল নারায়ণ, বরুণ চক্রবর্তী, উমরান মালিক।

কী প্রয়োজন এবং নজরে কারা : চোখ কপালে তোলার মতো পার্স (৬৪.৩০ কোটি) নিয়ে তাঁরা নিলামে যাচ্ছে। অকশনে কেকেআরের মূল লক্ষ্য হবে ক্যামেরন গ্রিনকে নেওয়া। সেইসঙ্গে দেখার কোনও টপ অর্ডার কিপার-ব্যাটারকে তাঁরা নজরে রাখে কি না। কেকেআরের গতবারের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মাঝের ওভারে স্পিন হিটিং। কার্তিক শর্মার মতো কেউ এক্ষেত্রে কেকেআরের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হতে পারেন, নজরে থাকা উচিত মাহিপাল লোমরোরের দিকেও। পেসার অলরাউন্ডার হিসেবে বিবেচনা করতে পারে জেসন হোল্ডারকে। যেহেতু টিম সাউদি এসেছেন, নিউজিল্যান্ড থেকে একজন পেসার প্রত্যাশিত। কেকেআরের দরকার নতুন বলে দক্ষ এমন কাউকে, তাই ম্যাট হেনরি প্রধান লক্ষ্য হওয়ার কথা। নজর থাকবে জ্যাকব ডাফি কিংবা কাইল জেমিসনের দিকেও। পাথিরানাকেও দেখা যেতে পারে কলকাতার জার্সি গায়ে। একজন বাঁহাতি পেসার দরকার তাই মঙ্গেশ যাদব কিংবা নমন তিওয়ারির মতো কেউ আসতে পারেন। অভিষেক নায়ারের নজর পৃথ্বী শ-র দিকেও থাকতে পারে। সানি সান্ধুর মতো ঘরোয়া পেস অলরাউন্ডার কিংবা আফগানিস্তানের রহস্য স্পিনার ওয়াহিদুল্লাহ জাদরানও হয়ে উঠতে পারেন আসন্ন নিলামে কেকেআরের ট্রাম্প কার্ড।

অলরাউন্ডার হিসেবে চ্যালেঞ্জ নিতে চান গ্রিন

অ্যাডিলেড, ১৪ ডিসেম্বর : রয়েছেন নিজের দেশেই। অ্যাসেজের ভাবনা ও পরিকল্পনায় ডুবে রয়েছেন। আর তার মধ্যেই অস্ট্রেলিয়ার অলরাউন্ডার ক্যামেরন গ্রিনের নজর রয়েছে আইপিএল নিলামের দিকে।

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই মঙ্গলবার আবু ধাবিতে বসতে চলেছে ২০২৬ সালের আইপিএলের মিনি নিলাম। নামে ছোট হলেও আদতে মঙ্গলবারের নিলামের আসর নিয়ে ক্রিকেট দুনিয়ায় ভালোরকম আগ্রহ রয়েছে। আর সেই আগ্রহের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছেন গ্রিন।

অলরাউন্ডার হিসেবেই চলতি অ্যাসেজে খেলছেন তিনি। অথচ, আইপিএল নিলামের আসরে গ্রিন নথিভুক্ত হয়েছিল শুধুমাত্র ব্যাটার হিসেবে। এমন ঘটনায় অনেকেই অবাক হয়েছিলেন। গ্রিন নিজেও অবাক হয়েছিলেন। বুধবার থেকে অ্যাসেজের তিন নম্বর টেস্ট শুরুর আগে আজ স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশের সংবাদমাধ্যমে নিজের বিস্ময়ের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রিন। জানিয়েছেন, তাঁর ম্যানেজারের ভুলেই এমনটা হয়েছিল। যদিও সেই ভুল শুধরে নিয়ে অলরাউন্ডার হিসেবে আইপিএলের আসরে নামার চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন। গ্রিনের কথায়, 'আইপিএলের আসরেও বল করার জন্য আমি তৈরি। জানি না আমার কথা ম্যানেজারের কানে যাবে কিনা। তবে সরাসরি বলছি, কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে ব্যাপারটা হয়েছিল। আইপিএলের নিলামে ব্যাটারদের তালিকায় নিজের নাম দেখে আমিও অবাক হয়েছিলাম। আশা করছি, সমস্যা মিটে যাবে। পুরো ঘটনায় আমি নিজেও বেশ মজা পেয়েছি।'

মঙ্গলবার আবু ধাবিতে আইপিএলের মিনি নিলামের আসরে শেষপর্যন্ত গ্রিনের ভাগ্যে কী ঘটবে, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে অজি অলরাউন্ডারকে নিয়ে আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিদের অন্দরে ভালোরকম আগ্রহ রয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ২ কোটি টাকার বেস প্রাইসে থাকা গ্রিনের জন্য অনেক দলই যুদ্ধে নামবে। যার মধ্যে অন্যতম হল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আন্দ্রে রাসেলের আইপিএল থেকে অবসরের পর নাইটরা আসন্ন নিলামে তাঁর বিকল্পের সন্ধানে নামবেন নিশ্চিতভাবেই। শুধু তাই নয়, হাতে প্রচুর অর্থ থাকা কেকেআর টিম ম্যানেজমেন্ট দলে বেশি সংখ্যক অলরাউন্ডার রাখতে চাইছে বলেও খবর। পাশাপাশি ভারতীয় ক্রিকেটমহলের একটা অংশ থেকে দাবি করা হচ্ছে, আসন্ন আইপিএলে গ্রিন ঋষভ পন্থের ২৭ কোটির রেকর্ডও ভেঙে দিতে পারেন।

আইপিএলের দুনিয়ায় গ্রিন একেবারেই নতুন নন। অতীতে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলেছেন। পিঠের চোটের কারণে শেষ আইপিএলের আসরে ছিলেন না গ্রিন। ফিট হয়ে জাতীয় দলের হয়ে অ্যাসেজে অংশ নেওয়ার পাশে আগামী আইপিএলকেও পাখির চোখ করে ফেলেছেন গ্রিন। বলেছেন, 'আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা আগেও হয়েছে আমার। এবার অতীতের চেয়েও বেশি ফিট হয়ে আইপিএলের চ্যালেঞ্জ নিতে চাইছি আমি। ভারতের মাটিতে খেলাটা সবসময় উপভোগ করে এসেছি। জানি না কোন দলে সুযোগ পাব। যে দলই আমায় নিক না কেন, কথা দিচ্ছি হতাশ করব না।'

আগ্রহী কেকেআর-ও

আইপিএলের আসরেও বল করার জন্য আমি তৈরি। জানি না আমার কথা ম্যানেজারের কানে যাবে কিনা। তবে সরাসরি বলছি, কিছুটা ভুল বোঝাবুঝি থেকে ব্যাপারটা হয়েছিল। আইপিএলের নিলামে ব্যাটারদের তালিকায় নিজের নাম দেখে আমিও অবাক হয়েছিলাম।
-ক্যামেরন গ্রিন

ব্যাটে বলে ভারতের জয়ের দুই কারিগর অ্যারন জর্জ (বাঁয়ে) ও দীপেশ দেবেন্দ্রন। দুবাইয়ে রবিবার।

দাপটে পাকিস্তান জয় অ্যারন-দীপেশদের

দুবাই, ১৪ ডিসেম্বর : শহর এক, মঞ্চ এক। সিনিয়ারদের পর যুবদের এশিয়া কাপে ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ গড়াল চেনা চিত্রনাট্য অনুযায়ী। যার শেষটা হল আয়ুষ মাত্রের দলের একপেশে ৯০ রানের জয় দিয়ে। আর টসের সময় সূর্যকুমার যাদবের তৈরি ট্র্যাডিশন অনুযায়ী অনূর্ধ্ব-১৯ পাক দলের অধিনায়ক ফারহান ইউসুফের সঙ্গে করমর্দন করলেন না আয়ুষও।

টসে জয় অবশ্য পাক শিবিরের মুখে হাসি ফুটিয়েছিল। দুবাইয়ের বৃষ্টিতে ম্যাচ শুরু হয় নির্ধারিত সময়ের প্রায় ৪৫ মিনিট পর। ওভার সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ৪৯। আর্দ্রতা কাজে লাগিয়ে পাক বোলারদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে শুরুতেই ফেরেন বৈভব সূর্যবংশী (৫)। তবে আয়ুষের (২৫ বলে ৩৮) আক্রমণাত্মক ব্যাটিং সেই চাপ কাটিয়ে দেয়। ১০ ওভারের মধ্যেই দুই ওপেনারকে হারালেও একটা দিক ধরে নেন অ্যারন জর্জ (৮৮ বলে ৮৫)।

করমর্দন করলেন না আয়ুষ

ফিল্ডিংয়ের ফাঁকফোকর খুঁজে নিয়ে নিয়মিত বাউন্ডারি বের করে জর্জ স্কোরবোর্ড চালিয়ে গিয়েছেন। পঞ্চম উইকেটে তাঁর সঙ্গে অভিজ্ঞান কুণ্ডুর (২২) ৬০ রানের জুটি ভারতকে চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছানোর রাস্তা করে দিয়েছিল। শেষবেলায় ৩ ছক্কায় আগ্রাসী মেজাজ ধরে রেখেছিলেন কনিষ্ক চৌহানও (৪৬)। তারপরও অবশ্য ভারত পুরো ওভার খেলতে পারেনি। ৪৬.১ ওভারে ২৪০ রানে শেষ হয় ইনিংস।

রানতাড়ায় নেমে দীপেশ দেবেন্দ্রন (১৬/৩) ও কনিষ্কের (৩৩/৩) বোলিংয়ে শুরুতেই কোণঠাসা হয়ে যায় পাকিস্তান। তাঁদের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠেছিলেন কিষান সিংও (৩৩/২)। ৭৭ রানে ৫ উইকেট হারানোর পর হুজাইফা আহসান (৭০) পালটা মারে খেলা ঘোরানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাকি সতীর্থদের ব্যর্থতায় ৪১.২ ওভারে পাকিস্তান ১৫০ রানে সব উইকেট হারায়।

শতরানের পর যশস্বী জয়সওয়াল।

শতরানে গম্ভীরকে বার্তা যশস্বীর

আম্বি, ১৪ ডিসেম্বর : টি২০ দলের সহ অধিনায়ক হলেও দীর্ঘদিন বড় রান আসছে না শুভমান গিলের ব্যাটে। গৌতম গম্ভীর ও জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনায় এই মুহূর্তে টি২০ দলে না থাকা যশস্বী জয়সওয়াল নিজের দাবি জানাতে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিকে বেছে নিয়েছেন। হরিয়ানার টার্গেটে ২৩৫ রানের টার্গেটের জবাবে মুম্বইয়ের হয়ে ওপেন করতে নেমে রবিবার যশস্বী ৫০ বলে করলেন ১০১ রান। মেরেছেন ১৬টি বাউন্ডারি ও একটি ছক্কা। ওপেনিংয়ে তাঁর সঙ্গে আজিঙ্কা রাহানের (১০ বলে ২১) জুটি মুম্বইয়ের বড় রানতাড়ার চাপ কমিয়ে দেয়। তিন নম্বরে নেমে রান পেয়েছেন সরফরাজ খানও (২৫ বলে ৬৪)। যার ওপর দাঁড়িয়ে মুম্বই ১৭.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ২৩৮ রান তুলে নেয়।

এর আগে প্রথমে ব্যাট করে হরিয়ানা ২৩৪/৩ স্কোরে থামে। ওপেনার অঙ্কিত কুমার ৪২ বলে রেখে এসেছেন ৮৯ রান। নিশান্ত সিন্ধু ৩৮ বলে ৬৩ রানে অপরাজিত থাকেন।

সুপার এইটের অন্য ম্যাচে ঝাড়খণ্ড ১ রানে হারিয়েছে মধ্যপ্রদেশকে। ঝাড়খণ্ডের ১৮১/৯-এর জবাবে মধ্যপ্রদেশ ৪ উইকেটে ১৮০ রানে থামে। ঝাড়খণ্ডের হয়ে ওপেন করতে নেমে ঈশান কিষান ৩০ বলে করেন ৬৩ রান। পালটা জবাবে হরপ্রীত সিং ৪৮ বলে ৭৭ রান করলেও ঠোঁট আর কাপের ফাঁক মেটাতে পারেননি। রাজস্থানের বিরুদ্ধে হায়দরাবাদ ৬ উইকেটে জয় পায়। মাত্র ২ উইকেট পেলেও হায়দরাবাদের হয়ে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করেন মহম্মদ সিরাজ (২৩/২)। পাঞ্জাবকে ৫ উইকেটে হারিয়ে দেয় অন্ধ্রপ্রদেশ।

নজির গড়ে জয় বার্সার

মাদ্রিদ, ১৪ ডিসেম্বর : লা লিগায় ঘরের মাঠে সহজ জয় পেল বার্সেলোনা। তারা ওসাসুনাকে ২-০ গোলে হারাল। বার্সার হয়ে জোড়া গোল করেন ব্রাজিলীয় তারকা রাফিনহা।

ম্যাচের প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিল বার্সা। কিন্তু প্রথমার্ধে কোনও গোল হয়নি। ৭০ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন রাফিনহা। ৮৬ মিনিটে ফের গোল করে দলের ৩ পয়েন্ট নিশ্চিত করেন এই ব্রাজিলীয় তারকা। জয়ের সুবাদে ১৭ ম্যাচে ৪৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগের শীর্ষস্থানে আরও জাঁকিয়ে বসেছে বার্সেলোনা। সেই সঙ্গে লা লিগায় টানা ৩৭টি ম্যাচে গোল করার নজির সৃষ্টি করেছে তারা।

ম্যাচের পর বার্সেলোনা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক বলেছেন, 'শুরু থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে ছিল। হয়তো খুব বেশি গোলের সুযোগ আমরা পাইনি। কিন্তু তারপরও দুটি গোল করেছি ও ৩ পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছেড়েছি।'

জয় পেল দুই প্রধান

কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৮ এলিট লিগে জয় পেল কলকাতার দুই প্রধান। মোহনবাগান ৩-০ গোলে হারিয়েছে এসকেএম স্পোর্টস ফাউন্ডেশনকে। জোড়া গোল করেছে প্রেম হ্যান্সডাক। অপর গোলটি করে মনু রাজবংশী। এদিকে ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি-কে। লাল-হলুদের গোলদাতা সাহিল খান ও জেমস চংলই।

সহজ জয় ম্যান সিটি, লিভারপুলের

লন্ডন, ১৪ ডিসেম্বর : রবিবার ইপিএলে ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জয় পেয়েছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। তাদের হয়ে জোড়া গোল করেন গোলমেশিন আর্লিং ব্রাউট হাল্যান্ড। অপর গোলটি করেন ফিল ফোডেন।

৪১ মিনিটেই হাল্যান্ডের গোলে এগিয়ে যায় ম্যান সিটি। ৬৯ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান ফোডেন। ম্যাচের শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন হাল্যান্ড। আপাতত এই ম্যাচ জিতে ১৬ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে লিগে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।

এদিকে কয়েকদিন আগে দলে জায়গা না পেয়ে কোচের বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন লিভারপুলের মিশরীয় তারকা মহম্মদ সালাহ। এমনকি সরাসরি ক্লাব ছাড়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। ব্রাইটনের বিরুদ্ধেও তাঁকে রিজার্ভ বেঞ্চে রেখে মাঠে নেমেছিল লিভারপুল। কিন্তু গোমেজের চোটের কারণে সালাহকে মাঠে নামাতে বাধ্য হন লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট। আর প্রত্যাবর্তন ম্যাচে অ্যাসিস্ট করেছেন তিনি।

গোলের পর লাফ আর্লিং হাল্যান্ডের।

ব্রাইটনের বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জয় পেয়েছে লিভারপুল। জোড়া গোল করেছেন হুগো একিটিকে। তাঁর দ্বিতীয় গোলটি অবশ্য সালাহের অ্যাসিস্ট থেকে করা। ব্রাইটন ম্যাচ জেতায় লিভারপুল কোচ আর্নে স্লট বলেছেন, 'ব্রাইটনের বিরুদ্ধে সালাহকে আমাদের দরকার পড়েছিল। তাই ওকে মাঠে নামিয়েছিলাম। সালাহর সঙ্গে আমার কোনও সমস্যা নেই। আর পাঁচজন খেলোয়াড়ের মতোই ওকে আমি দেখি।'

অন্যদিকে, আর্সেনাল জোড়া আত্মঘাতী গোলের সুবাদে ২-১ গোলে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে হারিয়ে লিগের শীর্ষেই থেকে গিয়েছে। ম্যাচের পর অবশ্য কোচ মিকেল আর্তেতা বলেছেন, 'আমরা অবশেষে গোল পেয়েছি এবং ম্যাচটা জিতেছি। তবে ছেলেদের আরও উন্নতি করতে হবে।' আপাতত ১৬ ম্যাচে ৩৬ পয়েন্ট পেয়েছে আর্সেনাল।

শুভেচ্ছা

বিবাহবার্ষিকী

☺ সরকার পরিবারের পক্ষ থেকে রুম্পা-শুভজিৎ'কে জানাই প্রথম বিবাহবার্ষিকীর শুভেচ্ছা ও অনেক ভালোবাসা।

হার নর্থবেঙ্গলের

বেঙ্গল সুপার লিগ শুরু

মালদা, ১৪ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগ (বিএসএল) রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে শিলিগুড়ির দল নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি ১-৩ গোলে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার

ম্যাচের সেরা রবি হাঁসদা। ছবি : জসিমুদ্দিন আহম্মদ

প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি-র বিরুদ্ধে হেরেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে ম্যাচের সেরা রবি হাঁসদা জোড়া গোল করেন। জেএইচআরের গোলটি ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার জোভেটর দে পোলার। শিলিগুড়ির গোলটি আত্মঘাতী। প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করেন আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও সচিব অনির্বাণ দত্ত। ফ্র্যাঞ্চাইজিদের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন মাঠে ৩ হাজার ৭৪২ জন দর্শক উপস্থিত ছিলেন।

সাফের ফাইনালে উঠল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল। রবিবার তারা ৭-০ গোলে দাপুটে জয় তুলে নিল নাসরিন এসএ-র বিরুদ্ধে।

সাত গোলের একতরফা ম্যাচে হ্যাটট্রিক সহ একাই পাঁচটি গোল করলেন লাল-হলুদের আফ্রিকান গোলমেশিন ফাজিলা ইকওয়াপুট। বাকি দুই গোল সুলঞ্জনা রাউল ও জ্যোতি চৌহানের। আপাতত ৩ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ শীর্ষে লাল-হলুদ। এদিন দুপুরে গ্রুপের প্রথম ম্যাচে করাচি সিটিকে ১-০ গোলে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে নেপালের এপিএফ ক্লাব। ১৭ ডিসেম্বর নেপালের এই দলটির বিরুদ্ধেই গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ খেলতে নামবে লাল-হলুদ ব্রিগেড। আবার ২০ তারিখ ফাইনালে এই দুই দলই মুখোমুখি হবে।

আজ থেকে ফের অনুশীলন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর : সোমবার থেকে ফের অনুশীলনে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শনিবার 'মেসি কাণ্ডে' বাতিল হয়ে গিয়েছিল সবুজ-মেরুনের অনুশীলন। রবিবার অবশ্য হোটেলেই জিম সেশনে অংশ নেন বাগান ফুটবলাররা। সোমবার আবার সের্জিও লোবেরার তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করবেন জেসন কামিন্স, দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা।

এদিকে শনিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বাংলা দলের ট্রায়াল বন্ধ থাকলেও রবিবার থেকেই ফের ট্রায়াল শুরু হয়ে গিয়েছে। এই মুহূর্তে ৪২ জন ফুটবলার ট্রায়ালে রয়েছেন। ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ৪০ জনের চুড়ান্ত প্রাথমিক দল ঘোষণা করবেন বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন।

ভিত গড়লেন বোলাররা

গিল-সূর্য 'উদ্বেগ' নিয়েই জয় হো

দক্ষিণ আফ্রিকা-১১৭
ভারত-১২০/৩ (১৫.৫ ওভারে)

ধরমশালা, ১৪ ডিসেম্বর : জসপ্রীত বুমরাহ না থাকলে কি ভারতীয় বোলাররা বেশি চাঙ্গা হয়ে ওঠেন? তাঁদের পারফরমেন্স কি বেশি ভালো হয়ে যায়?

প্রশ্নটা আগেও উঠেছে। শীতের রাতের ধরমশালাতেও উঠল। যদিও এমন প্রশ্নের সঠিক জবাব কারও জানা নেই।

রবিবার টসে জেতার পর কিছুটা গম্ভীর মুখে ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব দুইটি তথ্য জানিয়েছিলেন। এক, অক্ষর প্যাটেল অসুস্থ। তাই তিনি সিরিজের তিন নম্বর টি২০ ম্যাচ খেলছেন না। দুই, আচমকা ব্যক্তিগত কারণে বাড়ি ফিরতে হয়েছে বুমরাহকে। তাই তিনিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের তিন নম্বর টি২০ ম্যাচে খেলছেন না। রাতের দিকের খবর, সিরিজের বাকি দুই ম্যাচেও অনিশ্চিত বুমরাহ। টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলের প্রথম একাদশের দুই নিয়মিত সদস্যের বদলে হর্ষিত রানা (৩৪/২) ও কুলদীপ যাদব (১২/২) সুযোগ পেয়েছিলেন।

তখন আর কে জানত হিমালয়ের ধৌলাধর পর্বতশ্রেণির কোলে ধরমশালায় এমন ক্রিকেটীয় মায়া তৈরি হবে। বোলাররা শুরুতেই শৃঙ্খলার পারফরমেন্সে জয়ের ভিত গড়ে দেবেন। কিন্তু সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়ে ম্যাচ জেতার পথে শুভমান গিল (২৮ বলে ২৮) ও অধিনায়ক সূর্যকুমারকে (১১ বলে ১২) নিয়ে ফের উদ্বেগ তৈরি হবে। চোট সারিয়ে ফেরার পর থেকেই ব্যাট হাতে একেবারেই ছন্দে নেই গিল। আজ চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর বন্ধু অভিষেক শর্মা আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের মাধ্যমে তাঁর চাপও কমিয়ে দিয়েছিলেন। ভরসার নাম গিল হয়ে উঠতে পারেননি দলের সহ অধিনায়ক। একই কথা অধিনায়ক স্কাইয়ের জন্যও। ব্যাটে রান করাটা প্রায় ভুলতে বসেছেন তিনি। টাইমিংও ঠিক হচ্ছে না স্কাইয়ের। গিল-সূর্য যত দ্রুত ছন্দে ফিরবেন, ফেব্রুয়ারির টি২০ বিশ্বকাপের আগে তত চাপ কমবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের।

টস জিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। তাঁর সিদ্ধান্তকে যোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিলেন বোলাররা। ভারতীয় বোলারদের দাপটে দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস শেষ হল ১১৭ রানে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দুই 'বন্ধু' ওপেনারের ব্যাটে শীতের রাতে জ্বলে উঠল ভরসার আগুন। অভিষেকের (১৮ বলে ৩৫) আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পর টিম ইন্ডিয়া চাপে পড়লেও দক্ষিণ আফ্রিকার ১১৭ রান পার করে ২৫ বল বাকি থাকতে ৭ উইকেটে ম্যাচ জিতে সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে যেতে সমস্যা হয়নি। তিলক ভার্মা (৩৪ বলে অপরাজিত ২৬) ও শিবম দুবের (৪ বলে অপরাজিত ১০) ব্যাটে জয় হো ভারতের। টি২০ ক্রিকেটে ৩০০ ছক্কার মাইলস্টোনেও এদিন পৌঁছে গেলেন অভিষেক। তার আগে টিম ইন্ডিয়ার পেসার ও স্পিনাররা ধরমশালার বাউন্সি পিচে যে শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছেন আজ, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টকে নিশ্চিতভাবেই স্বস্তি দেবে। একইসঙ্গে অর্শদীপ সিং, হর্ষিতদের ছন্দ ধরে রাখার প্রতিজ্ঞাও সেরে ফেলতে হবে আগামী বছরের শুরুতেই থাকা টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে।

খেলার শুরুতেই অর্শদীপের (১৩/২) সঙ্গে জুটিতে দক্ষিণ আফ্রিকা শিবিরে হানা দিয়েছিলেন

জোড়া উইকেট নিয়ে উচ্ছ্বাস অর্শদীপ সিংয়ের (ওপরে)। ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে ফিরিয়ে হুংকার হর্ষিত রানার। ধরমশালায় রবিবার।

হর্ষিত। বুমরাহর অনুপস্থিতিতে অর্শদীপও দেখালেন কেন তিনি কুড়ির ক্রিকেটে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে অটোমেটিক চয়েস। হর্ষিত-অর্শদীপের ধাক্কা সামলাতে গিয়ে শুরুর পাওয়ার প্লে-তে ২৫/৩ স্কোরে নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল প্রোটিয়াদের। সেই চাপের গহ্বর থেকে বাকি সময়ে আর বেরিয়ে আসতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। কারণ, প্রোটিয়াদের চাপে সাগরে ভাসিয়ে দেওয়ার জন্য হার্দিক পান্ডিয়া (২৩/১), বরুণ চক্রবর্তী (১১/২), শিবম দুবেরা (২১/১) তখনও ছিলেন। অর্শদীপ-বুমরাহর পর তিন নম্বর ভারতীয় বোলার হিসেবে হার্দিক আজ টি২০ ক্রিকেটে একশো উইকেট ক্লাবের সদস্যও হয়ে গেলেন। বরুণ পেলেন তাঁর কেরিয়ারের ৫০ নম্বর টি২০ উইকেট। টিম ইন্ডিয়ার বোলারদের সামনে কোনও সময়ই স্বস্তিতে ছিলেন না প্রোটিয়া ব্যাটাররা।

কুইন্টন ডি কক (১), রেজা হেনড্রিকস (০), ট্রিস্টান স্টাবস (৯), ডিওয়াল্ড ব্রেভিসরা (২) আয়ারাম-গয়ারামের কাহিনী উপহার দিলেন। দিন কয়েক আগে নিউ চণ্ডীগড়ে যে দক্ষিণ আফ্রিকা ব্যাটিং টিম ইন্ডিয়ার বোলিংকে ক্লাবস্তরে নামিয়ে এনেছিল, আজ তারাই দুঃস্বপ্নের ব্যাটিং উপহার দিয়ে দলকে ডুবিয়ে দিল। ব্যর্থতার দিনে প্রোটিয়া ব্যাটিংয়ের একমাত্র উজ্জ্বল দিক অধিনায়ক আইডেন মার্করাম (৪৬ বলে ৬১)। প্রবল ঠান্ডার রাতের এইচপিসিএ স্টেডিয়ামের বাইশ গজে শুরু থেকেই বল নড়ছিল। সঙ্গে ছিল টিম ইন্ডিয়ার বোলিং শৃঙ্খলা। যার প্রমাণ দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংসে অতিরিক্ত রানের সংখ্যা মাত্র ৩।

মার্করাম একাই দলকে টানলেন। অর্ধশতরানও করলেন। শেষের দিকে পালটা মারের পথে গিয়ে হর্ষিতের শেষ ওভারে ১৯ রান নিয়ে দলকে ভরসা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন অধিনায়ক মার্করাম। যদিও তাঁর দলের ব্যাটিংঅর্ডারের পরিবর্তনের পাশে প্রথম একাদশে নিয়ম করে একাধিক বদলের প্রবণতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। হয়তো দক্ষিণ আফ্রিকা টিম ম্যানেজমেন্ট টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীরের থেকে অনুপ্রেরণা খোঁজার খেলায় মেতেছেন। আজ মার্করাম ছাড়া ডোনোভান ফেরেইরা (২০) দুই অঙ্কের রানে পৌঁছেছেন। বাকিরা সবাই চূড়ান্ত ব্যর্থ।

উপহার-পালটা উপহারের সৌজন্যে মন জয় করলেন লিওনেল মেসি ও শচীন তেন্ডুলকার। মুম্বইয়ে রবিবার।

শচীনকে রিটার্ন গিফট লিওর

মেসি ম্যাজিকে মাতোয়ারা মুম্বই ● উপস্থিত বলিউড

মুম্বই, ১৪ ডিসেম্বর : 'গোট কনসার্ট'। রবিবাসরীয় সন্ধ্যায় মুম্বইয়ে মুখোমুখি তিন কিংবদন্তি।

এক ফ্রেমে লিওনেল মেসি-শচীন তেন্ডুলকার। আরেক ফ্রেমে আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী। রবিবার সন্ধ্যায় ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে যে ছবি ধরা দিল তা চিরকাল গেঁথে থাকবে ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীদের হৃদয়ে। মুম্বইয়ে মেসির 'গোট কনসার্ট' নিছকই উৎসবের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না। রচিত হল এক নতুন অধ্যায়।

ভারত সফরের দ্বিতীয় দিনে মুম্বইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে পৌঁছে গিয়েছিলেন লিও। শচীন, সুনীল, মুম্বইয়ের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, টাইগার শ্রফ, অজয় দেবগন সহ একঝাঁক বলিউড তারকার উপস্থিতিতে স্টেডিয়ামে চাঁদের হাট। দর্শকদের জন্য এদিন ওয়াংখেড়ে খুলে দেওয়া হয়েছিল দুপুর থেকেই। কানায় কানায় পূর্ণ হল ওয়াংখেড়ের গ্যালারি।

তার আগে অবশ্য এদিন বিকেলে মুম্বইয়ের ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে পৌঁছে গিয়েছিলেন মেসি। সেখানে 'প্যাডল কাপ'-এ অংশ নেন তিনি। সেখানে হরভজন সিং, করিনা কাপুর আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে দেখা করেন। করিনার সঙ্গে ছিল তার দুই ছেলে তৈমুর ও জেহ।

ওয়াংখেড়েতে সন্ধ্যাটা শুরু হয় প্রদর্শনী ম্যাচ দিয়ে। সেই ম্যাচে হেডে গোল করেন সুনীল। ছেত্রী ছাড়াও খেললেন নিখিল পূজারি, রাহুল ভেকে, আশুতোষ মেহতারা। সন্ধ্যা ৫.৫০ মিনিট নাগাদ মাঠে ঢোকেন মেসি, লুইস সুয়ারেজ, রডরিগো ডি পলরা। সুনীলের সঙ্গে হাত মেলান মেসি। দুইজনে পেনাল্টি শটে গোল করেন। সুনীলের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে দেখা গেল মেসি, সুয়ারেজকে। সুনীলকে তাঁরা যে ভালোভাবেই চেনেন তা পরিষ্কার বোঝা গেল।

এরপর বল জাগলিং করলেন,

বল পায়ে ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামকে মাতিয়ে দিলেন মেসি।

শট মারলেন গ্যালারির দিকে। বাদ গেলেন না রডরিগো এবং সুয়ারেজও। প্রত্যেকটা মুহূর্ত যেন দর্শকদের সঙ্গে জুড়ে রইলেন মেসি। সময় নিয়ে হাত নাড়ছিলেন, মুখে সেই ভুবন ভোলানো হাসি। আর ঠিক তখনই মাঠে এলেন শচীন। আরও একবার গগনভেদি চিৎকারে ফেটে পড়ল ওয়াংখেড়ের গ্যালারি। ফুটবলের বরপুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মাস্টার ব্লাস্টার। মেসির হাতে শচীন তুলে দিলেন নিজের টিম ইন্ডিয়ার জার্সি। শচীনকে আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের 'রিটার্ন গিফট' বিশ্বকাপের স্মারক ফুটবল।

দেখতে গেলে নেহাতই সৌজন্য বিনিময়। তারমধ্যে দিয়েও যেন এক অদৃশ্য সেতু তৈরি হল ফুটবল ও ক্রিকেটের দুই 'গোট'-এর মধ্যে। দুই কিংবদন্তির উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে ওয়াংখেড়ের সন্ধ্যা। মেসিকে নিয়ে বললেন শচীন। মাস্টার ব্লাস্টারের কথায়, 'মেসির খেলা নিয়ে বলার কিছু নেই। তবে খেলার পাশাপাশি ও দারুণ একজন মানুষ। দুর্দান্ত সময় কাটালাম। মুম্বই স্বপ্নের নগরী। এই মাঠে অনেক স্বপ্ন সত্যি হতে দেখেছি। আরও একবার দেখলাম।'

এদিন ওয়াংখেড়েতে মেসির হাত ধরে উদ্বোধন হল প্রোজেক্ট মহাদেব। রাজ্যজুড়ে ফুটবলের উন্নতিতে এই প্রকল্প চালু করল সেখানকার সরকার। সবশেষে তিন দেশের পতাকা নিয়ে ছবি তোলা। শচীন এবং মেসির হাতে ছিল ভারতের পতাকা, সুয়ারেজের হাতে ছিল উরুগুয়ের পতাকা এবং রডরিগো হাতে নিয়েছিলেন আর্জেন্টিনার পতাকা।

পরিকল্পিত আয়োজন, নিয়ন্ত্রিত উত্তেজনা, আর সর্বোপরি সরাসরি সংযোগ। যেন মেসির সফরের সুরই বদলে দিল। আলাদা করে দিল কলকাতার 'গোট কনসার্ট'-এর থেকে। কলকাতায় অনুষ্ঠান বানচাল হওয়ার পরে প্রশ্ন উঠেছিল ভারতে কি মেসির মতো মহাতারকাকে নিয়ে এমন অনুষ্ঠান সুষ্ঠভাবে সামলানো সম্ভব? উত্তর মিলল ওয়াংখেড়েতেই। শুধু উত্তরই মিলল না বলা চলে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সঠিক পরিকল্পনা থাকলে শুধু উন্মাদনা নয় স্মরণীয় মুহূর্তও তৈরি করা যে সম্ভব তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হয়ে গেল। ঠিক এমনই দৃশ্য দেখতে চেয়েছিল কলকাতা।

সোমবার নয়াদিল্লি যাবেন মেসি। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। অনুষ্ঠান রয়েছে সেখানেও। এই মুহূর্তে ভারতে রয়েছেন বিরাট কোহলি। শোনা যাচ্ছে সোমবার মেসির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হতে পারে। যদিও নিশ্চিতভাবে এই ব্যাপারে আয়োজকদের তরফে কিছু জানানো হয়নি।

ট্রফি নিয়ে আমগাঁও নয়াবাজার। ছবি : অনুপ মণ্ডল

চ্যাম্পিয়ন আমগাঁও

বুনিয়াদপুর, ১৪ ডিসেম্বর : জামার ফুটবল কমিটির ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল আমগাঁও নয়াবাজার। রবিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে ধীরাজ একাদশকে হারিয়েছে। জামার ফুটবল মাঠে গোল করেন ফাইনালের সেরা রবিদাস মুর্মু।

পদক গলায় সফল অ্যাথলিটরা। ছবি : বিশ্বজিৎ প্রামাণিক

অস্মিতা অ্যাথলেটিক্স

পতিরাম, ১৪ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সহযোগিতায় রবিবার পারপতিরাম মাঠে অস্মিতা অ্যাথলেটিক্স লিগ অনুষ্ঠিত হল। অনূর্ধ্ব-১৪ ও অনূর্ধ্ব ১৬ বিভাগে সাতটি ইভেন্ট হয়েছিল। প্রতিটি ইভেন্টে প্রথম তিন স্থানাধিকারী মিলিয়ে ৩৩ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

জয়ী ২০১৪, ২০০৪ ব্যাচ

দেওয়ানহাট, ১৪ ডিসেম্বর : দেওয়ানহাট হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার ২০১৪ ব্যাচ ৭ উইকেটে ২০১৬ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৬ প্রথমে ৮ ওভারে ৯১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা শুভ বর্মন পেয়েছেন ৪ উইকেট। ২০১৪ জবাবে ৩ উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয়। ২০০৪ ব্যাচ ২ রানে ২০২২ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০০৪ প্রথমে ১৩০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা চিন্ময় বর্মন ৪৭ রান করেন। জবাবে ২০২২ ব্যাচ ১২৮ রানে অল আউট হয়। ২০১২ ব্যাচ ৬ রানে ২০২০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১২ প্রথমে ১০৩ রান তোলে। ২০২০ জবাবে ৯৭ রানে থামে। ম্যাচের সেরা বিল্টু বরকায়েত পেয়েছেন ৩ উইকেট নেন। ২০১০ ব্যাচ ৩ উইকেটে ২০১১ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১১ প্রথমে ৮৫ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবাশিস দত্ত নিয়েছেন ৩ উইকেট নেন। জবাবে ২০১০ ব্যাচ ৭ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। ২০০৯ ব্যাচ ৭ রানে ২০১৫ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০০৯ প্রথমে ১১৭ রান তোলে। জবাবে ২০১৫ ব্যাচ ১১০ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা অপূর্ব রাউত পেয়েছেন ৫ উইকেট।

৫ উইকেট দীপেশের

দেওয়ানহাট, ১৪ ডিসেম্বর : ধুমপুর হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে রবিবার ২০১৬ ব্যাচ ১ উইকেটে ২০১৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০১৪ প্রথমে ৪২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দিবাকর বর্মন পেয়েছেন ৩ উইকেট নেন। জবাবে ২০১৬ ব্যাচ ৯ উইকেটে ৪৩ রান তুলে নেয়। ২০০৭-'০৮ ব্যাচ ১০ উইকেটে ২০২২ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০২২ প্রথমে ৫৯ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দীপেশ বর্মন ফেলে দেন ৫ উইকেট নেন। ২০০৭-'০৮ জবাবে বিনা উইকেটে ৬০ রান তুলে নেয়। সুপার সিনিয়ার ব্যাচ ১৫ রানে সংযুক্ত ২০০৯ ও '২০ ব্যাচকে হারিয়েছে। সুপার সিনিয়ার প্রথমে ১১৬ রান তোলে। ভুবন বর্মন ৪৭ রান করেন। জবাবে সংযুক্ত ২০০৯ ও '২০ ব্যাচ ১০১ রানে আটকে যায়।

উত্তরের খেলা

ম্যাচের সেরা দীপক রায় নিয়েছেন ৩ উইকেট নেন। ২০১২-'১৩ ব্যাচ ১৬ রানে ২০১১ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০১২-'১৩ প্রথমে ১০২ রান তোলে। ২০১১ জবাবে ৮৬ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা অভিজিৎ বর্মন পেয়েছেন ৪ উইকেট।

জেলা পরিষদ কাপ শুরু

হরিশ্চন্দ্রপুর, ১৪ ডিসেম্বর : জেলা পরিষদের সদস্য রশিদন নেশার উদ্যোগে এবং জগন্নাথপুর ইয়ুথ ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় ৮ দলীয় জেলা পরিষদ কাপ ফুটবল রবিবার শুরু হল। জগন্নাথপুর ইয়ুথ ক্লাব মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে আলাল টুকু এফসি একাদশ ৪-০ গোলে এনএফসি কাঠিহার একাদশকে হারিয়েছে।

ওল্ড মালদা লিগ শুরু

পুরাতন মালদা, ১৪ ডিসেম্বর : ওল্ড মালদা প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেট রবিবার শুরু হল। কালাচাঁদ হাইস্কুলের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে অস্তিকা অ্যান্ড অদিতি ৮ রানে ফ্রেন্ডস ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল অংশ নিয়েছে। ফাইনাল ২১ ডিসেম্বর।

অমলেন্দুর ৫৭

কোচবিহার, ১৪ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে রবিবার ২০১৩ ব্যাচ ৮ উইকেটে ১৯৯৮ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ১৯৯৮ ব্যাচ ১০ ওভারে ৬ উইকেটে ৮০ রান তোলে। অনির্বাণ লাহিড়ি ৩২ রান করেন। ম্যাচের সেরা শুভম সরকার ১০ পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ২০১৩ ব্যাচ ৭ ওভারে ২ উইকেটে ৮১ রান তুলে নেয়। দীপঙ্কর সরকার ৩৯ রানে অপরাজিত থাকেন। ২০১৭ ব্যাচ ১০ উইকেটে ২০০০ ও ২০০২ সংযুক্ত দলের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে সংযুক্ত দল ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৯১ রান তোলে। রানা রায় ৩৫ রান করেন। ২০১৭ জবাবে ৪.২ ওভারে বিনা উইকেটে ৯২ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অমলেন্দু রায় ৫৭ রান করেন। ২০০১ ব্যাচ ৮ উইকেটে ১৯৯৯ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ১৯৯৯ ব্যাচ ১০ ওভারে ৫ উইকেটে ৭৮ রান তোলে। মানসকুমার দাস ৩৬ রান করেন। জবাবে ২০০১ ব্যাচ ৬.১ ওভারে ২ উইকেটে ৭৯ রান তুলে নেয়। দেবদীপ ঘোষ ৩১ রান করেন। ম্যাচের সেরা ইন্দ্রনীল সরকার ২০ রানে নেন ২ উইকেট পায়। অন্য ম্যাচে ২০১৫ ব্যাচ নির্দিষ্ট সময়ে না আসায় সুপার সিনিয়ারকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে।

বার্ষিক ক্রীড়া

রায়গঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শিশু সদন হোমের বার্ষিক ক্রীড়া রবিবার অনুষ্ঠিত হল। এদিন হোমের ৬৫ জন আবাসিক চারটি বিভাগে ১৪টি ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাকারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে।

৪ উইকেট গৌতমের

তুফানগঞ্জ, ১৪ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেটে রবিবার নিউ প্রগতি সংঘ ৮৪ রানে শিবশক্তি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে টসে জিতে নিউ প্রগতি ২৫.২ ওভারে ১৬৩ রানে অল আউট হয়। গৌতম দে ২৮ রান করেন। আলিমুদ্দিন মিয়াঁ ৩১ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে শিবশক্তি ২২ ওভারে ৭৯ রানে গুটিয়ে যায়। রাহুল শা ২৪ করেন। ম্যাচের সেরা গৌতম ১২ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

স্বর্গীয় আশুতোষ সাহা

জন্ম- ২২ জানুয়ারি, ১৯৪৫
মৃত্যু- ৩ ডিসেম্বর ২০২৫

তুমি রবে নীরবে...

শোকাহত পরিবার -
দীপা সাহা (স্ত্রী), দিগ্বিজয় সাহা (পুত্র), দেবরূপা সাহা ও বিশ্বরূপা মল্লিক (দুই কন্যা), সুপ্রিয় সাহা ও শুভায়ন মল্লিক (দুই জামাতা), দেবর্নি সাহা, সুপ্রিয় সাহা ও রীতদ্বীপ মল্লিক (নাতি-নাতনি)

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
₹ বর্ধমান-এর এক বাসিন্দা

12.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59C 71007 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি কখনও কল্পনাও করিনি যে জীবন এভাবে বদলে যাবে। এক কোটি টাকা জেতা আমার জন্য এক বড় বিস্ময় এবং কৃতজ্ঞতার মুহূর্ত। আজকের দিনটি আমার জীবনে সর্বদা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, বর্ধমান - এর একজন বাসিন্দা সাহেব শেখ - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।